প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—আষাঢ়, ১৩৬০
দ্বিতীয় সংস্করণ—ভাদ্র, ১৩৬৮
মূল্য ছয় টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীরঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭
৫—১০. ৯. ৬১

ভূমিকা

'বৃত্রসংহার' হেমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, কাহারও কাহারও মতে শাস্ত্রসম্মত মহাকাব্য হিসাবে মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র উপরেও ইহার স্থান। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের কাহিনী-কাব্যগুলি লইয়া বিস্তর বাগ্‌বিতণ্ডা ও তর্কজালের সৃষ্টি হইয়াছিল; আজ অর্ধ শতাব্দীরও অধিক-কাল পরে সাময়িকপত্র ও সমালোচনা-গ্রন্থের বিপুল বাক্যোচ্ছ্বাস হইতে আমরা স্পষ্টই অনুভব করিতে পারি যে, সাময়িক ভাবে হেমচন্দ্রের কবি-যশ সর্বগ্রাসী হইয়া উঠিয়াছিল এবং তিনি বঙ্গের শ্রেষ্ঠ মহাকবিরূপে প্রতীত হইয়াছিলেন। সমালোচকগণ এই সিদ্ধান্তে কি ভাবে কোন্ যুক্তির বলে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহার ইতিহাস বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। অনুসন্ধিৎসু পাঠক সামান্য চেষ্টা করিলেই তাহা দেখিতে পাইবেন। আমরা আজ বুঝিতে পারিতেছি, কাল সে বিচার অভ্রান্ত বলিয়া মানিয়া লয় নাই এবং সে ইতিহাস অতীত বিস্মৃত ইতিহাসেরই সামিল হইয়া গিয়াছে; ভাষা ও ছন্দ প্রয়োগে যে কাঠিন্য ও অনমনীয় দৃঢ়তা ললিতগীতিপ্রাণ বাঙালীর কাছে সে দিন মধুসূদনকে ঢিলাঢালা-শিথিল হেমচন্দ্রের নীচে স্থান দিয়াছিল, তাহাই ক্রমে ক্রমে বাংলার কাব্যাকাশে মধুসূদনের প্রতিভাকে ভাস্বর ও গৌরবদীপ্ত করিয়া তুলিতেছে—হেমচন্দ্র প্রায় বিস্মৃত-অবহেলিত হইতে বসিয়াছেন। তথাপি হেমচন্দ্র বাংলা-সাহিত্যে ও বাঙালীর ইতিহাসে চিরস্মরণীয় থাকিবেন; কারণ, তিনি আমাদের সাজাত্যবোধ ও স্বদেশ-প্রেম যে পরিমাণে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, এমন আর সে-যুগের কোনও কবি করেন নাই। 'বৃত্রসংহার' পৌরাণিক কাব্য হইলেও তাহার মধ্যে আমরা বহু স্থলে আমাদের জাতীয় পরাধীনতার গ্লানিসূচক আক্ষেপ শুনিতে পাই।

'বৃত্রসংহার' দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ড বাহির হয় ১২৮১ সালে, বেঙ্গল লাইব্রেরিতে জমা দিবার তারিখ ১৪ জানুয়ারি ১৮৭৫। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১৬৭, মূল্য এক টাকা; টাইটেল-পেজ এইরূপ ছিল :—

বৃত্রসংহার। [কাব্য।] প্রথম খণ্ড। শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত। শ্রীক্ষেত্রনাথ ভট্টাচায্যকর্ত্তৃক প্রকাশিত। (৫৫নং কলেজ ষ্ট্রিট, কলিকাতা।) ১২৮১ সাল।

প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে 'বঙ্গদর্শনে'র ১২৮১ মাঘ সংখ্যায় স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র ইহার সমালোচনা করেন। গ্রন্থের ভূমিকায় হেমচন্দ্রের "ইংরাজি গ্রন্থকারদিগের ভাবসঙ্কলন এবং সংস্কৃতভাষার অনভিজ্ঞতা-দোষ"—স্বীকৃতির প্রতিবাদে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন :—

হেমবাবু, মিল্টনের অনুসরণ করিয়া থাকুন বা না থাকুন, তিনি···যে স্বকীয় কবিত্বশক্তির বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন, তাহা পাঠমাত্রেই সহৃদয় ব্যক্তি বুঝিতে পারিবেন। "নিবিড় ধূম্রল ঘোর" সেই পাতালপুরীর মধ্যে, সেই দীপ্তিশূন্য অমরগণের দীপ্তিশূন্য সভা—অল্প শক্তির সহিত বর্ণিত হয় নাই। "পর্ব্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ" ইহা প্রথম শ্রেণীর কবির উক্তি—মিল্টনের যোগ্য। বৃত্রসংহার কাব্য-মধ্যে এরূপ উক্তি অনেক আছে।

বঙ্কিমচন্দ্র তখন সাহিত্য-সম্রাট্। সুতরাং বাংলা দেশ সচকিত হইয়া উঠিল। মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র "বি-এ"-টীকাকার হেমচন্দ্র স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইলেন। অবশ্য তৎপূর্বেই ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদনের মৃত্যুর পর বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' (ভাদ্র ১২৮০) হেমচন্দ্রের ললাটে এই বলিয়া রাজটীকা পরাইয়াছিলেন :—

কিন্তু বঙ্গকবি-সিংহাসন শূন্য হয় নাই। এ দুঃখ-সাগরে সেইটি বাঙ্গালীর সৌভাগ্য-নক্ষত্র। মধুসূদনের ভেরী নীরব হইয়াছে, কিন্তু হেমচন্দ্রের বীণা অক্ষয় হউক!

পৌনে তিন বৎসর পরে ১২৮৪ সালে [১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৭৭] দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২২৬, মূল্য এক টাকা। টাইটেল-পেজ এইরূপ :—

বৃত্রসংহার। [কাব্য।] দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত। শ্রীক্ষেত্রনাথ ভট্টাচায্য কর্ত্তৃক কলিকাতা, ভবানীচরণ দত্তের লেন, ১৭ সংখ্যক ভবনে প্রকাশিত। ১২৮৪ সাল।

'বৃত্রসংহার' সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইলে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজনারায়ণ বসু তাঁহার বিখ্যাত 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা'য় বলিলেন :—

এক্ষণকার কবিদিগের মধ্যে বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ দ্বারা সর্ব্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত।

ভূমিকা

হেমচন্দ্রের যশবিস্তার সম্পর্কে ঐতিহাসিক পাঠকের একটি বিষয় চোখে পড়িবে। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গদর্শনে' (মধুসূদনের তিরোভাব-প্রসঙ্গে) হেমচন্দ্রের সপ্রশংস উল্লেখের পূর্বে তিনি মোটেই যশস্বী ছিলেন না। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ১০৪ সংখ্যক 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রে বেনামীতে বাংলা-সাহিত্য সম্পর্কে যে ইংরেজী প্রবন্ধ লেখেন, তাহাতে হেমচন্দ্রের উল্লেখ এই ভাবে আছে—"হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যদ্যপি তেমন খ্যাত হন নাই..." ইত্যাদি। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্গভাষার ইতিহাস। প্রথম ভাগ।' পুস্তকে হেমচন্দ্রের নাম পর্যন্ত নাই। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত রামগতি ন্যায়-রত্নের 'বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে' অন্যান্য অনেক লেখকের মধ্যে হেমচন্দ্রের নামটি মাত্র উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে এক পংক্তিও আলোচনা নাই। 'বঙ্গদর্শন' ছাড়া সর্বপ্রথম বিস্তৃত আলোচনা করেন ১৮ ৭ খ্রীষ্টাব্দে *The Literature of Bengal* পুস্তকে Ar Cy Dae অর্থাৎ রমেশচন্দ্র দত্ত। তিনি তাঁহার পুস্তকের ১৮৬-১৯১ পৃষ্ঠায় 'বৃত্রসংহারে'র প্রথম একাদশ সর্গের অর্থাৎ পুস্তকাকারে প্রকাশিত প্রথম খণ্ডের বিশ্লেষণ করেন এবং এই বলিয়া প্রসঙ্গ সমাপ্ত করেন, "We hope the poet will soon favor us with the remainder and so complete what is probably his greatest work." ইহার পর 'বৃত্রসংহার' সম্পর্কে অজস্র আলোচনা হইয়াছে, বিপুল তর্কের ধূলি উড়িয়াছে। উল্লেখযোগ্য আলোচনাগুলির মাত্র তালিকা দিতেছি। হেমচন্দ্রের কাব্য-গবেষকেরা সন্ধান করিয়া দেখিবেন :—

১। 'বঙ্গদর্শন' ১২৮১ মাঘ ও ফাল্গুন, ১ম খণ্ড সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদকীয় আলোচনা।

২। 'বঙ্গদর্শন' ১২৮৪ মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র, ২য় খণ্ড সম্পর্কে সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদকীয় আলোচনা।

৩। রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' ২য় সংস্করণ ১৮৮৭, আলোচনার আরম্ভটি এইরূপ :—

> হেমবাবু যখন মাইকেল মধুসূদন দত্ত-প্রণীত মেঘনাদ বধের টীকা লেখেন, বোধ হয়, তৎকালেই ঐ পুস্তকের অনুকরণে এবং ঐরূপ প্রণালীতে কাব্য লিখিতে তাঁহার ইচ্ছা জন্মে—বৃত্রসংহার সেই ইচ্ছার ফল।

৪। 'কবি হেমচন্দ্র'—অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ১৩১৮, শেষ চার অধ্যায়।
৫। 'বঙ্গবাণী' (২য় খণ্ড)—শশাঙ্কমোহন সেন ১৯১৫, পৃ. ১৬-২২।
৬। 'হেমচন্দ্র' (১ম খণ্ড)—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ ১৩২৬, পৃ. ২৯১-৩৫১।
৭। ঐ (২য় খণ্ড) ঐ ১৩২৭, পৃ. ৯১-২১২।
৮। 'বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়' (১ম খণ্ড)—শ্রীকালিদাস রায়, ১৩৫৬, পৃ. ১৪৬-১৫০।
৯। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (২য় খণ্ড), ২য় সং—শ্রীসুকুমার সেন, ১৩৫৬, পৃ. ৩১২-৩২১।

কৌতূহলী পাঠক প্রথম বৎসরের (১২৮৪) 'ভারতী'তে বালক রবীন্দ্রনাথের ধারাবাহিক বেনামী প্রবন্ধ "মেঘনাদবধ কাব্য" পড়িয়া দেখিতে পারেন। ইহাতে 'বৃত্রসংহারে'র সহিত 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র কৌতুককর তুলনামূলক আলোচনা আছে। বলা বাহুল্য, মধুসূদনবিরোধী বালক রবীন্দ্রনাথ হেমচন্দ্রকেই জয়মাল্য দিয়াছেন।

দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ও নানা প্রবন্ধে 'বৃত্রসংহারে'র কাব্যরস ও নাটকীয় রসবর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত নিম্নোদ্ধৃত পংক্তি কয়েকটিতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে :—

> এই কাব্য কখনও যে সাধারণের প্রিয় হইবে, আমাদের সে ভরসা অল্প। ইহাতে পাঠককে সর্ব্বদা ঊর্দ্ধ দেবলোকে বিহার করিতে হয়। চিন্তাশীলতার এতটা প্রবর্ত্তনের জন্য পাঠক প্রস্তুত থাকিবেন না। কবি বন্যফুলের মত রাশি রাশি বিশ্বকুসুম কাব্যের পত্রে পত্রে ছড়াইয়া রাখেন নাই, পাঠকের অনায়াসলব্ধ পুরস্কার জুটিবে না। কবি বহুসংখ্যক পুষ্প নিষ্পেষিত করিয়া পুষ্পসার সৃষ্টি করিতে প্রয়াসী ছিলেন, বহু গ্যালন জল ঘনীভূত করিয়া তুষারের সৃষ্টি করিয়াছেন। ভাষার নিবিড়তার জন্য এই কাব্য সাধারণ পাঠকের উপযোগী হয় নাই। কিন্তু এই কাব্যের অনন্যসাধারণ সংযম, পৌরুষ এবং নাটকীয় কৌশল বহু সম্মানের যোগ্য।—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ : 'হেমচন্দ্র' ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৮-৯৯।

'বৃত্রসংহার' কাব্যের নীতি বা moral সম্পর্কে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের বক্তব্য এই :—

> সাধনা চাই, আরাধনা চাই। সঙ্গে সঙ্গে আরো কিছু চাই। পরহিত-ব্রতে দধীচির দেহত্যাগে তাহাই উদ্দিষ্ট। দধীচির প্রতি ইন্দ্রের উক্তিতে কবি তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন,—

"কর্ত্তব্য নরের নিত্য স্বার্থ-পরিহার,
জীবকুল-কল্যাণ সাধন অনুদিন!
পরহিতব্রত, ঋষি, ধর্ম্ম যে পরম।
তুমিই বুঝিয়াছিলে উদ্‌যাপিলে আজ।"

দেবরাজ কর্ত্তৃক কল্লান্ত কঠোর আরাধনা, সাধনা, তপস্যা, পূজার পর কঠোর তপস্বী বিষ্ণুসেবক দধীচি ঋষির পরহিতব্রতে ত্যক্ত দেহের অস্থি হইতে বজ্রের উৎপত্তি। সেই বজ্রে বৃত্রের বিনাশ।

বৃত্রসংহার কাব্যের এই গভীর উপদেশ সফল করিতে হইলে, তরবারি পরম পুরুষার্থ, এ কথা আমাদিগকে ত্যাগ করিতেই হইবে। তাহাতে যুবক হেমবাবুর পরাজয়ে বর্ষীয়ান্ হেমচন্দ্রের জয়জয়কারই ঘোষিত হইবার কথা। অথচ যুবক হেমচন্দ্রের জয়গীতিই গীত হইয়া থাকে। তাহার কারণ, দেবারাধনা বা পরহিতব্রত বৃত্রসংহারের আসল কথা হইলেও, ঐ দুটি কথা লুকান ছাপান আছে। কিন্তু জাতি-বৈর কাব্যে ওতপ্রোত। জ্বালা জ্বলন্ত। জ্বালা নিবারণের পালা নিস্তেজ।

কবি শশাঙ্কমোহন সেন 'বৃত্রসংহারে'র কবিজনোচিত বিশ্লেষণের পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন :—

'বৃত্রসংহার' কাব্যের নাটকীয় সমাধান সুন্দর। চরিত্রগুলি এক একটী বিশেষ বিশেষ স্থায়ীভাবে অনুপ্রাণিত, কবির লক্ষ্য সর্ব্বত্র স্থায়ীভাবের উদ্দীপনায় স্থির আছে। ভাবের আলম্বন বা উদ্দীপন কারণ সমস্তই সবিশেষ গৌরবান্বিত, চরিত্রসমূহের ভিত্তি, মেরুদণ্ড এবং অভিমানও অসাধারণ দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক। কাব্যের সৌষ্ঠব এবং চরিত্রের সামঞ্জস্য রক্ষার বিষয়েও কবির তীক্ষ্ণদৃষ্টি সর্ব্বত্র লক্ষিত হইবে। কবি অবশ্য ভাষার লালিত্য, অথবা ভাবের সৌকুমার্য্য বিষয়ে সর্ব্বত্র অল্লাধিক উদাসান—স্থানে স্থানে অবলম্বিত ছন্দের গুরুভারে ভাষাকে নিপীড়িত এবং ভাবকে নিষ্পেষিত হইতে দেখা যাইবে। আবার, কোথাও এক একটা পদের ভিতর এত অর্থ সংহত হইয়া আছে যে, পাঠমাত্র মন ধ্যানস্থ হইয়া উঠিবে!

পরিশেষে আমরা ১৩১৯ বঙ্গাব্দের 'সাহিত্যে' পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত "কবি হেমচন্দ্র" প্রবন্ধ হইতে মধুসূদন-হেমচন্দ্রের তুলনামূলক বিচার উদ্ধৃত করিতেছি :—

মধুসূদন গুরু, হেমচন্দ্র শিষ্য, মধুসূদন ওস্তাদ, হেমচন্দ্র সাকরেদ। কিন্তু হেমচন্দ্র এক গুরুর শিষ্য নহেন—তিনি ভারতচন্দ্রকেও গুরু করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বগামী কবিগণের ছন্দের ও ভাষার অনুশীলন করিয়াছিলেন। তাই

৪। 'কবি হেমচন্দ্র'—অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ১৩১৮, শেষ চার অধ্যায়।
৫। 'বঙ্গবাণী' (২য় খণ্ড)—শশাঙ্কমোহন সেন ১৯১৫, পৃ. ১৬-২২।
৬। 'হেমচন্দ্র' (১ম খণ্ড)—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ ১৩২৬, পৃ. ২৯১-৩৫১।
৭। ঐ (২য় খণ্ড) ঐ ১৩২৭, পৃ. ৯১-২১২।
৮। 'বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়' (১ম খণ্ড)—শ্রীকালিদাস রায়, ১৩৫৬, পৃ. ১৪৬-১৫০।
৯। 'বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস' (২য় খণ্ড), ২য় সং—শ্রীসুকুমার সেন, ১৩৫৬, পৃ. ৩১২-৩২১।

কৌতূহলী পাঠক প্রথম বৎসবেব (১২৮৪) 'ভারতী'তে বালক রবীন্দ্রনাথের ধারাবাহিক বেনামী প্রবন্ধ "মেঘনাদবধ কাব্য" পড়িয়া দেখিতে পাবেন। ইহাতে 'বৃত্রসংহারে'র সহিত 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র কৌতুককর তুলনামূলক আলোচনা আছে। বলা বাহুল্য, মধুসূদনবিরোধী বালক রবীন্দ্রনাথ হেমচন্দ্রকেই জয়মাল্য দিযাছেন।

দীনেশচন্দ্র সেন মহাশযও নানা প্রবন্ধে 'বৃত্রসংহারে'র কাব্যরস ও নাটকীয় রসবর্ণনা কবিয়াছেন। তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত নিম্নোদ্ধৃত পংক্তি কয়েকটিতে সন্নিবিষ্ট হইযাছে :—

> এই কাব্য কখনও যে সাধারণের প্রিয় হইবে, আমাদের সে ভরসা অল্প। ইহাতে পাঠককে সর্ব্বদা উর্দ্ধ দেবলোকে বিহার করিতে হয়। চিন্তাশীলতার এতটা প্রবর্ত্তনের জন্য পাঠক প্রস্তুত থাকিবেন না। কবি বন্যফুলের মত রাশি রাশি বিশ্বকুসুম কাব্যের পত্রে পত্রে ছডাইয়া রাখেন নাই, পাঠকেব অনায়াসলব্ধ পুরস্কার জুটিবে না। কবি বহুসংখ্যক পুষ্প নিষ্পেষিত করিয়া পুষ্পসার সৃষ্টি করিতে প্রয়াসী ছিলেন, বহু গ্যালন জল ঘনীভূত করিয়া তুষারের সৃষ্টি করিয়াছেন। ভাষার নিবিড়তার জন্য এই কাব্য সাধারণ পাঠকের উপযোগী হয় নাই। কিন্তু এই কাব্যের অনন্যসাধারণ সংযম, পৌরুষ এবং নাটকীয় কৌশল বহু সম্মানের যোগ্য।—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ: 'হেমচন্দ্র' ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৮-৯৯।

'বৃত্রসংহার' কাব্যের নীতি বা moral সম্পর্কে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের বক্তব্য এই :—

> সাধনা চাই, আরাধনা চাই। সঙ্গে সঙ্গে আরো কিছু চাই। পরহিত-ব্রতে দধীচির দেহত্যাগে তাহাই উদ্দিষ্ট। দধীচির প্রতি ইন্দ্রের উক্তিতে কবি তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন.—

ভূমিকা

"কর্ত্তব্য নরের নিত্য স্বার্থ-পরিহার,
জীবকুল-কল্যাণ সাধন অনুদিন !
পরহিতব্রত, ঋষি, ধর্ম্ম যে পরম।
তুমিই বুঝিয়াছিলে উদ্‌যাপিলে আজ।"

দেবরাজ কর্ত্তৃক কল্পান্ত কঠোর আরাধনা, সাধনা, তপস্যা, পূজার পর কঠোর তপস্বী বিষ্ণুসেবক দধীচি ঋষির পরহিতব্রতে ত্যক্ত দেহের অস্থি হইতে বজ্রের উৎপত্তি। সেই বজ্রে বৃত্রের বিনাশ।

বৃত্রসংহার কাব্যের এই গভীর উপদেশ সফল করিতে হইলে, তরবারি পরম পুরুষার্থ, এ কথা আমাদিগকে ত্যাগ করিতেই হইবে। তাহাতে যুবক হেমবাবুর পরাজয়ে বর্ষীয়ান্ হেমচন্দ্রের জয়জয়কারই ঘোষিত হইবার কথা। অথচ যুবক হেমচন্দ্রের জয়গীতিই গীত হইয়া থাকে। তাহার কারণ, দেবারাধনা বা পরহিতব্রত বৃত্রসংহারের আসল কথা হইলেও, ঐ দুটি কথা লুকান ছাপান আছে। কিন্তু জাতি-বৈর কাব্যে ওতপ্রোত। জ্বালা জ্বলন্ত। জ্বালা নিবারণের পালা নিস্তেজ।

কবি শশাঙ্কমোহন সেন 'বৃত্রসংহারে'র কবিজনোচিত বিশ্লেষণের পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন :—

'বৃত্রসংহার' কাব্যের নাটকীয় সমাধান সুন্দর। চরিত্রগুলি এক একটী বিশেষ বিশেষ স্থায়ীভাবে অনুপ্রাণিত; কবির লক্ষ্য সর্ব্বত্র স্থায়ীভাবের উদ্দীপনায় স্থির আছে। ভাবের আলম্বন বা উদ্দীপন কারণ সমস্তই সবিশেষ গৌরবান্বিত; চরিত্রসমূহের ভিত্তি, মেরুদণ্ড এবং অভিমানও অসাধারণ দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক। কাব্যের সৌষ্ঠব এবং চরিত্রের সামঞ্জস্য রক্ষায় বিষয়েও কবির তীক্ষ্ণদৃষ্টি সর্ব্বত্র লক্ষিত হইবে। কবি অবশ্য ভাষার লালিত্য, অথবা ভাবের সৌকুমার্য্য বিষয়ে সর্ব্বত্র অল্পাধিক উদাসীন—স্থানে স্থানে অবলম্বিত ছন্দের গুরুভারে ভাষাকে নিপীড়িত এবং ভাবকে নিষ্পেষিত হইতে দেখা যাইবে। আবার, কোথাও এক একটা পদের ভিতর এত অর্থ সংহত হইয়া আছে যে, পাঠমাত্র মন ধ্যানস্থ হইয়া উঠিবে !

পরিশেষে আমরা ১৩১৯ বঙ্গাব্দের 'সাহিত্যে' পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত "কবি হেমচন্দ্র" প্রবন্ধ হইতে মধুসূদন-হেমচন্দ্রের তুলনামূলক বিচার উদ্ধৃত করিতেছি :—

মধুসূদন গুরু, হেমচন্দ্র শিষ্য; মধুসূদন ওস্তাদ, হেমচন্দ্র সাকরেদ। কিন্তু হেমচন্দ্র এক গুরুর শিষ্য নহেন—তিনি ভারতচন্দ্রকেও গুরু করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বগামী কবিগণের ছন্দের ও ভাষার অনুশীলন করিয়াছিলেন। তাই

হেমচন্দ্র পুরাদস্তুর মধুসূদনের অনুবর্ত্তী হইতে পারেন নাই, তাই 'বৃত্রসংহার' ভাষায় ও ছন্দে কতকটা জগা-খিচুড়ী হইয়া গিয়াছে, তাই 'বৃত্রসংহার' মহাকাব্য হইলেও, জাতি-বৈরের ব্যাখ্যাপুস্তক হইলেও, ভাষার বাঁধুনীর হিসাবে, ভাষার জমাট হিসাবে মেঘনাদের নিম্নস্তরে অবস্থিত। মেঘনাদে মিল্টনের গন্ধ পাইলেও সে গন্ধ দুর্গন্ধ বলিয়া মনে হয় না। কবির শব্দসম্পদে ও ভাবৈশ্বর্য্যে সে গন্ধ তীব্র ও মনোমোহন বলিয়া বোধ হয়। 'বৃত্রসংহারে' তেমনই দান্তের ইন্‌ফার্নোর গন্ধ পাওয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়, কবি যেন সে গন্ধ ঢাকিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, পদে পদে যেন সেই ব্যর্থ চেষ্টায় গলদ্ঘর্ম্ম হইয়াছেন। এইখানে ওস্তাদে ও সাকরেদে পার্থক্য, এইখানে কে ছোট, কে বড়, স্পষ্ট বুঝা যায়। হেমচন্দ্র জাতি-বৈরের অপরাজেয় ও অদ্বিতীয় কবি—ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। যেখানে জাতি-বৈরের কথা, সেইখানেই হেমচন্দ্র গুরুর উপর টেক্কা দিয়াছেন, সেইখানেই তিনি মধুসূদনের উপর চলিয়া গিয়াছেন। জাতি-বৈরের কাব্যের হিসাবে 'বৃত্রসংহার' বাঙ্গালার অদ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ—ভাবে, রসে ও ঝাঁজে যেন ফাটিয়া পড়িতেছে, এমন হয় নাই, বুঝি-বা এমন হইবে না।

হেমচন্দ্রের জীবিতকালে স্বতন্ত্রভাবে ও গ্রন্থাবলীভুক্ত হইয়া 'বৃত্রসংহারে'র অনেকগুলি সংস্করণ হয়, আমরা সকলগুলির পাঠ মিলাইয়া ও বিচার করিয়া পরিষৎ-সংস্করণের পাঠ গ্রহণ করিয়াছি।

বৃত্রসংহার কাব্য

এ পুস্তকে বজ্রসৃষ্টির পূর্ব্বে বিদ্যুতের অস্তিত্ব কল্পিত হইয়াছে দেখিয়া পাঠকবর্গের আপাততঃ বিস্ময় জন্মিতে পারে। অধুনাতন বিজ্ঞানশাস্ত্র অনুসারে বিদ্যুচ্ছটায় প্রকাশ ও বজ্রধ্বনির উৎপত্তি একই কারণ হইতে হইয়া থাকে ; একের অভাবে অন্যের অস্তিত্ব সম্ভাবিত নহে। কিন্তু ইন্দ্রের বজ্র বিজ্ঞানশাস্ত্র-নিরূপিত বজ্র নহে। অতএব ইন্দ্রের বজ্রসৃষ্টির পূর্ব্বে বিদ্যুতের অস্তিত্ব কল্পনা করা বোধ হয়, তাদৃশ উৎকট হয় নাই।

পরিশেষে নিবেদন এই যে, সকল বিষয়ে কিংবা সকল স্থানে পৌরাণিক বৃত্তান্তের অবিকল অনুসরণ করি নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ এ স্থলে কৈলাসের উল্লেখ করিতেছি। পৌরাণিক বৃত্তান্ত অনুসারে কৈলাসের অবস্থিতি হিমালয় পর্ব্বতের উপর না করিয়া অন্যত্র কল্পনা করিয়াছি। ইহার দোষগুণ পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন।

খিদিরপুর
১৮ পৌষ ১২৮১ সাল

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম সর্গ

*বসিয়া পাতালপুরে ক্ষুব্ধ দেবগণ,—
নিস্তব্ধ, বিমর্ষভাব চিন্তিত, আকুল ;
নিবিড় ধূমান্ধ ঘোর পুরী সে পাতাল,
নিবিড় মেঘডম্বরে যথা অমানিশি।

যোজন সহস্র কোটি পরিধি বিস্তার—
বিস্তৃত সে রসাতল, বিধূনিত সদা ;
চারি দিকে ভয়ঙ্কর শব্দ নিরন্তর
সিন্ধুর আঘাতে স্বতঃ নিয়ত উত্থিত।

বসিয়া আদিত্যগণ তমঃ আচ্ছাদিত,
মলিন, নির্ব্বাণ-প্রায় কলেবর-জ্যোতিঃ
মলিন নির্ব্বাণ যথা সূর্য্য ত্বিষাম্পতি,
রাহু যবে রবিরথ গ্রাসয়ে অম্বরে ;

কিম্বা সে রজনীনাথ হেমন্ত-নিশিতে
কুজ্ঝটি-মণ্ডিত যথা হীন দীপ্তি ধরে,
পাণ্ডুবর্ণ, সমাকীর্ণ পাংশুবৎ তনু ;—
তেমতি অমরকান্তি ক্লান্ত অবয়বে।

ব্যাকুল, বিমর্ষ ভাব, ব্যথিত অন্তর,
অদিতি-নন্দনগণ রসাতল-পুরে,
স্বর্গের ভাবনা চিত্তে ভাবে সর্ব্বক্ষণ—
কিরূপে করিবে ধ্বংস দুর্জ্জয় অসুরে।

চারি দিকে সমুত্থিত অস্ফুট আরাব
ক্রমে দেব-বৃন্দমুখে বহে গাঢ় শ্বাস,—

* পদবিন্যাস প্রথম সংস্করণ অনুরূপ ; কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত

ঝটিকার পূর্ব্বে যেন বায়ুর উচ্ছ্বাস
বহে যুড়ি চারি দিক্ আলোড়ি সাগর।

সে অস্ফুট ধ্বনি ক্রমে পূরে রসাতল
ঢাকিয়া সিন্ধুর নাদ গভীর নিনাদে ;
দেব-নাসিকায় বহে সঘন নিশ্বাস,
আন্দোলি পাতালপুরী, তীব্র ঝড়বেগে।

দেব-সেনাপতি স্কন্দ উঠিয়া তখন
কহিলা গম্ভীর স্বরে,— শূন্যপথে যেন
একত্রে জীমূতবৃন্দ মন্দ্রিল শতেক—
মহাতেজে সুরবৃন্দে সম্ভাষি কহিলা ঃ—

"জাগ্রত কি দানবারি সুরবৃন্দ আজ ?
জাগ্রত কি অস্বপন দৈত্যহারী দেব ?
দেবের সমরক্লান্তি ঘুচিল কি এবে ?
উঠিতে সমর্থ কি হে সকলে এখন ?

"হা ধিক্ ! হা ধিক্ দেব ! অদিতি-প্রসূত !
সুরভোগ্য স্বর্গ এবে দনুজের বাস !
নির্ব্বাসিত সুরগণ রসাতল-ধামে,
অবসন্ন, তেজঃশূন্য, অশক্ত, অলস !

"দুর্ব্বিনীত, দেবদ্বেষী দনুজ-প্রবেশে
পবিত্র অমরধাম কলঙ্কিত আজ,
অজর অমর শূর স্বর্গঅধিকারী,
দেববৃন্দ স্বর্‌ভ্রষ্ট পড়িয়া পাতালে !

"ভ্রান্ত কি হইলা সবে ? কি ঘোর প্রমাদ !
চিরসিদ্ধ দেবনাম খ্যাত চরাচরে,
'অসুরমর্দ্দন' আখ্যা—কি হেতু হে তবে
অবসন্ন আজি সবে দৈত্যের প্রতাপে ?

"চিরযোদ্ধা—চিরকাল যুঝি দৈত্য সহ
জগতে হইলা শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বত্র পূজিত ;
আজি কি না দৈত্যভয়ে ত্রাসিত সকলে
আছ এ পাতালপুরে অমরা বিস্মরি !

"কি প্রতাপ দমুজের, কি বিক্রম হেন,
শঙ্কিত সকলে যাহে স্ববীর্য্য পাশরি ?
কোথা সে শূরত্ব আজ বিজয়ী দেবের
শত বার রণে যায় দনুজে জিনিলা ?

"ধিক্ দেব ! ঘৃণাশূন্য, অক্ষুব্ধ-হৃদয়,
এত দিন আছ এই অন্ধতমপুরে,
দেবত্ব, ঐশ্বর্য্য, সুধা, স্বর্গ তেয়াগিয়া
দাসত্বের কলঙ্কেতে ললাট উজ্জলি ।

"ধিক্ হে অমর নামে, দৈত্যভয়ে যদি
অমরা পশিতে ভয় এতই পরাণে,
অমরতা পরিণাম পরিশেষে যদি
দৈত্য-পদাঙ্কিত পৃষ্ঠ, চিরনির্ব্বাসন !

"বল হে অমরগণ—বল প্রকাশিয়া
এইরূপে চিরদিন থাকিবে কি হেথা ?
চির অন্ধতম পুরী এ পাতাল দেশে,
দনুজের পদ-চিহ্ন ললাটে আঁকিয়া ?"

কহিলা পার্ব্বতীপুত্র দেব-সেনাপতি ।
দেবগণ বিচলিত করিয়া শ্রবণ,
কাঁপিতে কাঁপিতে ক্রমে সক্রোধ মূরতি,
নাসারন্ধ্রে বহে শ্বাস বিকট উচ্ছ্বাসে ।

যথা দগ্ধগিরি-স্রাব উদ্গিরণ আগে,
অগ্নির ভূধরে ধূম, সতত নির্গমে,

ঘন জলকম্প, ঘন কম্পিত মেদিনী ;
পার্ব্বতী-নন্দনবাক্যে সেইরূপ দেবে ।

তুলিয়া স্বপৃষ্ঠে তূণ, পাশ, শক্তি ধরি,
উঠিলা অমরবৃন্দ চাহি শূন্য পানে,
পুনঃ পুনঃ খরদৃষ্টি নিক্ষেপি তিমিরে,
ছাড়িতে লাগিলা ঘন ঘন হুহুঙ্কার ।

সর্ব্বাগ্রে অনলমূর্ত্তি—দেব বৈশ্বানর,
প্রদীপ্ত কৃপাণ করে, উন্মত্ত স্বভাব,
কহিতে লাগিল, দ্রুত কর্কশবচনে,
স্ফুলিঙ্গ ছুটিল যেন ঘোর দাবাগ্নিতে !

কহিলা, "হে সেনাপতি ! এ মণ্ডলী-মাঝে
কোন্ ভীরু আছে হেন ইচ্ছা নহে যার,
অমর-নিবাস স্বর্গ উদ্ধারিতে পুনঃ
পুনঃ প্রবেশিতে, তায় স্ববেশ ধরিয়া ?

"দানবে যুঝিতে, আর কি ভয় এখন ?
ভীরুতার হেতু আর আছে কি হে কিছু,
অমরের তিরস্কার সম্ভব যতেক
ঘটেছে দেবের ভাগ্যে, দৈব-বিড়ম্বন ।

"স্বর্গ অধোদেশে মর্ত্ত, অধোদেশে তার,
অতল গভীর সিন্ধু—তাহার অধোতে,
অন্ধতম পুরী এই বিষম পাতাল,
তাহে এবে দৈত্য-ভয়ে লুক্কাইত সবে ।

"দুঃখে বাস,—ধূমময় গাঢ়তর তমঃ,
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, ঘন ঘন প্রকম্পন,
সিন্ধুনাদ শিরোপরি সদা নিনাদিত
শরীর-কম্পন হিমস্তূপ চারি দিকে ।

"এ কষ্ট অনন্ত কাল যুগ যুগান্তরে
ভুঞ্জিতে হইবে দেবে থাকিলে এখানে,
যত দিন প্রলয়ে না সংহার-অনলে
অমর-আত্মার ধ্বংস হয় পুনর্ব্বার।

"অথবা কপটী হ'য়ে ছদ্মবেশ ধরি
দেবের ঘৃণিত ছল ধূর্ত্ততা প্রকাশি,
ত্রৈলোক্য ভিতরে নিত্য হইবে ভ্রমিতে,
মিথ্যুক বঞ্চক বেশে নিত্য পরবাসী।

"নিরন্তর মনে ভয় কাপট্য প্রকাশ
হয় পাছে কার(ও) কাছে, চিত্তে জাগরিত
বিষম দুঃসহ চিন্তা, ঘৃণা লজ্জাকর
সতত কতই আরো হৃদয়ে যন্ত্রণা!

"সে কাপট্য ধরি প্রাণে জীবন যাপনা,
শরীর বহন আর, দুর্গতির শেষ;
বরঞ্চ নিরয়-গর্ভে নিয়ত নিবাস
শ্রেয়স্কর শতগুণ জিনি সে শঠতা!

"অথবা প্রকাশ্যভাবে হইবে ভ্রমিতে
চতুর্দ্দশ-লোক-নিন্দা সহি অবিরত,
শত্রু-তিরস্কার অঙ্গে অলঙ্কার করি,
কপালে দাসত্ব-চিহ্ন করিয়া লাঞ্ছিত!

"যখনি ভ্রূকুটি করি চাহিবে দানব,
কিম্বা সে অঙ্গুলি তুলি ব্যঙ্গ-উপহাসে
দেখাইবে এই দেব স্বর্গের নায়ক,
শত নরকের বহ্নি অন্তর দহিবে!

"অথবা বর্জ্জিত হ'য়ে দেবত্ব আপন
থাকিতে হইবে স্বর্গে মার আছে যথা,

অসুর-উচ্ছিষ্ট গ্রাসি পুষ্ট-কলেবর,
অসুর-পদাঙ্ক-রজঃ ভূষণ মস্তকে ।

"তার চেয়ে শত বার পশিব গগনে
প্রকাশি অমরবীর্য্য, সমরের স্রোতে
ভাসিব অনন্ত কাল দনুজ-সংগ্রামে,
দেবরক্ত যত দিন না হইবে শেষ ।

"অমর করিয়া সৃষ্টি করিলা যে দেবে
পিতামহ পদ্মাসন—সুমনস্ খ্যাতি—
ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে যারা সর্ব্বগরীয়ান্
অদৃষ্টের বশতায় তাদের এ গতি !

"দেবজন্ম লাভ করি অদৃষ্টের বশ,
তবে সে দেবত্ব কোথা হে অমর্ত্যগণ ?
দেব-অস্ত্রাঘাতে নহে দানব-বিনাশ,
সে দেববিক্রমে তবে কিবা ফলোদয় ?

"নিয়তি স্বতঃ কি কভু অনুকূল কারে ?
দেব কি দানব কিম্বা মানব-সন্তানে ?
সাহসে যে পারে তার কাটিতে শৃঙ্খল,
নিয়তি কিঙ্কর তার শুন দেবগণ ।

"ধর শক্তি শক্তিধর, হও অগ্রসর,
জাঠা, শক্তি, ভিন্দিপাল, শেল, নাগপাশ,
সুরবৃন্দ সুরতেজে কর বরিষণ,
অদৃষ্ট খণ্ডন করি সংহার অসুরে ।"

কহিলা সে হুতাশন—সর্ব্ব-অঙ্গে শিখা
প্রজ্বলিত হৈল তেজে পাতাল দহিয়া ;
অগ্নির বচনে মত্ত আদিত্য সকলে
ছুটিল হুঙ্কার শব্দে পূরি রসাতল ।

একেবারে শত দিকে শত প্রহরণে,
কোটি বিজলীর জ্যোতি খেলিতে লাগিল ;
পাতালের অন্ধকার ঘুচায়ে নিমেষে
দেখা দিল চারি দিকে জ্যোতির্ম্ময় দেহ।

তখন প্রচেতা—মর্ত্তে বরুণ বিখ্যাত—
উঠিলা গম্ভীরভাব, ধীর মূর্ত্তি ধরি,
পাশ-অস্ত্র শূন্য'পরে হেলাইয়া যেন,
উন্মত্ত জলধিজল প্রশান্ত করিল।

দেখিয়া প্রশান্ত-মূর্ত্তি দেব প্রচেতার
নিস্তব্ধ অমরগণ নিস্তব্ধ যেমন
স্নিগ্ধ বসুন্ধরা, যবে ঝটিকা নিবাড়ে
ত্রিরাত্রি ত্রিদিবা ঘোর হুহুঙ্কার ছাড়ি।

কহিলা প্রচেতা ধীর গম্ভীর বচন—
"তিষ্ঠ দেবগণ ক্ষণকাল শান্তভাবে,
হেন প্রগল্‌ভতা নহে মহতে উচিত,
এ ঔদ্ধত্য অল্পমতি প্রাণীরে সম্ভবে।

"যুদ্ধে দৈত্য বিনাশিয়া স্বর্গ উদ্ধারিতে
অনিচ্ছা কাহার দৈত্যঘাতী দেবকুলে ?
কে আছে নারকী হেন দেব-নাম-ধারী
দ্বিরুক্তি করিবে এই পবিত্র প্রস্তাবে ?

"তথাপি প্রতিজ্ঞাবাক্য উচ্চারণ আগে
উচিত ভাবিয়া দেখা ফলাফল তার ;
সামান্যের(ও) উপদেশ শুভপ্রদ কভু,
জ্ঞানীর মন্ত্রণা কভু না হয় নিষ্ফল।

"কি ফল প্রতিজ্ঞা করি বিফল যদ্যপি ?
সর্ব্বজনহাস্যাস্পদ হ'য়ে কিবা ফল ?

অসিদ্ধপ্রতিজ্ঞ লোক অনর্থপ্রলাপী,
নমস্য জগতে, কার্য্যে সুসিদ্ধ যে জন।

"অনেক মহাত্ম. বাক্য কহিলা অনেক,
কার্য্যসিদ্ধি নহে শুধু বাক্য-আড়ম্বরে ;
কোদণ্ড-নির্ঘোষ কর্ণে প্রবেশের আগে
শরলক্ষ্য ধরাশায়ী হয় শরাঘাতে।

"দেব-তেজ, দেব-অস্ত্র, দেবের বিক্রম,
বার বার এত যার কর অহঙ্কার,
এত দিন কোথা ছিল, অসুরের সনে
যুঝিলে যখন রণে করি প্রাণপণ ?

"কোথা ছিল সে সকল যবে দৈত্য-শূল
নিক্ষেপিল সুরবৃন্দে এ পুরী পাতালে ?
সমর্থ কি হয়েছিলা করিতে নিস্তেজ
দুর্জ্জয় বৃত্রের হস্ত দেব অস্ত্রাঘাতে ?

"অস্ত্র সেই, বীর্য্য সেই, সেই দেবগণ,
অক্ষুণ্ণ অসুর(ও) সেই, সুপ্রসন্ন বিধি
এখনো রক্ষিছে তারে অনিবার্য্য তেজে,
কি বিশ্বাসে পুনঃ চাহ পশিতে সংগ্রামে ?

"ভাগ্য নাই ! ভাগধেয় মূঢ়ের প্রলাপ !
সাহস যাহার—সদা সেই ভাগ্যধর !
তবে কেন ইন্দ্র-বাণ-তেজঃ দুর্নিবার
অক্ষত-শরীরে দৈত্য ধরিলা বক্ষেতে ?

"কেন ইন্দ্র সুরপতি সর্ব্বরণজয়ী
দনুজমর্দ্দন নিত্য, শূলের প্রহারে
অচেতন রণস্থলে হইলা আপনি,
চেতন বিরতি যার নহে ক্ষণকাল ?

"কেন বা সে ইন্দ্র আজি নিয়তির ধ্যানে,
সংকল্প করিয়া দৃঢ় প্রগাঢ় মানসে,
কুমেরু-শিখরে একা কাটাইছে কাল,—
কেন সুরপতি বৃথা এ ধ্যানে নিরত ?

"দেবগণ, মম বাক্য— অকর্ত্তব্য রণ
যত দিন ইন্দ্র আসি না হন সহায় ;
অগ্রে কোন(ও) দেব তাঁর করুন উদ্দেশ,
পশ্চাৎ যুদ্ধকল্পনা হ'বে সমাপিত ।"

বরুণের বাক্যে সূর্য্যদেব ত্বিষাম্পতি
উঠিলা প্রখরতেজঃ—কহিলা সবেগে—
"বক্তব্য আমার অগ্রে শুন সর্ব্বজন
ভাবিও সে বৈধাবৈধ বাঞ্ছনীয় শেষ ।

"ত্রিজগতে জীবশ্রেষ্ঠ নির্জ্জর অমর,
অদিতি-নন্দনগণ চির-আয়ুষ্মান্,
অনশ্বর দেববীর্য্য, শরীর অক্ষয়,
সর্ব্বকালে সর্ব্বলোকে প্রসিদ্ধ এ বাদ ।

"অসুর অচিরস্থায়ী, অদৃষ্ট অস্থির ;
চঞ্চল দানবচিত্ত রিপুপরবশ ;
মন্ত্রী মিত্র কেহ নহে চির-আজ্ঞাবহ ;
জয়োৎসাহ প্রভুভক্তি অনিত্য সকলি ;

"সর্ব্বকালে সর্ব্বজনে জান তথ্য এই,
দুরন্ত দানব তবে কত দিন সবে
দুর্ব্বার সমরক্ষেত্রে সুরবীর্য্যানল,
কত কাল রবে দৈত্য সে রণে তিষ্ঠিয়া ।

"মম ইচ্ছা সুরবৃন্দ দুরন্ত আহবে,
দহ হে দানবকুল ভীম উগ্র তেজে,

যুগে যুগে কল্পে কল্পে নিত্য নিরন্তর
জ্বলুক গগন ব্যাপি অনন্ত সমর !

"জ্বলুক দেবের তেজ অমরা ঘেরিয়া
অহোরাত্রি অবিশ্রান্ত প্রখর শিখায় ;
দহুক দানবকুল দেবের বিক্রমে,
পুত্রপরম্পরা ঘোর চিরশোকানলে।

"চিরযুদ্ধে দৈত্যদল হইবে ব্যথিত,
না জানিবে কোন কালে বিশ্রামের সুখ,
নারিবে তিষ্ঠিতে স্বর্গে দেব-সন্নিধানে,
হইবে অমর-হস্তে পরাস্ত নিশ্চিত।

"অদৃষ্ট এতই যদি সদয় দানবে,
কোন যুগে নাহি হয় যুদ্ধে পরাজিত,
ভুঞ্জুক অদৃষ্ট তবে তিক্ত আস্বাদনে
চিরযুদ্ধে সুরতেজে দানব দুর্ম্মতি।

"ধিক্ লজ্জা ! অমরের এ বীর্য্য থাকিতে,
নিষ্কণ্টকে স্বর্গভোগ করে বৃত্রাসুর !
সুখে নিদ্রা যায় নিত্য দেবে উপেক্ষিয়া,—
স্বর্গ-বিরহিত দেব চিন্তায় ব্যাকুল !

"নাহিক বাসব হেথা সত্য বটে তাহা,
কিন্তু যদি পুরন্দর আরো বহু যুগ
প্রত্যাগত নাহি হন, তবে কি এখানে
এই ভাবে রবে সবে চির অন্ধকারে ?

"চল হে আদিত্যগণ প্রবেশি শূন্যেতে,
দৈত্যের কণ্টক হ'য়ে অমরা বেষ্টিয়া,
দগ্ধ করি দৈত্যকুল যুগ যুগকাল,
যুদ্ধের অনন্ত বহ্নি জ্বালায়ে অম্বরে।

"স্বর্গের সমীপবর্ত্তী পর্ব্বতসমূহে
শিখরে শিখরে জাগি শস্ত্রধারীবেশে,
সুশাণিত দেব-অস্ত্র নিত্য বরিষণে
দনুজের চিত্তশান্তি ঘুচাই আহবে।"

কহিলা এতেক সূর্য্য। ঝটিকার বেগে
চারি দিক্ হৈতে দেব ছুটিতে লাগিল
উত্থিত বালুকা যথা, যখন মরুতে
মত্ত প্রভঞ্জন রঙ্গে নৃত্য করি ফেরে।

কিম্বা যথা যবে ঘোর প্রলয়ে ভীষণ
সংহার-অনলে বিশ্ব হ'য়ে ভস্মাকার
উড়ে অন্তরীক্ষ পথে দিগন্ত আচ্ছাদি,
তেমতি অমরবৃন্দ ঘেরিলা ভাস্করে।

সকলে সম্মত শীঘ্র উঠি ব্যোমপথে,
বেষ্টিয়া অমরাবতী অরাত্রি অদিবা,
চিরসমরের স্রোতে ঢালিয়া শরীর,
দেবনিন্দাকারী দুষ্ট অসুরে ব্যথিতে।

দ্বিতীয় সর্গ

হেথা ইন্দ্রালয়ে নন্দন ভিতর,
পতি সহ প্রীতিসুখে নিরন্তর,
দানব-রমণী করিছে ক্রীড়া।
রতি ফুলমালা হাতে দেয় তুলি,
পরিছে হরিষে সুষমাতে ভুলি,
বদন-মণ্ডলে ভাসিছে ব্রীড়া॥

মদন-সজ্জিত কুসুম-আসন,
চারি দিকে শোভা করেছে ধারণ,
বিচিত্র সৌন্দর্য্য সুরভিময়।

হাসিছে কানন ফুল-শয্যা ধরি,
স্থানে স্থানে যেন মৃত্তিকা-উপরি,
কতই কুসুম-পালঙ্ক রয় ॥

কত ফুল-ক্ষেত্র চারি দিকে শোভে,
মুনি ভ্রান্ত হয় কান্তি হেরি লোভে,
রেখেছে কন্দর্প করিতে খেলা।
বসন্ত আপনি সুমোহন বেশ,
ফুটাইছে পুষ্প কত সে আবেশ,
হয়েছে অপূর্ব্ব শোভার মেলা ॥

দানব-রমণী ঐন্দ্রিলা সেখানে,
শোভাতে মোহিত বিহ্বলিত প্রাণে,
ফুলে ফুলে ফুলে করিছে কেলি
করিছে শয়ন কভু পারিজাতে,
মৃদুল মৃদুল সুশীতল বাতে,
মুদিয়া নয়ন কুসুমে হেলি ॥

বসিছে কখন অনুরাগ ভরে
ইন্দিরা-কমল-পর্য্যঙ্ক উপরে,
দৈত্যপতি হাসে পারশে বসি।
হাসে মনোসুখে ঐন্দ্রিলা সুন্দরী,
রতিদত্ত মালা করতলে ধরি,
বসনবন্ধন পড়িছে খসি ॥

মূর্ত্তিমান্ ছয় রাগ করে গান,
রাগিণী ছত্রিশ মিলাইছে তান,
সঙ্গীত-তরঙ্গে পীযূষ ঢালি।
স্বরে উদ্দীপন করে নব রস,
পরশ, আঘ্রাণ সকলি অবশ,
শ্রবণ-ইন্দ্রিয় ব্যাপৃত খালি ॥

ভ্রমে রতিপতি সাজাইয়া বাণ,
কুসুম-ধনুতে সুঈষৎ টান,
মুচকি মুচকি মুচকি হাসি।
নাচে মনোরমা স্বর্গ-বিদ্যাধরী,
কন্দর্প-মোহন বেশভূষা পরি,
বিলাস-সরিৎ-তরঙ্গে ভাসি॥

এইরূপে ক্রীড়া করে দৈত্য সনে,
দৈত্যজায়া সুখে নন্দনকাননে,
বৃত্রাসুর সুখে বিহ্বল-প্রায়।
ধরি অনুরাগে পতি-করতল,
কহে দৈত্যরামা নয়ন চঞ্চল,
হাব ভাব হাসি প্রকাশ তায় :—

"শুন, দৈত্যেশ্বর, শুন শুন বলি,
বৃথা এ বিলাস, বৃথা এ সকলি,
এখনও আমরা বিজিত নয়।
বিজিত যে জন, বিজয়ীচরণ
নাহি যদি সেবা করিল কখন,
সে হেন বিজয়ে কি ফলোদয়॥

"তুমি স্বর্গপতি আজি দৈত্যেশ্বর,
আমি তব প্রিয়া খ্যাত চরাচর,
ধিক্ লজ্জা তবু সাধ না পূরে!
কটাক্ষে তোমার আশুপ্রাপ্য যাহা,
তব প্রিয় নারী নাহি পায় তাহা,
তবে সে কি লাভ থাকি এ পুরে?

"স্বয়ম্বরা হ'য়ে করেছি বরণ,
হেরিয়া তোমাতে মহেন্দ্রলক্ষণ,
ইচ্ছাময়ী হব হৃদয়ে আশ।

যে ইচ্ছা যখন ধরিবে হৃদয়,
তখনি সফল হবে সমুদয়,
জানিব না কারে বলে নিরাশ ॥

"ত্যজি নিজকুল গন্ধর্ব্ব ছাড়িয়া,
বরিলাম তোমা যে আশা করিয়া,
এবে সে বিফল হইল তাহা!
নিষ্ফলা বাসনা হৃদয়ে যাহার,
কিবা স্বর্গপুরী, কিবা মর্ত্ত আর,
যেখানে সেখানে নিয়ত হাহা ॥

"কিবা সে ভূপতি, কিবা সে ভিকারী,
কাঙ্গালী সে জন যেখানে বিহারী,
প্রাণের শূন্যতা ঘুচে না কভু।
পতিত্বে বরণ করিয়া তোমায়,
তবু সে বাসনা পূরিল না হায়,
আমার(ও) এ দশা ঘটিল তবু!

"ভাল ভেবে যদি বাসিতে হে ভাল,
সে বাসনা পূর্ণ হৈত কত কাল,
সহিতে হ'ত না লালসা-জ্বালা।
ভালবাসা এবে কিসে বা জাগাই,
দিয়াছি যা ছিল সে যৌবন নাই,
ভালবেসে বেসে হয়েছি আলা ॥

"ইন্দ্রাণী যদি সে করিত বাসনা,
না পূরিতে পল পূরিত কামনা,
মরি সে ইন্দ্রের লৈয়ে বালাই।
প্রণয়ী যে বলে প্রণয়ী ত সেই,
না চাহিতে আগে হাতে তুলি দেই,
সে প্রণয়ে এবে পড়েছে ছাই ॥"

বলিয়া নেহালে পতির বদন,
আধ ছল্ ছল্ ঢলে দুনয়ন,
অভিমানে হাসি জড়ায়ে রয়।
শুনি দৈত্যেশ্বর বলে ধীরে ধীরে,
"কি বলিলে প্রিয়ে বল শুনি ফিরে,
প্রেয়সী নারীর এ দশা নয়?

"কি দোষে ভর্ৎসনা করিছ আমায়,
না দিয়াছি কহ কিবা সে তোমায়,
অদেয় কিবা এ জগতী মাঝ?
দিয়াছি জগৎ চরণের তলে,
কৌস্তুভ যেমত মাণিক মণ্ডলে,
তুমি সে তেমতি নারীতে আজ

"কে আছে রমণী তুলনা ধরিতে,
ঐশ্বর্য্য, বিভব, গৌরব, খ্যাতিতে,
তোমার উপমা কাহাতে হয়?
আর কি লালসা বল তা এখন,
আছে কিবা বাকি দিতে কোন্ ধন,
কি বাসনা পুনঃ হৃদে উদয়॥"

কহিল ঐন্দ্রিলা "দিয়াছ সে সব,
জানি হে সে সব বিভব, গৌরব,
তবু সর্ব্বজন-পূজিতা নই।
মণিকুলে যথা কৌস্তুভ মহৎ,
নারীকুলে আমি তেমতি মহৎ,
বল, দৈত্যপতি, হয়েছি কই?

"এখনও ইন্দ্রাণী জগতের মাঝে,
গৌরবে তেমতি সুখেতে বিরাজে,
এখনও আয়ত্ত হলো না সেহ।

৮৯৫৮

স্বর্গের ঈশ্বরী আমি সে থাকিতে,
কিবা এ স্বরগ কিবা সে মহীতে,
শচীর মহত্ত্ব ভুলে না কেহ !

"রতিমুখে আমি শুনিনু সে দিন,
সুমেরু এখন হয়েছে শ্রীহীন,
শচীর সৌন্দর্য্য দেহে না ধরি।
ইন্দ্রাণী যখন আছিল এখানে,
অমর-সুন্দরী সকলে সেখানে,
থাকিত হেমাদ্রি উজ্জ্বল করি॥

"শুনেছি না কি সে পরমা রূপসী,
বড় গরবিণী নারী গরীয়সী,
চলনে গৌরব ঝরিয়া পড়ে।
গ্রীবাতে কটিতে স্ফারিত উরসে,
কিবা সে বিষাদ কিবা সে হরষে,
মহত্ত্ব যেন সে বাঁধে নিগড়ে॥

"শচীরে দেখিব মনে বড় সাধ,
ঘুচাইব চক্ষু-কর্ণের বিবাদ,
আমার চিত্তের বাসনা এই।
থাকিবে নিকটে শিখাবে বিলাস,
ধরিব অঙ্গেতে নবীন প্রকাশ,
ভুলাতে তোমারে শিখাবে সেই

"আসিবে যতেক অমরসুন্দরী,
শচী সঙ্গে অঙ্গে দিব্য শোভা ধরি,
অমর-কৌতুক শিখাবে ভালো।
এই বাঞ্ছা চিতে শুন দৈত্যপতি,
শচী দাসী হবে দেখিবে সে রতি,
হয় কি না পুনঃ সুমেরু আলো॥

শুনে বৃত্রাসুর ঈষৎ হাসিয়া,
কহিল ঐন্দ্রিলা নয়নে চাহিয়া,
"এই ইচ্ছা প্রিয়ে হৃদে তোমার !"
বলিয়া এতেক দানব-ঈশ্বর,
কন্দর্পে ডাকিয়া জিজ্ঞাসে সত্বর,
"কোথা শচী এবে করে বিহার ?"

কহিল কন্দর্প মুখে চিরহাসি,
"অমরা বিহনে এবে মর্ত্তবাসী,
নৈমিষ অরণ্যে শচী বেড়ায় ।
সঙ্গে প্রিয়তমা সখী অনুগত,
ভ্রমে সে অরণ্যে দুঃখেতে সতত,
না পেয়ে দেখিতে সুমেরু-কায় ॥

"কষ্টে করে বাস শচী নরলোকে,
ইন্দ্র, ইন্দ্রালয়, ইন্দ্রত্বের শোকে,
অন্তরে দারুণ দুঃখহুতাশ ।"
শুনি দৈত্যপতি কহিলা "সুন্দরি,
পাবে শচী সহ শচীসহচরী,
অচিরে তোমার পূরিবে আশ ॥"

ঐন্দ্রিলা শুনিয়া সহর্ষ হইলা,
অধরে মধুর হাসি প্রকাশিলা,
পতি-কর সুখে ধরে অমনি ।
হাসিতে হাসিতে কন্দর্প আবার,
ধনুকে ঈষৎ করিল টঙ্কার,
শিহরে দানব দৈত্যরমণী ॥

পুনঃ ছয় রাগ রাগিণী ছত্রিশ,
গীত বৃষ্টি করে ভুলে আশীবিষ,
নব নব রস বিভাস করি ।

পুনঃ সে ইন্দ্রিয় অবশ সঙ্গীতে,
অসুর অসুরী শুনিতে শুনিতে,
চমকে চমকে উঠে শিহরি ॥

কভু বীর-রসে ধরিছে সুতার,
দানব উঠিছে করি মার্ মার্,
আবার সমরে পশিছে যেন।
অমর নাশিতে ধরিছে ত্রিশূল,
আবার যেন সে অমরের কুল,
বিনাশে সংগ্রামে, ভাবিছে হেন ॥

কখন করুণা-সরিতে ভাসিয়া,
চলেছে ঐন্দ্রিলা নয়ন মুছিয়া,
কখন অপত্য-স্নেহেতে ভোর।
যেন সে কোলেতে হেরিছে কুমার,
স্তনযুগে স্বতঃ বহে ক্ষীরধার,
এমনি ত্রিদিব-সঙ্গীত-ঘোর ॥

কভু হাস্যরস করে উদ্দীপন,
কোথায় বসন, কোথায় ভূষণ,
ঐন্দ্রিলা উল্লাসে অধীর হয়!
ক্ষণে পড়ে ঢলি পতির উৎসঙ্গে,
ক্ষণে পড়ে ঢলি ফুলদল-অঙ্গে,
উৎফুল্ল বদন লোচনদ্বয় ॥

অমনি অপ্সরা হইয়া বিহ্বল,
চলে ধীরে ধীরে তনু ঢল'ঢল,
নেত্র করতল অলকা কাঁপে।
ঈষৎ হাসিতে অধর অধীর,
অঙ্গুলি-অগ্রেতে অঞ্চল অস্থির,
টানিয়া অধরে ঈষৎ চাপে ॥

চারি দিকে ছুটে মধুর সুবাস,
চারি দিকে উঠে হরষ উচ্ছ্বাস,
চারি দিকে চারু কুসুম হাসে।
খেলে রে দানবী দানবে মোহিয়া,
বিলাস-সরিৎ-তরঙ্গে ডুবিয়া,
প্রমোদ-প্লাবনে নন্দন ভাসে॥

তৃতীয় সর্গ

উঠিছে দানবরাজ নিদ্রা পরিহরি ;
ইন্দ্রালয়ে শশব্যস্ত নানা দ্রব্য ধরি
দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ছুটিয়া বেড়ায়,
গৃহ পথ রথ অশ্ব সত্বরে সাজায় ;
সাজায় সুন্দর করি পুষ্পমাল্য দিয়া,
গবাক্ষ গৃহের দ্বার শোভা বিন্যাসিয়া ;
উড়ায় প্রাসাদ-চূড়ে দানবপতাকা—
শিবের ত্রিশূলচিহ্ন শিবনাম আঁকা।
ঘন করে শঙ্খধ্বনি, ঘন ভেরীনাদ ;
চারি দিকে স্তবশব্দ ঘন ঘোর হ্লাদ।
শিখরে শিখরে বাজে দুন্দুভি গভীর ;
ঘন ঘন ধনুর্ঘোষে গগন অস্থির।
ইন্দ্রালয় বিলোড়িত দানবের দাপে ;
জয়শব্দে চরাচর মেরু-শীর্ষ কাঁপে।
বাসবের বাসগৃহ, গগন যুড়িয়া,
হিমাদ্রিভূধর তুল্য, আছে বিস্তারিয়া।
স্ফাটিকের আভা তায় ফুটিয়া পড়িছে,
হিমানীর রাশি যেন আকাশে ভাসিছে
দ্বারদেশে ঐরাবত হস্তী সুসজ্জিত ;
সুসজ্জিত পুষ্পরথ দ্বারে উপস্থিত।

ইন্দ্রপুরীশোভাকর সভার ভবন
কুবের সাজায় আনি বিবিধ ভূষণ ;
সারি সারি মণিস্তম্ভ সাজাইছে তায়,
সাজাইছে পুষ্পদাম চন্দ্রাতপ-গায় ।
হায় রে সে ইন্দ্রাসন, বসিত যাহাতে
বাসব অমরপতি, রাখিছে তাহাতে
মন্দার পুষ্পের গুচ্ছ করিয়া যতন,
দানব আসিয়া ঘ্রাণ করিবে গ্রহণ !
ইন্দ্রের মুকুট দণ্ড আনি দ্রুতগতি
রাখিছে আসন-পার্শ্বে ভয়ে যক্ষপতি ।
সভাতলে বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত করিয়া
তটস্থ কিন্নরগণ, দেখিছে চাহিয়া ।
আতঙ্কে প্রবেশদ্বারে ;—বিদ্যাধরী যত—
উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, ঘৃতাচী বিনত—
বসন ভূষণ পরি সকলে প্রস্তুত,
কেবল নর্ত্তন বাকি বাদনসংযুত ।
সমবেত সভাতলে, করি যোড় কর
অপ্সরা, কিন্নর, যক্ষ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর ।
সমবেত দৈত্যবর্গ সুদীর্ঘ শরীর :—
হেন কালে শঙ্খধ্বনি হইল গম্ভীর ;
অমনি সুযন্ত্রে বাদ্য বাজিল মধুর ;
অমনি অপ্সরাপায়ে বাজিল নূপুর ;
পূরিল সুধার ঘ্রাণে সভার ভবন ;
বহিল অমরপ্রিয় সুরভি পবন ।
প্রবেশিল সভাতলে অসুর দুর্জ্জয় ;
চারি দিকে স্তুতিপাঠ জয় শব্দ হয় ।

ত্রিনেত্র, বিশালবক্ষ, অতি দীর্ঘকায়,
বিলম্বিত ভুজদ্বয়, দোদুল্য গ্রীবায়
পারিজাত পুষ্পহার বিচিত্র শোভায় ।

নিবিড় দেহের বর্ণ মেঘের আভাস ;
পর্ব্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ।
নিশান্তে গগনপথে ভানুর ছটায় ;
বৃত্রাসুর প্রকাশিল তেমতি সভায়।
ভ্রূকুটি করিয়া দর্পে ইন্দ্রাসন'পরে
বসিল, কাঁপিল গৃহ দৈত্য-দেহভরে।
মন্ত্রীরে সম্ভাষি দৈত্য কহিলা তখন—
"সুমিত্র হে, ভীষণেরে করহ প্রেরণ
সত্বরে অবনীতলে, নৈমিষ কাননে ;
ভ্রমে শচী সে অরণ্যে সুররামা সনে ;
আনুক স্বরগপুরে অমরী সকলে ;
যে বিধানে পারে কহ আনিতে কৌশলে ;
কৌশলে না সিদ্ধ হয় প্রকাশিবে বল ;
ঐন্দ্রিলার অভিলাষ করিব সফল।
বড় লজ্জা দিলা কাল ঐন্দ্রিলা আমারে—
শচীভ্রমে স্বতন্ত্ররা না সেবি তাহারে !
সুমিত্র, সত্বরে কার্য্য কর সম্পাদন,
ভীষণে নৈমিষারণ্যে করহ প্রেরণ।"
দৈত্যেন্দ্রবচনে মন্ত্রী কহিলা সুমিত্র—
"মহিষীবাঞ্ছিত যাহা কিবা সে বিচিত্র।
তব আজ্ঞা শিরোধার্য্য, দনুজের নাথ,
নৈমিষ অরণ্যে দৈত্য যাবে অচিরাৎ।
নিবেদন আছে কিছু দাসের কেবল,
আদেশ পাইলে পদে জানাই সকল।"
দৈত্যেশ কহিলা "মন্ত্রি, কহ কি কহিবে,
অবিদিত বৃত্রাসুরে কিছু না থাকিবে।"
কহিলা সুমিত্র তবে "শুন, দৈত্যনাথ,
অমর আসিছে স্বর্গে করিতে উৎপাত।
কহিলা প্রহরী যারা ছিলা গত নিশি
দেখেছে দেবের জ্যোতিঃ প্রকাশিছে দিশি

অতি শীঘ্র, বোধ হয়, দেবতা সকল
রণ আশে প্রবেশ করিবে স্বর্গস্থল ;
এ সময়ে ভীষণেরে প্রেরণ উচিত
হয় কি না, দৈত্যপতি, ভাবিতে বিহিত।
সামান্য বিপক্ষ নহে জান, দৈত্যপতি,
কঠোর সে অমরের যুদ্ধের পদ্ধতি !
দিবারাত্রি ক্ষণকাল নহিবে বিশ্রাম,
দুর্দ্দম বিক্রমে সবে করিবে সংগ্রাম।
যত যোদ্ধা দানবের হৈবে প্রয়োজন—
এ সময়ে উচিত কি ভীষণে প্রেরণ ?”
শুনিয়া, হাসিলা বৃত্রাসুর দৈত্যেশ্বর ;
কহিলা “প্রলাপ না কি কহ মন্ত্রিবর ?
আসিবে সমরে ফিরে অমর আবার !
এ অযথা কথা মন্ত্রি রচিত কাহার ?
দানবের ভয়ে স্বর্গ পৃথিবী ছাড়িয়া,
লুক্কায়িত আছে সবে পাতালে পশিয়া !
সাধ্য কি দেবের পুনঃ হয় স্বর্গমুখ !
যাক কত কাল আরো ঘুচুক সে দুখ !
দৈত্যের প্রহার অঙ্গে যে করে ধারণ,
ফিরিবে না যুদ্ধে আর কখন সে জন।
বৃত্রাসুর থাকিতে, সে সৈন্য দেবতার
স্বর্গের দিকেও কভু চাহিবে না আর।
বোধ হয়, প্রভীহার রক্ষক যাহারা,
অন্য কিছু শূন্যপথে দেখেছে তাহারা—
হয় কোন উল্কা, কিম্বা নক্ষত্রপতন,
নিদ্রাঘোরে শূন্য’পরে করেছে দর্শন।”
কহিলা সুমিত্র “দৈত্যপতি, অন্যরূপ
বলিলা প্রহরিগণ, কহিয়া স্বরূপ।
গগনমার্গেতে দেব-জ্যোতির আভাস
দেখিয়াছে স্থানে স্থানে জ্যোতির প্রকাশ।

রক্ষকপ্রধানে ডাকি জিজ্ঞাসা করিলে,
বিদিত হইবে সর্ব্ব স্বকর্ণে শুনিলে।"
দৈত্যেশ আদেশে আ(ই)সে রক্ষক-প্রধান ;
দাঁড়াইলা সভাতলে পর্ব্বতপ্রমাণ।
কহিলা দানবপতি "কহ হে ঋক্ষভ,
কি দেখিলা গত নিশি, কিবা অনুভব ?"
কহিলা ঋক্ষভ দৈত্য "শুন, দৈত্যনাথ,
ত্রিযাম রজনী যবে, হেরি অকস্মাৎ
দিকে দিকে চারি ধারে ঈষৎ প্রকাশ,
জ্যোতির্ম্ময় দেহ যেন উজলে আকাশ !
নক্ষত্র উল্কার জ্যোতিঃ নহে সে আকার ;
জানি ভাল দেব-অঙ্গে জ্যোতিঃ যে প্রকার।
ভ্রম না হইল কভু ক্ষণকাল তায়,
চিনিলাম দেব-অঙ্গ-জ্যোতি সে শোভায় !
ফুটিতে লাগিল ক্রমে ক্রমে দশ দিশে,
যত ক্ষণ অন্ধকার অংশুতে না মিশে ;
দেখিলাম কত হেন সংখ্যা নাহি তার,
উঠিছে আকাশপ্রান্তে ঘেরি চারি ধার ;
বহু দূরে এখন(ও) সে জ্যোতির উদয়—
দেবতা তাহারা কিন্তু কহিনু নিশ্চয়।"
বৃত্রাসুর জিজ্ঞাসিলা ঘুচাতে সন্দেহ,
"ইন্দ্রের কোদণ্ডনাদ শুনিলা কি কেহ ?
ইন্দ্র যদি সঙ্গে থাকে অবশ্য সে ধ্বনি
শুনিতে পাইত স্বর্গে সকলে তখনি।"
কহিলা ঋক্ষভ, "অন্য দানব যতেক,
ইন্দ্রের কোদণ্ডধ্বনি না শুনিলা এক।"
তখন দানব-ইন্দ্র বৃত্রাসুর কয়—
"দেবতা আসিছে সত্য, কিবা তাহে ভয় ?
একবার অস্ত্রাঘাতে পাঠাই পাতাল,
এইবার একেবারে ঘুচাব জঞ্জাল।

ইন্দ্র সঙ্গে নাই, যুদ্ধে পশিছে দেবতা ;
বাতুল হয়েছে তারা, কি ঘোর মূর্খতা !
সংকল্প করিনু অদ্য, শুন, দৈত্যকুল,
সংকল্প করিনু হের পরশি ত্রিশূল—
সূর্য্যেরে রাখিব করি রথের সারথি ;
চন্দ্র সন্ধ্যামুখে নিত্য যোগাবে আরতি ;
পবন ফিরিবে সদা সম্মার্জ্জনী ধরি
অমরার পথে পথে রজঃ স্নিগ্ধ করি ;
বরুণ রজকবেশে অসুরে সেবিবে,
দেবসেনাপতি স্কন্দ পতাকা ধরিবে।—
নির্ভয়ে সকলে নিজ নিজ স্থানে যাও ;
সুমিত্র, নৈমিষারণ্যে ভীষণে পাঠাও।”
কহিয়া এতেক, বৃত্রাসুর দৈত্যপতি,
সভা ভাঙ্গি সুমেরুর দিকে কৈলা গতি।

এখানে ত্রিদিব যুড়ে ছুটিল সংবাদ ;
স্বর্গপুরী পূর্ণ করি হয় সিংহনাদ।
বাজিল দুন্দুভিধ্বনি শিখরে শিখরে ;
কোদণ্ডটঙ্কারে ঘন গগন শিহরে।
প্রাচীরে প্রাচীরে উড়ে দৈত্যের পতাকা-
শিবের ত্রিশূলচিহ্ন শিবনাম আঁকা।
মহাকোলাহলে পূর্ণ হৈল সর্ব্বস্থল ;
সাজিল সমরসাজে দানব সকল।
বৃত্রাসুরপুত্র, বীর রুদ্রপীড় নাম,
সুধন্য দানব-কুলে, বিচিত্র ললাম।
ভূষিত ললাটদেশ, বিশাল উরস,
বাল্যকাল হৈতে যার অসীম সাহস ;
সজ্জিত মাণিকগুচ্ছ কিরীট শীরষে ;
দেবতা আসিছে যুদ্ধে, শুনিয়া হরষে,

সুমিত্রের করে ধরি, কত সে উল্লাস,
উৎসাহ হিল্লোলে ভাসি করিল প্রকাশ।
মহাযোদ্ধা বৃত্রপুত্র, পূর্ব্বের সমরে,
লভিলা বিপুল যশ যুঝিয়া অমরে।
আবার আসিছে যুদ্ধে দেবতা সকল,
শুনি মহোৎসাহে মত্ত হৈলা মহাবল।
চলিলা মন্ত্রীর সহ আপন আলয়ে,
আন্দোলিয়া নানা কথা যুদ্ধের বিষয়ে।

স্বর্গদ্বারে দ্বারে চলে দৈত্য মহারথী ;
হর্য্যক্ষ বিপুলবক্ষ পূর্ব্বে কৈলা গতি।
ঐরাবণী—বল যার ঐরাবত প্রায়—
পশ্চিমে চলিলা বেগে নদী যেন ধায়।
শঙ্খধ্বজ দৈত্য—যার শঙ্খের নিনাদে
অমর কম্পিত হয়—উত্তর আচ্ছাদে।
দক্ষিণেতে সিংহজটা—সিংহের প্রতাপ—
চলিল দুর্দ্ধর্ষ দৈত্য, ভয়ঙ্কর দাপ।
স্বর্গের প্রাচীরে ভ্রমে দৈত্য কোটি জন ;—
ভীষণ নৈমিষারণ্যে করিলা গমন॥

চতুর্থ সর্গ

সায়াহ্নে সখীর সনে, বসিয়া নৈমিষবনে
শচী কহে সখীরে চাহিয়া।
"বল আর কত দিন, এ বেশে হেন শ্রীহীন,
থাকিব লো মরতে পড়িয়া!
না হেরে অমরাবতী, চপলা, দুঃখেতে অতি,
আছি এই মানব-ভুবনে।
না ঘুচে মনের ব্যথা, জাগে নিত্য সেই কথা,
পুনঃ কবে পশিব গগনে॥

স্বপনে যদ্যপি ছাই, সে কথা ভুলিতে চাই
দেবেরে স্বপন নাহি আসে !
জাগ্রতে সে দেখি যাহা, চিত্ত দগ্ধ করে তাহা,
প্রাণে যেন মরীচিকা ভাসে !
নয়নের কাছে কাছে, সতত বেড়ায় আঁচে,
স্বরগের মনোহর কায়া ।
সকলি তেমতি ভাব, দৃষ্টিপথে আবির্ভাব,
কিন্তু জানি সকলি সে ছায়া !
ভ্রান্তি যদি হৈত কভু, কিছু ক্ষণ সুখে তবু
থাকিতাম যাতনা ভুলিয়া ;
পোড়া মনে ভ্রান্তি নাই, দেবের কপালে ছাই,
বিধি সৃজে অস্বপ্ন করিয়া !
অমৃত করিলে পান, তবে বা জুড়াত প্রাণ,
সে উপায় নাহিক এখন ।
কিরূপে, চপলা, বল, নিবসি এ ভূমণ্ডল,
চিরদুঃখে করিব যাপন ॥
মানবের এ আগারে, থাকি যেন কারাগারে,
পূরিয়া নিশ্বাস নাহি পড়ে !
অতি গাঢ়তর বায়ু, আই ঢাই করে আয়ু,
বুক যেন নিবদ্ধ নিগড়ে !
নয়ন ফিরাতে ঠাঁই, কোথাও নাহিক পাই,
শূন্য যেন নেত্রপথে ঠেকে !
সুখে নাহি দৃষ্টি হয়, চারি দিক্ বহ্নিময়,
আগুনে রেখেছে যেন ঢেকে !
হায় ! এ মাটির ক্ষিতি, পায়ে বাজে নিতি নিতি,
শিলা যেন কঠোর কর্কশ !
শুনিতে না পাই ভাল, শব্দ যেন সর্ব্বকাল,
কর্ণমূলে ঝটিকাপরশ !
এ ক্ষুদ্র ক্ষিতিতে থাকি, কেমনে শরীর রাখি,
সখি রে, সকলি হেথা স্থূল !

নিত্য এ খর্ব্বতাজ্ঞান, আকুল করে পরাণ,
কেমনে সে বাঁচে নর-কুল !
অমর—মরণ নাই, কত কাল ভাবি তাই,
এত কষ্টে এখানে থাকিব।
যখনি ভাবি লো সই, তখনি তাপিত হই,
চিরদিন কেমনে সহিব ॥
অনন্ত যৌবন লৈয়ে, ইন্দ্রের বনিতা হৈয়ে,
ভোগ করি স্বর্গবাসসুখ ;
কিরূপে থাকিব হেথা, হইয়া অনন্তচেতা,
নরলোকে সহিয়া এ দুখ !
নরজন্ম ভাল সখি, মৃত্যু হয় বিষ ভখি,
মরিলে দুঃখের অবসান।
অনুদিন অনুক্ষণ, নিদ্রাহীন অস্বপন,
জ্বলে না লো তাদের পরাণ !
বরং সে ছিল ভাল, নাহি যদি কোন কাল,
দেখিতাম স্বরগ নয়নে।
আগে সুখ পরে পীড়া, আগে যশঃ পরে ব্রীড়া,
জীবিতের অসহ্য সহনে !
জানি সখি গুল্ম ছাড়ি, তৃণদলে না উপাড়ি,
মহাঝড় তরুতেই বহে।
জানি সর্ব্বসহা ভিন্ন, উত্তাপে না হ'য়ে খিন্ন,
অগ্নিদাহ অন্যে নাহি সহে ॥
তথাপি অন্তর দহে, এ ঘৃণা না প্রাণে সহে,
পূর্ব্বকথা সদা পড়ে মনে।
যে গৌরব ছিল আগে, বাসবের অনুরাগে,
কার হেন ছিল ত্রিভুবনে !
কেমনে ভুলিব বল, মেঘে যবে আখণ্ডল,
বসিত কার্ম্মুক ধরি করে ;
তুই সে মেঘের অঙ্গে, খেলাতিস্ কত রঙ্গে,
ঘটা করি লহরে লহরে !

কি শোভা হইত তবে, বসিতাম কি গৌরবে
পার্শ্বে তাঁর নীরদ-আসনে !
হইত কি ঘন ঘন, মৃদু মন্দ গরজন,
মেঘ যবে দুলাত পবনে !
ইন্দ্রের সে মুখকান্তি, ঘুচায়ে নয়নভ্রান্তি,
কত দিন সখি রে না হেরি !
কত দিন বৈসে নাই, ঘুচায়ে চক্ষু বালাই,
সুরবৃন্দ বাসবেরে ঘেরি !
সুমেরু-শিখরে যবে, সুখে খেলিতাম সবে,
অমর সঙ্গিনীগণ সহ,
উপরে অনন্ত শূন্য, অনন্ত নক্ষত্রপূর্ণ,
সদা স্নিগ্ধ সদা গন্ধবহ।
ভ্রমিত নির্ম্মল বায়, ফুটিয়া ফুটিয়া তায়,
কত পুষ্প সুমেরু শোভিত,
নির্ম্মল কিরণ শোভা, সখি রে কি মনোলোভা,
মেরু-অঙ্গে নিত্য বরষিত !
সখি সেই মন্দাকিনী, চিরানন্দ-প্রদায়িনী,
দেবের পরশসুখকর।
চলেছে নন্দনতলে, উছলি মধুর জলে,
ভাবিতে রে হৃদয় কাতর !
কার ভোগ্যা এবে তাহা, কার ভোগ্য এবে আহা,
আমার সে নন্দনবিপিন !
কে ভ্রমিছে এবে তায়, কেবা সে আঘ্রাণ পায়,
পারিজাতে কে করে মলিন !
জগতের নিরুপম, সখি পারিজাত মম,
দৈত্যজায়া পরিছে গলায় !
যে পুষ্প শচীর হৃদি, স্নিগ্ধ করিবারে বিধি,
নিরমিলা অতুল শোভায় !
সখি রে, দানবজায়া, ধরি কলুষিত কায়া,
বসিছে সে আসন উপরে ;

যেখানে অমরীগণ, ক্রীড়াসুখে নিমগন,
বিরাজিত প্রফুল্ল অন্তরে !
হায় লজ্জা ! চপলা রে, আমার শয়নাগারে,
অমর পরশে নাহি যাহা,
ইন্দ্র বিনা যে শয়ন, না ছুঁইলা কোন জন,
বৃত্রাসুর পরশিলা তাহা !
ধিক্ লজ্জা ধিক্ ধিক্, কি আর কব অধিক,
এ পীড়ন সহি লো এ প্রাণে !
এত দিনে দৈত্যবালা, এ মুখ করিয়া কালা,
শচীরে বিন্ধিল বিষবাণে !
সাজে লো আমার সাজে, আমার সপ্তকী বাজে,
ঐন্দ্রিলার কটিতটে হায় !
আমার মুকুট-রত্ন অমরে করিত যত্ন,
কুবের আনিয়া দেয় তায় !
শচী বলি কেবা আর, গৌরব করিবে তার,
কে আর আসিবে শচী-স্থান !
আর না আসিবে লক্ষ্মী, বাহুতে বাঁধিতে রক্ষী,
লইতে ইন্দিরা পুষ্পঘ্রাণ !
ইন্দিরার প্রিয় পদ্ম, সুধাজাত সুধাসদ্ম,
কত সুখে লইত কমলা ;
এবে সে ছোঁবে না আর, হাতে তুলে দিলে তাঁর—
শচীর পরশ এবে মলা !
উমা নাহি ফিরে চাবে, ব্রহ্মাণী সরিয়া যাবে,
কাছে যদি কখন দাঁড়াই !
সুরবামা অন্য যত, লজ্জা দিবে অবিরত,
চূর্ণ করি শচীর বড়াই !
কোথায় পলাব বল ? কোথা আছে হেন স্থল ?
এ মুখ না দেখাব কাহারে ;
বরঞ্চ মানবদেহে, পশিয়া মানবগেহে,
জন্মিব, মরিব, বারে বারে !

ভুলে রব যত কাল, জীয়ে রব তত কাল,
ভাবিলে সে আবার মরণ।
তবে বা ঘুচিবে তাপ, ভাবনার অপলাপ,
তবে যাবে চিত্তের পীড়ন॥"
হেন কালে পুষ্পধনু নিত্য মনোহরতনু,
চিরহাসি অধরে প্রকাশ।
আসি শচী সন্নিধান, বাড়ায়ে শচীর মান,
ইন্দ্রাণীরে করিলা সম্ভাষ॥
চপলা হেরি সত্বর, কহিলা "হে পঞ্চশর,
হেথা গতি কোথা হৈতে বল।
আছ ত, আছ ত ভাল, গোরা ছিলে হৈলে কাল,
তুমি আর রতির কুশল?
শুনি নাকি মাল্যকার হৈয়ে এবে আছ, মার!
ঐন্দ্রিলার উদ্যান সাজাও?
নিজ করে গাঁথ মালা, সাজাতে দানববালা,
মালা গাঁথি অসুরে পরাও?
এত গুণপনা তব, জানিলে হে মনোভব,
নিত্য গাঁথাতাম পুষ্পহার।
থাকিতে সে অন্য মনে, ত্যজি পুষ্পশরাসনে,
ত্রিভুবন পাইত নিস্তার॥
বড় আগে হেলি হেলি, পুষ্পধনু পৃষ্ঠে ফেলি,
বেড়াইতে সুমোহন বেশ।
ত্যক্ত করি বারে বারে, সর্ব্বলোকে সবাকারে,
শুন, কাম, এই তার শেষ॥
ছি ছি মরি, নাহি লাজ, ধরি মালাকার সাজ,
এখন(ও) সে আছ স্বর্গপুরে!
রতির কি লজ্জা নাই, মুখেতে মাখিয়া ছাই,
ঐন্দ্রিলারে সাজায় নূপুরে!"
শচী কহে "চপলা রে, গঞ্জনা দিও না মারে,
সুখে আছে সুখে থাক কাম।

এ পীড়া হৃদয়ে ধরি, স্বর্গপুরী পরিহরি,
পুরাইত কিবা মনস্কাম ?
ভাবনা যাতনা নাই, সদা সুখী সর্ব্ব ঠাঁই,
চিরজীবী হ(উ)ক সেই জনা।
রতির কপাল ভাল, সুখে আছে চিরকাল,
সহে না সে এ পোড়া যাতনা।
প্রত্যুম্ন, কৌশল কিবা, আমারে শিখায়ে দিবা,
সদা সুখ চিত্তে কিসে হয় ;
কিরূপে ভুলিব সব, তুমি যথা মনোভব,
নিত্যসুখী নিত্য হাস্যময় !"
কন্দর্প অপাঙ্গ ঠারে, শাসাইয়া চপলারে,
সসম্ভ্রমে শচী প্রতি কয়।—
"সুখ দুঃখ ইন্দ্রপ্রিয়া, সকলি বাসনা নিয়া,
যুকতির আয়ত্ত সে নয়।
ছাড়িয়া নন্দন-বনে, কোথায় বা ত্রিভুবনে,
জুড়াইবে কন্দর্পের প্রাণ ;
কামের বাঞ্ছিত যাহা, নন্দন ভিতরে তাহা,
না পাইব গিয়া অন্য স্থান !
সেবি বা অসুর নব, কি দানবী কি অমর,
তাই স্বর্গ না পারি ছাড়িতে।
যার যেথা ভালবাসা, তার সেথা চির আশা,
সুখ দুঃখ মনের খনিতে !
সে কথা বৃথা এখন, আসিয়াছি যে কারণ,
শুন আগে বাসবরমণি।
আসন্ন বিপদ জানি, আপন কর্ত্তব্য মানি,
জানাইতে এসেছি অবনি ॥
নির্দ্দয় অদৃষ্ট অতি, এখন(ও) তোমাব প্রতি,
শুনে চিত্তে ঘুচিল হরিষ।
কর্ত্তব্য যা হয় কর, না থাক অবনি'পর,
নিকটে আসিছে আশীবিষ ॥"

"শচীর অদৃষ্ট মন্দ, আছে কি শচীর ধন্দ,
সে কথা শুনাতে আ(ই)লে মার!
স্বর্গ ত্যজি ধরাবাস, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব নাশ,
ইহা হৈতে অভাগ্য কি আর!"
শুনিয়া কন্দর্প কয়, "এই যদি কষ্ট হয়,
না জানি সে কি বলিবে তায়।
ঐন্দ্রিলা সেবিতে যবে, রতিসহচরী হবে,
অর্ঘ্য দিবে বৃত্রাসুর-পায়!
ক্ষমা কর, সুরেশ্বরি, এ কথা বদনে ধরি,
চেতাইতে বলিতে সে হয়।
স্বকর্ণে শুনেছি যত, ঐন্দ্রিলার মনোরথ,
তাই মনে পাই এত ভয়!
বসিয়া নন্দনবনে, ঐন্দ্রিলা দৈত্যের সনে,
আমার সে সাক্ষাতে কহিলা,
'শচীরে স্বরগে আন, থাকুক আমার মান,
শচী সেবা মোরে না করিলা—
বৃথা এ ইন্দ্রত্ব তব, বৃথা এ ঐশ্বর্য্য সব,
বৃথা নাম, ঐন্দ্রিলা আমার!
শুনি শচী গরবিণী, চিরসুখী বিলাসিনী,
সে গৌরব ঘুচাব তাহার।
থাকিবে স্বরগে আসি হইয়া আমার দাসী,
হাব ভাব শিখাবে আমায়।
শিখাবে চলনভঙ্গি, কর পদ দিবে রঙ্গি,
তবে মম চিত্তক্ষোভ যায়!'
লজ্জা পায় বৃত্রাসুর, আসিতে অবনিপুর,
আজ্ঞা দিলা ভীষণ দৈত্যেরে।
মহাবল দৈত্য সেই, তোমার রক্ষক নেই,
ইন্দ্রপ্রিয়া পড়িলা সে ফেরে॥"
কন্দর্প বাক্যেতে শচী, কুন্তলে ফণিনী রচি,
একদৃষ্টে দৃষ্টি করে তায়,

স্তব্ধভাব নিরুত্তর, গণ্ড রাখে হস্ত'পর,
ছায়া যেন পড়ে সর্ব্ব গায় ।
নিস্পন্দ শরীর মন, সচেতনে অচেতন,
নিশ্বাস না সরে নাসিকায় ।
অজানিত অচিন্তিত, চিন্তা যেন উপস্থিত,
হৃদযেতে ঘুরিয়া বেড়ায় ॥
কুন্তলরচিত ফণী, নিরখি মেঘবাহনী,
কহে শচী চপলা চাহিয়া,
"এ নরক মম ভাগে, সখি, নাহি জানি আগে,
দেখি নাহি কখন ভাবিয়া ॥
দুর্গতির শেষে যাহা, শচীর হয়েছে তাহা,
ভাবিতাম সদা মনে মনে ।
আরো যে শত ধিক্কার, কপালে আছে আমার,
সে কথা না উদিলা চেতনে ॥
কেমনে চপলা বল, পরশিবে করতল,
দানবীর চরণনূপুর ?
কেমনে গো স্তনহার স্তন শোভিবারে তার,
ভুজে দিব কেমনে কেয়ূর ?
কেমনে সুকাঞ্চী ধরি' দিব কটিতট'পরি,
কেমনে বা কবরী বান্ধিব ?
বিনাব কুন্তলে বেণী, কিরূপে মুকুতা শ্রেণী,
ভালে তার সাজাইয়া দিব ?
সখি রে যে জানি নাই, কিরূপে সে ভাবি তাই,
সাজাইব দানব-মহিলা !
কার কাছে যাব এবে, কেবা সে শিখায়ে দেবে,
দাসীপনা তুষিতে ঐন্দ্রিলা !
যার অঙ্গে যত্ন ক'রে, দক্ষ-কন্যা সমাদরে,
পরাইত বসন ভূষণ,
সে আজি লো দাসী হৈয়ে, বস্ত্র আভরণ লৈয়ে,
ঐন্দ্রিলার করিবে সেবন ।

হায় লজ্জা ! হায় ধিক্ !   শ্রবণেরে শত ধিক্ !
এ কথা কুহরে স্থান দিল।
দাসীপনা বাকি কিবা,   সিংহী ছিনু হৈনু শিবা,
যখন এ শুনিতে হইল !
কেন হে কন্দর্প তুমি,   আইলা মরত-ভূমি,
কেন কহ শুনালে আমায় ?
হৃদি'পরে গুরু শিলা,   কেন বল চাপাইলা,
অনঙ্গ হে, কি দোষ তোমায় ?
ঘটিত কপালে যদি,   ঘটিত হে সে অবধি,
দাসত্বে যাইত যবে শচী।
আগে কৈয়ে কেন মার,   অন্তরে দাসত্ব-ভার,
শচীরে হে করিলে অশচী।
চপলা সত্যই কি না,   সেবিতে হবে ঐন্দ্রিলা,
শচীর কি কেহই রে নাই !
অপাঙ্গ পড়িলে যার,   ভয় হৈত দেবতার,
দেব যক্ষ তুষিত সবাই ;
তাহার এ দুর্বিপাকে,   কেহ নাই তারে রাখে,
দানবেরে করিয়া দমন,
ইন্দ্র যেন তপে নিষ্ঠ,   কোথা দেব অবশিষ্ট,
সূর্য্য চন্দ্র বরুণ পবন ?
কোথা স্কন্দ হুতাশন,   কোথা গণদেবগণ,
বৃথা নাম লই সে সবার ;
ইন্দ্রত্ব গিয়াছে যবে,   আর কে শুনিবে সবে,
শচীরে ভাবিবে কেবা আর ॥
তবুও ত নিরাশ্রয়   ইন্দ্রাণী এখন(ও) নয়,
ইন্দ্রাণী ত পুত্রের জননী।
সখি রে বাসব সম,   আছে ত জয়ন্ত মম,
ইন্দ্রাণী ত বীরপ্রসবিনী ॥
কোথা পুত্র হে জয়ন্ত,   জননীর দুঃখ অন্ত,
কর শীঘ্র আসিয়া হেথায়।

তোমার প্রসূতি, হায়! দৈত্যের দাসত্বে যায়!
রক্ষ আসি পুত্র তব মায় ॥"
এত কহি ইন্দ্রপ্রিয়া, ধ্যানে দৃঢ় মন দিয়া,
জয়ন্তেরে করিলা স্মরণ।—
জননী ভাবেন যদি, সে ভাবনা, গিরি, নদী,
ভেদি, সুতে করে আকর্ষণ ॥—
জয়ন্ত পাতালদেশে, শুনিলা ক্ষণ-নিমেষে,
মায়ের সে মানসের ধ্বনি!
ব্যথিত কাতর মনে, কটি বান্ধি সারসনে,
অবনিতে চলিলা তখনি ॥
কন্দর্প শচীর স্থান, বিদায় পাইয়া যান,
পুনঃ সেই নন্দন-কানন।
শচীর সান্ত্বনা আশে, চপলা দাঁড়ায়ে পাশে,
কহে স্নিগ্ধ বিনীত বচন ॥

পঞ্চম সর্গ

চপলা শচীরে কহে "শুন, ইন্দ্রপ্রিয়া,
অদ্যাপি জয়ন্ত না আইসে কি লাগিয়া?
বুঝি বা বিভ্রাটে কোন পড়িলা আপনি!
তাই সে বিলম্ব এত আসিতে অবনি।
কন্দর্পের কথায় অন্তরে ভাবি ভয়;
মর্ত্ত ছাড়ি, চল দেবি, বৈকুণ্ঠ-আলয়;
কিম্বা সে কৈলাসে চল উমার নিকটে;—
বিশ্বাস কর্ত্তব্য কভু না হয় কপটে।
কমলা, অথবা গৌরী, অথবা ব্রহ্মাণী,
নিশ্চয় আশ্রয়দান দিবে, ইন্দ্ররাণি।"
ইন্দ্রাণী চপলাবাক্যে কহে "কিবা কহ—
অন্যের আশ্রয়ে বাস শচীর দুঃসহ।

পরবাসে পরবশ, সদা চিত্তে মলা ;
আশ্রয়দাতার মতি গতি বুঝে চলা ;
চিন্তিত সতত, ভয়ে কুণ্ঠিত সদাই ;
পরের আশ্রয়ে বাস প্রাণের বালাই।
স্ববশে স্বাধীন চিত্ত, স্বাধীন প্রয়াস,
স্বাধীন বিরাম, চিন্তা স্বাধীন উল্লাস ;—
সসর্প গৃহেতে বাস, পরবশ আর,
তুই তুল্য জীবিতের, দুই তিরস্কার।
ব্রহ্মলোক বৈকুণ্ঠ কৈলাসে নাহি ভেদ—
যেইখানে পরবশ, সেইখানে খেদ!
শুন, প্রিয়তমা সখি, সে আশা বিফলা—
মর্ত্ত ছাড়ি পরাশ্রয়ে যাব না, চপলা।"
চপলা শুনিয়া দুঃখে কহিলা তখনি
"ছদ্মবেশে থাক তবে বাসবঘরণি।"
কহে ইন্দ্রপ্রিয়া "সখি, শুন লো চপলা,
শচী কভু নাহি জানে কুহকীর ছলা।
ঘৃণিত আমার, সখি, গোপন নিবাস ;
ছদ্মবেশ কদাচ না করিব প্রকাশ।
চিরদিন যেই রূপ জানে সর্ব্বজন,
সহচরি, সেই রূপ শচীব(ও) এখন।
আসিছে দংশিতে ফণী, করুক দংশন—
নিজরূপ, সখি, নাহি ত্যজিব কখন।"
বলিতে বলিতে আস্যে হইল প্রকাশ
অপূর্ব্ব গরিমা-ছটা কিরণ-আভাস।
নয়ন, ললাট, গণ্ড হৈল জ্যোতির্ম্ময়—
সৃষ্টির সৃজনে যেন নব সূর্য্যোদয়!
ঘোর ক্ষিপ্ত প্রচণ্ড উন্মাদ(ও) যেই জন,
হেরে স্তব্ধ হয় সেহ, সে নেত্র বদন।
নিরখি চপলা-চিত্তে অসীম আহ্লাদ ;
চিন্তিতে লাগিল মনে নানাবিধ সাধ।

ভাবিতে লাগিলা শেষে বিপুল হরিষে—
"নন্দন-সদৃশ বন সৃজিব নৈমিষে।
মহেন্দ্রাণীযোগ্য তবে হইবে এ বন ;
এ মূর্ত্তি তবে সে শোভা করিবে ধারণ।
কপটী দানব মুগ্ধ হইবে মায়ায় ;
না পারিবে পরশিতে শচীর কায়ায়।
প্রকাশিব ক্ষিতির ঐশ্বর্য্য যত আজি ;
শচী রবে আজি এই মরতে বিরাজি।"
চপলা এতেক ভাবি, বিচিত্র কানন,
শচীর অজ্ঞাতসারে, কৈলা প্রকটন।—
মানস-মোহকর নবদ্রুম-রাজি
প্রকাশিল সুন্দর কিসলয়ে সাজি।
ধাবিল সমীরণ মলয় সুগন্ধি
চুম্বনে ঘন ঘন কুসুম আনন্দি।
কাঁপিল থর থর তরুশিরে সাধে,
শিহরিত পল্লব মরমর নাদে।
হাসিল ফুলকুল মঞ্জুলমঞ্জুল,
মোদিত মৃদু বাসে উপবন ফুল্ল।
কোকিল হরষিল কুহুরবে কুঞ্জ ;
শোভিল সরোবরে সরোজিনীপুঞ্জ।
নাচিল চিতসুখে ময়ূর কুরঙ্গ ;
গুঞ্জরে ঘন ঘন মধুপানে ভৃঙ্গ।
সুন্দর শতদল প্রিয়তর আভা—
সুরম্য অরধ, অরধ শশিশোভা,—
শোভিল সুতরুণ স্থল জল অঙ্গে ;
বিরচিলা হ্লাদিনী মায়াবন রঙ্গে।
হেন কালে ইন্দ্রসুত আসিয়া সেথায়,
দাঁড়াইলা প্রণমিয়া জননীর পায়।
জননী পুত্রের মুখ বহু দিন পরে
দেখে যদি, হৃদয়ের সর্ব্বচিন্তা হরে ;

অন্য আশা, অভিলাষ, ক্ষোভ যত আর,
অন্তরে বিলীন হয় বাষ্পের আকার ;—
প্রভাতে যেমন সূর্য্য-তরুণকিরণ
ধরণী পরশি করে কুজ্ঝটি হরণ।
পুত্র পেয়ে, শচী যেন পাইলা আবার
স্বর্গের বৈভব যত, ঐশ্বর্য্য তাহার।
বারম্বার শিরঘ্রাণ, চিবুক আঘ্রাণ,
লইলা, ধরিলা কোলে, পুলকিত প্রাণ।
পূর্ণিমায় পূর্ণচন্দ্র হইলে প্রকাশ,
সুধাকরে ধরে যেন প্রফুল্ল আকাশ ;
মরুদেহে সরিতের প্রবাহ বহিলে,
ধরে যেন মরু সেই প্রবাহ-সলিলে ;
তরু যথা নবোদ্গত কিসলয়-রাজি
বসন্তপ্রারম্ভে ধরে নীল পীতে সাজি ;
নিদ্রা যথা ভুজদ্বয় প্রসারণ করি
ক্লান্তপরাণীরে রাখে বক্ষস্থলে ধরি ;
শুক্রতারা ধরে যথা নিশান্তে যামিনী ;
সেইরূপ ধরে পুত্রে ইন্দ্রের কামিনী।
অঞ্চলে মুখের ধূলি ঝাড়ি সুখে চায় ;
মৃদু পরশনে কর সর্ব্বাঙ্গে বুলায়।
কাতর অন্তরে কহে চপলা চাহিয়া—
"দেখ, সখি, সে শরীর গিয়াছে ভাঙ্গিয়া ;
পল্বলেব শুষ্ক পদ্ম পঙ্কেতে যেমন,
সখি রে, বৎসের আস্য তেমতি এখন !
খোল, বৎস, খোল তব কবচ অঙ্গের ;
এ ভূষণ নহে যোগ্য এ শুষ্ক দেহের।
সহিতে নারিবে ভার বাজিবে শরীরে ;
স্নিগ্ধ হও কিছু কাল মহীর সমীরে ;
স্বর্গের অনিলতুল্য নহে এ সমীর,
তথাপি জুড়াবে, বৎস, হইবে সুস্থির ;

পাতাল-বাসের ক্লেশ হৈবে অবসান
সেবিলে এ সমীরণ—খোল অঙ্গত্রাণ।”
বলিতে বলিতে বর্ম্ম খুলিলা আপনি ;
উরসে অস্ত্রের চিহ্ন দেখিলা তখনি।
আশ্চর্য্য ভাবিয়া শচী জিজ্ঞাসে, “তনয়,
এ কি দেখি, বক্ষ কেন ক্ষতচিহ্নময় ?
কখন ত দেখি নাই উরসে তোমার
হেন চিহ্ন—এ কি সব অস্ত্রের প্রহার ?”
জয়ন্ত কহিল “মাতা, আমার উরসে
ছিল না কলঙ্ক কভু অস্ত্রের পরশে ;
কেবল সে শিবদত্ত অসুর-ত্রিশূল
এবার ধরেছি বক্ষে—হৈও না ব্যাকুল—
অন্য অস্ত্রে দেব-অঙ্গ ভেদ নাহি হয় ;
শিবের ত্রিশূল-চিহ্ন অচিহ্ন এ নয়।”
শুনিয়া পুত্রের বাণী কহিলা ইন্দ্রাণী
“বৎস রে, কতই কষ্ট ভুগিলা না জানি
জান নাই কভু আগে অস্ত্রের যাতনা—
না জানি সহিলা কত বিষম বেদনা !
হায় শিব ! হে শঙ্কর ! হে দেব শূলিন্ !
বাম কি শচীর প্রতি তুমি চিরদিন !
হায় উমা ! শচীরে কি কিছু স্নেহ নাই ;
কি দোষ করেছি কবে, কহ, তব ঠাঁই ?
তোমার নন্দনে, গৌরি, কতই যতনে
রেখেছি অমরালয়ে, বিদিত ভুবনে ;
পার্ব্বতীনন্দন স্কন্দ, দেব-সেনাপতি—
শচীর নন্দনে উমা কৈলা এ দুর্গতি !
শিবের ত্রিশূল বৃত্র করিলা প্রহার !—
সেই বৃত্র, মাহেশ্বরি, আশ্রিত তোমার !”
কহি দুঃখে কহে শচী “আমায় উদ্ধারি
কাজ নাই, বৎস, আর হৈয়ে অস্ত্রধারী।

জানিলে অগ্রে কি আমি মানসে স্মরণ
করিতাম তোরে হেথা করিতে গমন !
শত বার ঐন্দ্রিলার চরণ সেবিব :
অকাতরে স্বর্গের আসন তারে দিব ;
তোমার কোমল অঙ্গে ত্রিশূল-প্রহার,
জয়ন্ত, নারিব চক্ষে দেখিতে আবার।”
শুনিয়া মাতার বাক্য ইন্দ্রসুত কয়—
“জননি, ছাড়িব তোমা ? যাতনার ভয় ?
চিন্তা দূর কর, স্থির হও গো জননি ;
আশীর্ব্বাদ কর পুত্রে বাসবঘরণি ;
পারিব ধরিতে বক্ষে আরো লক্ষ বার
তব আশীর্ব্বাদে শিবত্রিশূলপ্রহার।
কহ, মাতঃ, কি কারণে স্মরিলা আমায় ;
কি বিপদ উপস্থিত, বিপক্ষ কোথায় ?”
চপলা, শুনিয়া শচী-নন্দন-বচন,
বিস্তারি কহিলা তারে সর্ব্ব বিবরণ।
কন্দর্প নৈমিষে আসি ভীষণ-বারতা
প্রকাশিলা যেইরূপ, প্রকাশিলা তথা।
শুনিয়া জয়ন্ত যেন দীপ্ত হুতাশন,
জ্বলিতে লাগিলা ক্রোধে, বিস্তৃত নয়ন।
দেখি শচী কহে “বৎস, হও রে শীতল,
ভ্রম কিছু ক্ষণ এই নৈমিষ-মণ্ডল ;
হের, বৎস, সুধাকর উঠিছে গগনে,
স্নিগ্ধ হও কিছু ক্ষণ শশীর কিরণে।
মহীতে মাধুরীময় সুধার সঙ্কাশ
এক মাত্র আছে অই চন্দ্রমা-প্রকাশ !
উহারি কিরণে তব তনু সুকুমার
জুড়াবে কিঞ্চিৎ, কর অরণ্যে বিহার।”
শুনিয়া জননীবাক্য, জয়ন্ত তখন
অঙ্গেতে কবচ পুনঃ করিলা বন্ধন ;

চিন্তিয়া চলিলা ধীরে কানন-ভিতরে,
শীতল সমীর সেবি, হেরি শশধরে।
চপলা, কানন রচি, আনন্দে বিহ্বলা,
বেড়ায় চৌদিকে সুখে হইয়া চঞ্চলা।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে হেরে পুরুষ দুজন
কানন নিকটে ভাবে সংশয়ে যেমন।
জিজ্ঞাসিছে একজন চাহি অন্য প্রতি
"কোথায় আনিলা দূত, আ(ই)লা কোন পথি?
নৈমিষ অরণ্য কোথা? দেখি যে উদ্যান,
স্বর্গের নন্দনতুল্য পূর্ণ পুষ্পঘ্রাণ;
চারু মনোহর লতা; পল্লব মধুর;
পক্ষিকলকাকলিত নিকুঞ্জ মঞ্জুর;
মোহকর মনোহর সুস্নিগ্ধ বাতাস;
কিরণ জিনিয়া চন্দ্র পূরণপ্রকাশ;
কোথায় নৈমিষ বন? অমরাবতীতে
এখন(ও) ভ্রমিছ ভ্রমে, না আ(ই)স মহীতে!"
দূত কহে "জানিতাম এখানে নৈমিষ,
না জানি কি হৈলা, তবে হারায়েছি দিশ!
হইল সে বহু দিন মর্ত্তে নাহি আসি—
হবে বা নৈমিষ এই—এবে কুঞ্জরাশি।"
হেন কালে চপলারে দেখিতে পাইয়া,
জিজ্ঞাসা করিলা তায় নিকটে আসিয়া।
চপলা কহিলা "কেন, কিসের কারণ
নৈমিষ অরণ্য দোঁহে কর অন্বেষণ?
এই সে নৈমিষ, আমি নিবসি এখানে;
প্রকাশিয়া বল শুনি কি বাসনা প্রাণে?
দিব ইচ্ছা যাহা তব, এ বন আমার—
দেখ অরণ্যেরে কৈনু নন্দন-আকার।
বল আগে, কার দূত, পুরুষ কি নারী?
পার কি চিনিতে, বুঝি আমি যেন পারি।

হাতে দেখি পারিজাত, না হবে মানব—
হায় রে সে স্বর্গ, যথা অমর বৈভব!"
ভাবিলা ভীষণ, তবে এই হবে শচী,
মায়ায় নন্দনবন মর্ত্তে আছে রচি।
প্রফুল্ল পরাণে কহে "ধর এই ফুল—
পাছে নাহি মান, চিহ্ন আনিয়াছি স্থূল;
দেব-দূত আমি, দেবি, ইন্দ্রের প্রেরিত,
তুমি সুরেশ্বরী শচী ভুবনে বিদিত।
যুদ্ধে জয়, অমরের স্বর্গ অধিকার;
তিরস্কৃত দৈত্যকুল তাড়িত আবার;
স্বর্গ এবে শান্ত পুনঃ, তাই সুরপতি
পাঠাইলা, লৈতে তোমা আপন বসতি।"
ঈষৎ হাসিয়া তাহে চপলা কহিলা,
"আমায়, সন্দেশবহ, চিনিতে নারিলা।
পেয়েছ দূতের পদ, শিখ নাহি ভাল—
ইন্দ্রের দূতত্বপদ বড়ই জঞ্জাল!
শিখাব উত্তমরূপে পাই সে সময়,
তুমি দূত, আমি দূতী, জানিহ নিশ্চয়।
পুরাতনে প্রয়োজন নহিলে কি এত?
নূতনে নূতন জ্বালা, বুঝে না সঙ্কেত!"
'শিব!' বলি, দূতবেশী কহে দৈত্যচর
"চিনেছি, চিনেছি—ভ্রান্তি নাহি অতঃপর-
শচী-সহচরী তুমি বিষ্ণুর মহিলা"—
"আবার ভুলিলা দূত" চপলা কহিলা;
"থাক্ মেনে, আর কেনে দেও পরিচয়—
মূর্খের অশেষ দোষ, কহিনু নিশ্চয়;
অহে দূত, বুঝা গেছে তব গুণপনা—
নারী চেনা, মণি চুনা, দুর্ঘট ঘটনা।
নহি হরিপ্রিয়া আমি বৈষ্ণবী কমলা;
শুন দূত, শচীদূতী আমি সে চপলা।

আশা করি আসিয়াছ ইন্দ্রের আদেশে,
না হবে নৈরাশ, ভাগ্যে ঘটে যাহা শেষে।"
বলিয়া চপলা চলে ; পশ্চাতে তাহার
চলিলা পুরুষ, পারিজাত হস্তে যার।
দেখিয়া কানন-শোভা মোহিত ভীষণ ;
শত শত উপবন অমরমোহন,
নিরখিলা চারি দিকে—নিরখিলা তায়
কুরঙ্গ বিহঙ্গ কত আনন্দে বেড়ায় ;
পলাশ, বল্লরী, পুষ্প, তরুণ লতায়
সুশোভিত, নন্দনের সদৃশ শোভায় !
লতায় লতায় ফুল, লতায় লতায়
শিখিনী নাচায় পুচ্ছে চন্দ্রক-মালায় ;
ঝাঁকে ঝাঁকে সরোবরে ব্রততী উপরে
মধুলিহ পড়ে ঢলি সুখে মধুভরে ;
তরুণ অরুণ, কিবা মৃদু শশধর,
জিনিয়া মৃদুল রশ্মি কানন ভিতর !
শ্রবণ-সুস্নিগ্ধকর মধুর নিস্বন
কাননে ঝরিছে নিত্য করিয়া প্লাবন !
মধ্যস্থলে ইন্দ্রপ্রিয়া বৈসে ধীরবেশ ;
জলদবরণ পৃষ্ঠে সুনিবিড় কেশ।
মুখে আভা ভানু যেন উথলিয়া পড়ে !
গাম্ভীর্য্য প্রতিমা বিধি দেহে যেন গড়ে !—
দেখিয়া স্তিমিতনেত্র হইলা ভীষণ,
বাক্‌শূন্য, শ্রুতিশূন্য, করে দরশন।
বিশ্বসৃষ্টি করি, যবে ব্রহ্মা অকস্মাৎ
করিলা মানবচিত্তে চৈতন্য প্রভাত,
আদিসৃষ্ট সেই প্রাণী নব সূর্য্যোদয়
যে ভাবে দেখিলা, দৈত্য সেই ভাব হয়,
সংজ্ঞা নাই, চিন্তা নাই, নাহি আত্মজ্ঞান,
চক্ষুতেই গত যেন চৈতন্য, পরাণ !

প্রহরেক কাল হেন স্তম্ভিত থাকিয়া ;
চপলারে জিজ্ঞাসিলা ভাবিয়া চিন্তিয়া—
"পুরন্দর-ভার্য্যা শচী এই কি ইন্দ্রাণী ?"
চপলা কহিলা "এই ত্রিদিবের রাণী ।"
ভাবিতে লাগিলা মনে ভীষণ তখন,
"সত্যই স্বর্গের রাণী ইন্দ্রাণী এ জন !
কোথায় ঐন্দ্রিলা—বুঝি, দাসীর সে দাসী
তুলনায় নহে এর, চিতে হেন বাসি ।
ধন্য সুরপতি ইন্দ্র ! এ অরুণ যার
চিরোদিত গৃহমাঝে ঘুচায়ে আঁধার ।"
নানা চিন্তা এইরূপ করে মনে মনে,
না বুঝে স্বরগে শচী লইবে কেমনে ;
অচল নিরখি যার বদনপ্রভায়,
পরশে কেমনে তায় ভাবিয়া না পায় ;
বিষম বিপদ ভাবে, উভয় সঙ্কট,
ভাবিলা সে কার্য্যসিদ্ধি অসাধ্য, দুর্ঘট ;
অনেক চিন্তিলা, স্থির নারিলা করিতে ।
কিরূপে লইবে শচী অমরাবতীতে ।
হেন কালে ইতস্ততঃ ভ্রমিতে ভ্রমিতে
জয়ন্ত, ভীষণে দূরে পাইলা দেখিতে ।
"অরে রে কপট দৈত্য !" বলিয়া তখন,
ধাইলা তুলিয়া খড়্গ, যেন হুতাশন ।
কহিলা ভীষণে চাহি কূটদৃষ্টি ধরি,
ক্ষণকাল খড়্গ শূন্যে সম্বরণ করি—
"চল্, এ কানন-বহির্ভাগে শীঘ্র চল্,
জননীর বাসভূমি নহে যুদ্ধস্থল ;
নহে বৈধ স্ত্রী-জাতির সম্মুখে সমর ;—
চল্ এ উদ্যান ছাড়ি, পাষণ্ড বর্ব্বর !"
জয়ন্তে দেখিবা মাত্র চিন্তা গেল দূর ;
ধরিল বিকট মূর্ত্তি ভীষণ অসুর ।

গর্জ্জিল সিংহের নাদে, শেল ধরি করে ;
ঘুরায় শূন্যেতে ঘন মেঘের ঘর্ঘরে।
না ছাড়িতে শেল, শীঘ্র বাসব-নন্দন
"জননি, অন্তর হও" বলিয়া, তখন
বেগে হেলাইয়া খড়্গ ভীষণ গর্জ্জিয়া,
পড়িল বিদ্যুৎ যেন নিকটে আসিয়া ;
শূন্যে খেলাইয়া অসি বিজুলি আকার,
চকিতে কন্ধরমূলে করিল প্রহার।
বিচ্ছিন্ন হইয়া মুণ্ড পড়িল অন্তরে,
ঘোর শব্দে পড়ে গাত্র ভূতল উপরে।
শালবৃক্ষ পড়ে যেন হইয়া ছেদিত,
অথবা আগ্নেয়শৃঙ্গ অগ্নি-বিদারিত।
শব্দ শুনি ভীষণের সঙ্গী যেই জন
প্রবেশিল দ্রুতগতি, ভেদিয়া কানন।
দেখিয়া তাহারে, কহে জয়ন্ত কর্কশ—
"তুই তুচ্ছ, তোরে নাহি করিব পরশ।
যা রে দাস, যা রে ফিরে, দৈত্যের নিকট,
সমাচার দিস্—'তার ভীষণ বিকট
জয়ন্তের খড়্গাঘাতে লুটে ধরাতল' ;
অন্য আর যারে ইচ্ছা পাঠাইতে বল্।
ভেট দিস্ দৈত্যরাজে—ধর্, মুণ্ড ধর্।"
বলিয়া নিক্ষেপি মুণ্ড ফেলিল অন্তর।
ত্রাসিত, অস্থির দূত, বিস্ময় ভাবিয়া,
বৃত্রাসুরে বার্ত্তা দিতে চলিল ফিরিয়া।
জয়ন্ত, আনন্দচিত্ত, জননী নিকটে—
উপস্থিত হৈলা আসি এড়ায়ে সঙ্কটে।

ষষ্ঠ সর্গ

বেষ্টিয়াছে ইন্দ্রপুরী দেব-অনীকিনী,
চৌদিকে বিস্তৃত যেন সাগর-সিকতা ;
যোজন যোজন ব্যাপ্ত, প্রদীপ্ত ভানুতে—
দেবকুল সেইরূপ দিক্ আচ্ছাদিয়া।

দূরস্থিত, সন্নিহিত, যত শৈলরাজি,
অস্তোদয়-গিরিশৃঙ্গ, প্রভায় উজ্জ্বল ;
অনন্তের সমুদায় নক্ষত্র বা যথা
বিস্তীর্ণ হইয়া দীপ্তি ধরে চতুর্দ্দিকে।

প্রাচীরে প্রাচীরে দৈত্য ভীষণদর্শন—
পাষাণ-সদৃশ-বপুঃ, দীর্ঘ, উরস্বান্—
নানা অস্ত্র ধরি নিত্য করে পরিক্রম,
ভীম দর্পে, ভীম তেজে, গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া।

জাগ্রত, সুসজ্জ সদা যুদ্ধের সজ্জায়,
ভ্রমে দৈত্য বর্ম্মে বর্ম্মে, স্বর্গ আন্দোলিয়া,
আচ্ছাদি সুমেরু-অঙ্গ, বৈজয়ন্ত ঢাকি,
ঘোর শব্দ, সিংহনাদে, অম্বর বিদারি।

অস্ত্রবৃষ্টি, শৈলবৃষ্টি, প্রতি অহরহঃ,
অনন্ত আকুল করি উভয় সৈন্যেতে ;
রাত্রিদিবা যেন শূন্যে নিয়ত বর্ষণ
বিদ্যুৎ-মিশ্রিত শিলা দিগে দিগে ব্যাপি।

ত্রিদশ-আলয়ে হেন অমর দানবে
জ্বলিছে সমরবহ্নি নিত্য অহরহঃ ;
বেষ্টিত অমরাবতী দেব-সৈন্যদলে,
সুদৃঢ়সঙ্কল্প উভ দেবতা দনুজে।

অর্ণবের উর্ম্মিরাশি যথা প্রবাহিত
অহর্নিশি, অনুক্ষণ, বিরত-বিশ্রাম ;
স্রোতস্বতী বিধাবিত নিয়ত যদ্রূপ
ধারা প্রসারিয়া সদা সিন্ধু অভিমুখে ;

অথবা সে শূন্যে যথা আহ্নিক গতিতে
ভ্রমে নিত্য ভূমণ্ডল পল অনুপল ;
কিম্বা নিরন্তর যথা অবিচ্ছেদ-গতি
অশব্দ তরঙ্গ চলে কালের প্রবাহে ;

সেইরূপ অবিশ্রাম দানব-অমরে
হয় যুদ্ধ অহরহঃ, স্বর্গ-বহির্দ্দেশে ,
জয়, পরাজয়, নিত্য নিত্য অনিশ্চয়—
দৈত্যের বিজয় কভু, কখন ত্রিদশে ।

সভাসীন বৃত্রাসুর সুমিত্রে সম্ভাষি
কহিছে গর্জ্জন করি বচন কর্কশ—
"যুদ্ধে নৈল পরাজিত এখন(ও) দেবতা !
এখনও স্বরগ বেষ্টি দৈবত সকলে !

"সিংহের নিলয়ে আসি শৃগালের দল
প্রকাশে বিক্রম হেন নির্ভয় হৃদয়ে ?
মত্ত মাতঙ্গের শুণ্ডে করিয়া আঘাত
শ্বাপদ বেড়ায় হেন করি আস্ফালন ?

"ধিক্ আজ দৈত্য নামে ! হে সৈনিকগণ !
সমরে অমর ত্রস্ত করিলা দানবে !
কোথা সে সাহস, বীর্য্য, শৌর্য্য, পরাক্রম,
দনুজ যাহার তেজে চির রণজয়ী ?

"সসাগরা বসুন্ধরা যুদ্ধে করি জয়,
প্রকাশিলা কত বার অতুল বিক্রম ;

পূজ্য সেহ কোন কালে নহে কোন লোকে,
জলবিম্ববৎ ক্ষণে ভাসিয়া মিশায়।

"বিজয়ী পিতার পুত্র নহিলে বিজয়ী,
গৌরব, সম্পদ্, তেজঃ, নাহি থাকে কিছু,
ভ্রমিতে পশ্চাতে হয় ফেরুবৃন্দবৎ,
দানব-অমর-যক্ষ-মানব-ঘৃণিত !

"সুরবৃন্দ পুনর্ব্বার ফিরিবে এ স্থানে,
তব বংশজাতগণে ভাবি তুচ্ছ কীট ;
না মানিবে কেহ আর বিশ্ব-চরাচরে,
তেজস্বী দৈত্যের নামে হইয়া শঙ্কিত।

"যশোলিপ্সা কদাপিহ ভীরুর অন্তরে
উদ্দীপ্ত হইয়া তারে করে বীর্য্যবান্ !—
বীরের স্বর্গ ই যশঃ যশ(ই) সে জীবন ;
সে যশে কিরীট আজি বান্ধিব শিরসে।

"কর অভিষেক, পিতঃ, এ দাসেরে আজ
সেনাপতিপদে তব, সমরে নিঃশেষি
ত্রিংশতত্রিকোটী দেব, আসিয়া নিকটে
ধরিব মস্তকে সুখে অই পদরেণু।

"জানিবে অসুর সুরে—নহে সে কেবল
দানবকুলের চূড়া দানবের পতি,
অজেয় সংগ্রামে নিত্য—অনিবার্য্য রণে
অন্য বীর আছে এক—আত্মজ তাঁহার।"

চাহিয়া সহর্ষচিত্ত পুত্রের বদনে,
কহিলা দনুজেশ্বর বৃত্রাসুর হাসি—
"রুদ্রপীড় ! তব চিত্তে যত অভিলাষ,
পূর্ণ কর যশোরশ্মি বান্ধিয়া কিরীটে ;

"বাসনা আমার নাই করিতে হরণ
তোমার সে যশঃপ্রভা, পুত্র যশোধর !
ত্রিলোকে হয়েছ ধন্য, আরো ধন্য হও
দৈত্যকুল উজ্জ্বলিয়া, দানবতিলক !

"তবে যে বৃত্রের চিত্তে সমরের সাধ
অদ্যাপি প্রজ্বল এত, হেতু সে তাহার
যশোলিপ্সা নহে, পুত্র, অন্য সে লালসা ;
নারি ব্যক্ত করিবারে বাক্যে বিন্যাসিয়া !

"অনন্ততরঙ্গময় সাগর-গর্জ্জন,
বেলাগর্ভে দাঁড়াইলে, যথা সুখকর ;
গভীর শর্ব্বরীযোগে গাঢ় ঘনঘটা
বিদ্যুতে বিদীর্ণ হয়, দেখিলে যে সুখ ;—

"কিম্বা সে গঙ্গোত্রী-পার্শ্বে একাকী দাঁড়ায়ে
নিরখি যখন অম্বুরাশি ঘোর নাদে
পড়িছে পর্ব্বতশৃঙ্গ স্রোতে বিলুণ্ঠিয়া,
ধরাধর ধরাতল করিয়া কম্পিত !

"তখন অন্তরে যথা, শরীর পুলকি,
দুর্জ্জয় উৎসাহে হয় সুখ বিমিশ্রিত ;
সমর-তরঙ্গে পশি, খেলি যদি সদা,
সেই সুখ চিত্তে মম হয় বে উত্থিত ।

"সেই সুখ, সে উৎসাহ, হায় কত কাল !
না ধরি হৃদয়ে, জয় স্বর্গ যে অবধি,
চিত্তে অবসাদ সদা—কোথাও না পাই
দ্বিতীয় জগৎ যুদ্ধে লভি পুনর্ব্বার ।

"নাহি স্থান ত্রিভুবনে জিনিতে সংগ্রামে,
ভাবিয়া বৃত্রের চিত্তে পড়িয়াছে মলা ;

দেখ্ এ ত্রিশূল অগ্রে পড়িয়াছে যথা
সময়-বিরতি-চিহ্ন, কলঙ্ক গভীর !

"যাও যুদ্ধে, তোমা অদ্য করি অভিষেক
সেনাপতি-পদে, পুত্র, অমর ধ্বংসিতে ;
যাও, যশঃ-বিমণ্ডিত হইয়া আবার
এইরূপে আসি পুনঃ দাঁড়াও সাক্ষাতে।"

রুদ্রপীড় প্রফুল্লিত, পিতৃপদধূলি
সাদরে লইয়া শিরে শুনিয়া ভারতী ;
এ হেন সময়ে দূত, নৈমিষ হইতে
প্রত্যাগত, সভাতলে হৈলা উপনীত।

দূতে দেখি দৈত্যপতি, উৎসুক-হৃদয়,
কহিলা "সন্দেশবহ, কি বারতা কহ ?
কিরূপে এ পুরীমধ্যে প্রবেশ বা তুমি ?
কোথা ইন্দ্রজায়া শচী, কোথা বা ভীষণ ?"

আশ্বস্ত হইয়া দূত কিঞ্চিৎ তখন,
কহিতে লাগিলা পুরী প্রবেশ উপায় ;
বায়ুতে চঞ্চল যথা বিশুষ্ক পলাশ,
রসনা তেমতি দ্রুত বিকম্পিত তার।

কহিলা "প্রথমে যবে আইনু এ স্থানে,
স্বর্গ হৈতে বহু দূর হিমাচলপথে,
উত্তুঙ্গ পর্ব্বতশৃঙ্গে, প্রথম সাক্ষাৎ
হইল আমার দেব-অনীকিনী সহ।

"নানা ছল, নানা বেশ, বিবিধ কৌশল
আশ্রয় করিয়া পথে হৈনু অগ্রসর,
চিনিতে নারিলা কেহ ; অতঃপর শেষে
পুরীপ্রান্তভাগে আসি হৈনু উপনীত।

"প্রাচীর নিকটে আসি অনেক চিন্তিয়া
উদয় হইল চিত্তে,—জাগরিত যেথা
সূর্য্য আদি দেব যত নিত্য অস্ত্রধারী,
ভ্রমে নিত্য অবিরত দ্বার নিরখিয়া।

"আসন্ন বিপদে চিত্তে হইল উদয়
জটিল কৌশল এক, গূঢ় প্রতারণা—
'ঐন্দ্রিলার পিতৃভূমি হিমালয় পারে,
হয় যুদ্ধ সেইখানে গন্ধর্ব্ব-দানবে,

"'সেই সমাচার ল'য়ে ত্বরিত গমনে
ঐন্দ্রিলা নিকটে যাই, পিত্রাদেশে তাঁর,
দৈত্যকুলেশ্বর বৃত্র মহাবলবান্
সমরে সহায় হ'ন এ তার প্রার্থনা।'—

"এ প্রস্তাবে দেবগণ শুভ ভাবি মনে
আদেশ করিলা মোরে পুরী প্রবেশিতে।
আদেশ পাইবা মাত্র পুরীতে প্রবেশ
করিয়া প্রভুর পদে আসি উপনীত।"

শুনিয়া দূতের বাক্য কহে বৃত্রাসুর
"এ বারতা, দূত, তোর অলীক কল্পনা,
সঙ্গে শচী ইন্দ্রপ্রিয়া, ভীষণ সংহতি—
শচী কি সে সূর্য্য আদি দেবে অবিদিত ?"

দানব-রাজের বাক্যে দূতের রসনা
হইল জড়তাপূর্ণ, কম্পবিরহিত—
যথা নব কিশলয় বরষার নীরে
আর্দ্রতনু, বিলম্বিত তরুর শাখায়।

সুমিত্র, দানব-মন্ত্রী, কহিলা তখন,—
"দৈত্যেশ্বর ! দূত বুঝি হৈলা অগ্রগামী,

পশ্চাতে ভীষণ ভাবি আ(ই)সে শচী সহ
মঙ্গল বায়তা নিত্য তড়িৎ-গমনা।"

নতমুখ, নিম্নদৃষ্টি, দূত, ক্ষুণ্ণমতি,
কহিলা—"না মন্ত্রি, ব্যর্থ আশ্বাস তোমার ;
নৈমিষ অরণ্যে শচী জয়ন্তের সনে
করিছে নির্ভয়ে বাস—ভীষণ নিহত।"

"ভীষণ নিহত !"—গর্জ্জিলা দানবপতি।
"হা রে রে বালক—জয়ন্ত, ইন্দ্রের পুত্র,
আমার সংহতি সাধ বিবাদে একাকী !—
দম্ভ তোর এত ?" বলি ছাড়িলা নিশ্বাস।

"রুদ্রপীড় পুত্র, শুন কহি সে তোমারে,"
কহিলা তনয়ে চাহি, গাঢ় নিরীক্ষণ,
"যশোলিপ্সা চিত্তে তব অতি বলবতী,
কর তৃপ্ত, জয়ন্তেরে করিয়া আহুতি।

"শচীরে আনিতে চাহ অমরাবতীতে,
অন্যথা না হয় যেন, যাও ধরাধামে ;
শত যোদ্ধা সুসৈনিক বীর-অগ্রগণ্য
লহ সঙ্গে, অচিরাৎ পালহ আদেশ।"

কৃতাঞ্জলি হ'য়ে মন্ত্রী সুমিত্র তখন
কহিলা,—"দৈত্যেন্দ্র, এবে দেব-পরিবৃত
বিস্তীর্ণ এ স্বর্গপুরী, কি প্রকারে কহ
কুমার ভেদি এ ব্যূহ হইবে নির্গত ?

"যুদ্ধে পরাজয়ি যদি দেব-অনীকিনী
নির্গত হইতে হয় আনিতে শচীরে,
না বুঝি তবে বা সিদ্ধ সত্বরে কিরূপে
হইবে কুমার-কল্প, তব অভিপ্রেত।

"অসংখ্য এ দেবসেনা, দুর্দ্দম সংগ্রামে,
অমর তাহাতে সবে, সুদৃঢ়প্রতিজ্ঞ,
শঙ্কিত নহেক কেহ অস্ত্র অস্ত্রাঘাতে,
মূর্চ্ছিত না হবে শিব-ত্রিশূল বিহনে।

"তবে কি আপনি যুদ্ধে করিবেন গতি ?
কুমার সংহতি অন্ত, দানব-ঈশ্বর ?
বিমুক্ত করিয়া পথ পাঠান যদ্যপি,
কি প্রকারে পুনঃ হেথা হবে বা নিবেশ ?"

দৈত্যেশ কহিলা "মন্ত্রি, সেনাপতি-পদে
বরণ করেছি পুত্রে, না যাব আপনি,
রুদ্রপীড়ে দিব এই ত্রিশূল আমার,
যাইবে আসিবে শূলহস্তে অবারিত।"

নিষেধ করিলা মন্ত্রী তেয়াগিতে শূল,
"পুরী রক্ষা না হইবে অভাবে তাহাব,
উপস্থিত হয় যদি সঙ্কট তাদৃশ
সমূহ দৈত্যের বল হবে নিঃসহায়।"

ভ্রূকুটি কবিয়া তবে ললাট-প্রদেশে
স্থাপিয়া অঙ্গুলীদ্বয়, গর্ব্ব প্রকাশিয়া,
কহিলা দানবপতি—"সুমিত্র হে, এই—
এই ভাগ্য যত দিন থাকিবে বৃত্রের,

"জগতে কাহার সাধ্য নাহি সে আমায়
সমরে পরাস্ত করে—কিম্বা অকুশল ;
অনুকূল ভাগ্য যার অসাধ্য কি তায়—
ধর রে ত্রিশূল, পুত্র, বীর রুদ্রপীড়।"

রুদ্রপীড় কহে "মন্ত্রি, কেন ত্রস্ত এত ?
জান না কি অভেদ্য এ আমার শরীর ?

বাসবের অস্ত্র ভিন্ন বিদীর্ণ কখন
না হইবে এই দেহ অন্য প্রহরণে।

"ইন্দ্র নাহি উপস্থিত, চিন্তা কর দূর,
যাইব অমরব্যূহ ভেদিয়া সত্বর,
আসিব আবার ব্যূহ ভেদিয়া তেমতি,
শচীরে লইয়া সঙ্গে এ স্বরগপুরে।

"হে তাত, ত্রিশূল রাখ, নাহি রুদ্রতেজ
দেহেতে আমার, উহা নারিব তুলিতে ;-
বীর কভু নাহি রাখে নিষ্ফল আয়ুধ,
বিব্রত হইতে পশি সংগ্রামের স্থলে।"

এরূপে করিয়া ক্ষান্ত মন্ত্রী, বৃত্রাসুরে,
শত সুসৈনিক দৈত্য সংহতি লইয়া,
অসুর-কুমার শীঘ্র প্রাচীর সন্নিধি
উপনীত হৈলা সুখে সুসজ্জিত-বেশ।

অনুসঙ্গী বীরগণ সহিত মন্ত্রণা
করিতে, কহিলা কেহ যুদ্ধ অবিধেয়,
কহিলা বা অন্য কেহ সমর উচিত—
রুদ্রপীড় নিপতিত উভয়-সঙ্কটে।

নিজ ইচ্ছা বলবতী, যশোলিপ্সা গাঢ়,
ঘটনা দুর্ঘট আর সুযোগ ঈদৃশ ;
যুদ্ধই তাহার ইচ্ছা একান্ত প্রবল,
ছল কি কৌশল তার নহে অভিপ্রেত।

নিরুপায়, কোন মতে সমরে সম্মত
না পারি করিতে অন্য সঙ্গিগণে সবে
অগত্যা সম্মতি দিলা অবশেষে তবে
অন্য কোন সদুপায় করিতে সুস্থির।

স্থির হৈল অবশেষে কাহার(ও) বচনে,
ভীষণের সহচর দূত যে কৌশলে
পশিলা নগরী মধ্যে, অবলম্বি তাহা
নির্গত হইয়া গতি কর্ত্তব্য নৈমিষে।

কল্পনা করিয়া স্থির, দ্বারদেশে কোন
আসি উপনীত দ্রুত—আসিয়া সেখানে
তুলিলা প্রাচীর-শিরে সুশুভ্র পতাকা,
দানবের যুদ্ধ-চিহ্ন-শূল-বিরহিত।

উড়িলা কেতন শুভ্র শূন্যে বিস্তারিত ;
প্রকাণ্ড অর্ণবপোতে ছিঁড়িয়া বন্ধন,
বাদাম উড়িল যেন আকাশমার্গেতে—
সমরকেতন অন্য হৈল সঙ্কুচিত।

বাজিল সন্তোষ-শঙ্খ—দূত কোন জন
বার্ত্তা লয়ে প্রবেশিলা অমর-শিবিরে ;
কহিলা সেনানীবর্গে উচ্চ সম্বোধনে
বৃত্রাসুর দৈত্যপতি যে হেতু প্রেরিলা।

"ঐন্দ্রিলার পিতৃরাজ্য হিমালয় পারে,
গন্ধর্ব্ব-সমরে তাঁর বিপন্ন জনক ;
দৈত্যেশ বৃত্রের ইচ্ছা প্রেরিতে সহায়
শত যোদ্ধা সেই স্থানে শীঘ্র অবিরোধে।

"দেবকুল, তাহে যদি থাকহ সম্মত,
সংগ্রামে বিশ্রাম তবে দেহ কিছু কাল,
বহির্গত হৈতে তবে দেহ শত যোধে,
ঐন্দ্রিলার পিতৃরাজ্যে করিতে প্রস্থান !"

বার্ত্তা শুনি, দেবপক্ষ সেনাধ্যক্ষগণ—
বরুণ, পবন, অগ্নি, ভাস্কর, কুমার—

মিলিত হইয়া সবে করিলা মন্ত্রণা
কি কর্ত্তব্য দানবের এ বিধ প্রস্তাবে।

নিষেধ করিলা পাশী—প্রচেতা সুধীর—
"উচিত না হয় পথ দিতে দৈত্যযোধে,
কপট বঞ্চক ক্রুর দিতিসুত অতি,
নহেক উচিত বাক্যে প্রত্যয় তাদের।

"ঐন্দ্রিলার পিতৃরাজ্য হৈতে দূত কেহ
যদিও আসিয়া থাকে অজ্ঞাতে আমার,
বিশ্বাস কি তথাপি সে দূতের বচনে ?
সেখানে থাকিলে পাশী না ছাড়িত তায়।"

সূর্য্য অভিপ্রায়,—"দৈত্যযোদ্ধা শত জন
ঐন্দ্রিলার পিত্রালয়ে যা'ক অবিরোধে,
দেবযোদ্ধা কিন্তু কেহ পশ্চাতে তাদেব
গমন করুক যেন না পাবে ফিরিতে।"

অগ্নি কহে "দুই তুল্য আমার নিকটে,
নিষেধ নাহিক তায়, নাহি অনিষেধ,
সমর দৈত্যেব সনে যেই খানে থাক্,
সম্মুখে পশ্চাতে শক্র কি তাহে প্রভেদ ?"

সতত অস্থিরচিত্ত পবন চঞ্চল,
কভু অভিমতে এর, কভু অন্যমতে
অভিমতি দিলা তার—সদা অনিশ্চিত—
যে কহে যখন মিলে তাহার(ই) সহিত।

মহাসেন, সেনাপতি, সকলের শেষে
কহিলা পার্ব্বতীপুত্র—"বিপক্ষে দুর্ব্বল
করাই কর্ত্তব্য কার্য্য যুদ্ধের বিধানে ;
দৈত্যের প্রস্তাব দেবপক্ষে শ্রেয়স্কর।

স্বর্গ ছাড়ি মহাযোদ্ধা বীর শত জন
ধরাতে করিলে গতি, দেবেরই মঙ্গল,
হীনবল হৈবে পুরী রক্ষক বিহনে,
শ্রেয়ঃকল্প ছাড়িবারে অভিপ্রেত তাঁর।"

সেনাপতি-বাক্যে অন্য দেবতা সকলে
সম্মত হইলা—ধীর প্রচেতা ব্যতীত ;
বার্ত্তা লৈয়ে বার্ত্তাবহ প্রবেশি নগরে
রুদ্রপীড় সন্নিধানে নিবেদিলা দ্রুত।

মহাহর্ষ হৈল সবে ; দৈত্য যোধ শত
নিষ্ক্রান্ত হইলা শীঘ্র ছাড়িয়া অমরা ;
আহ্লাদে করিলা গতি পৃথিবী-উদ্দেশে,
নৈমিষ-অরণ্যে যথা শচীনিবসতি !

সপ্তম সর্গ

হেথা সুরপতি ইন্দ্র কুমেরুশিখরে
নিয়তির পূজা সাঙ্গ করিয়া চাহিলা,—
চাহিলা বিস্ময়ে যেন, নিরখি নূতন
গগন ভূতল মূর্ত্তি বিশ্ব অবয়ব।

কহিলা বাসব—"হায়, গত এত কাল !
যুগান্তর হৈল যেন হইছে বিশ্বাস !
ভাবি যেন পরিচিত পূর্ব্বের জগৎ
ধরিছে নূতন ভাব ছাড়ি পুরাতন !

"যেখানে তরুর চিহ্ন আগে নাহি ছিল
কুমেরুশরীরে, এবে নিরখি সেখানে
প্রকাণ্ড প্রসারি শূন্যে উন্নত শিখর
নিবিড় বিটপপূর্ণ মহীরুহ কত !

"পূর্ব্বে হেরিয়াছি যেথা ক্ষৌণী সমতল,
পর্ব্বত এখন সেথা শৃঙ্গবিমণ্ডিত,
লতাগুল্মসমাকীর্ণ শ্যামল সুন্দর,
বিরাজে গগনমার্গে অঙ্গ প্রসারিয়া !

"গভীর সাগর পূর্ব্বে ছিল যেইখানে,
বিস্তীর্ণ এখন সেথা মহা মরুস্থল,
তরু-বারি-বিরহিত তাপদগ্ধ সদা,
নিরন্তর সমাকীর্ণ বালুকারাশিতে ।

"নক্ষত্র নূতন কত, গ্রহ নবোদিত,
নিরখি অনন্ত মাঝে হয়েছে প্রকাশ :
সূর্য্যের মণ্ডল যেন স্বস্থানবিচ্যুত,
অপসৃত বহু দূর অন্তরীক্ষপথে ।

"এত কাল হৈল গত পূজায় নিয়তি
নিয়তি এখন(ও) তুষ্ট না হইলা মোরে !
আদিষ্ট না হই, কিম্বা না পাই সাক্ষাৎ,
না বুঝি কেন বা দৈব এত প্রতিকূল !

"আবার পূজিব তাঁরে কল্লান্ত পূরিয়া,
দেখি প্রতিকূল তিনি হন কত কাল !
অন্য চিন্তা, আশা, ইচ্ছা, সব পরিহরি,
বৃত্রের বিনাশ কিসে জানিব নিশ্চিত ।"

এত কহি আয়োজন করে পুরন্দর
বসিতে পূজায় পুনঃ ; নিয়তি তখন
আবির্ভাব হৈলা আসি সম্মুখে তাঁহার
পাষাণমূরতি, দৃষ্টি অতি নিরদয় ।

মাধুর্য্য কি সহৃদ্যতা কিম্বা দয়া-লেশ
বদন, শরীর, নেত্র, গাত্র, কি ললাটে,

ব্যক্ত নহে বিন্দুমাত্র ; নিত্য নিরীক্ষণ
করতলস্থিত ব্যাপ্ত ভবিতব্য-পটে ।

অনন্যমানস, দৃষ্টি আলেখ্যের প্রতি,
কহিলা নীরস বাক্য চাহিয়া বাসবে—
"কেন ইন্দ্র, নিয়তির পূজায় ব্যাপৃত ?
নিযতি নহেক তুষ্ট কিবা রুষ্ট কভু ;

"অজ্ঞাত নহ ত তুমি সৃষ্টি হৈলা যবে,
তদবধি এ আলেখ্য অর্পিলা আমায
বিরিঞ্চি কমলাসন, নাহি সাধ্য মম
ব্যর্থ করি অণুমাত্র ইহার লিখন ।

"অন্যথা সূচ্যগ্রে যদি হয় লিপি এর,
এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ক্ষণতিলেক না রবে ;
খণ্ড খণ্ড হবে ধরা, শূন্য, জলনিধি,
বিশাল শৈলেন্দ্র চূর্ণ হবে অচিরাৎ ।

"বিকলাঙ্গ হবে বিশ্ব—মনুষ্য, দেবতা,
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তাবা, কাল, পরমাণু—
বিশৃঙ্খল হৈবে স্বর্গ, মর্ত্ত, রসাতল,
ভাগ্যের এ লিপি যদি তিলার্দ্ধ খণ্ডিত ।

"বাসব, আমার পূজা কি হেতু বৃথায় ?
বিবেক হযেছ হারা পডিযা বিপদে
নির্ম্মল দেবের চিত্ত আচ্ছন্ন বিপাকে,
তাই ভ্রান্ত হয়ে চাও অসাধ্য সাধিতে ।"

"নাহি চাহি, ভাগ্য, তব ভবিতব্য-লিপি
খণ্ডন করিতে বিন্দুবিসর্গ প্রমাণ,"
কহিলা বাসব দুঃখে ;—"না চাহি কদাচ
অসাধ্য তোমার যাহা আমায় তা দিতে ।

"কহ শুদ্ধ কি উপায়ে হইবে নিহত
দৈত্যকুলপতি বৃত্র ; কত দিনে পুনঃ
সুরবৃন্দ সহ ইন্দ্র স্বর্গে প্রবেশিবে,
কত দিনে পূর্ণ হ'বে দেবের দুর্গতি ?"

নিয়তি কহিলা ;—"ইন্দ্র, কি উপায়ে হত
হইবে দানবরাজ, কহিতে সে পারি,
কহিতে উচিত কিন্তু নহে সে আমার ;
তুমি না হ'লেও অন্যে জানিত না কিছু।

"তুমি সুরপতি ইন্দ্র,—তোমায় কিঞ্চিৎ
ভবিতব্য গূঢ় লিপি করি প্রকটন,
'ব্রহ্মার দিবার অন্তে বৃত্রের বিনাশ,'—
জানিবে বিশেষ তথ্য যাও শিব পাশে।"

এত কহি অন্তর্হিতা হইলা নিয়তি।
বাসব সহর্ষচিত্ত চিন্তি ক্ষণ কাল,
ভাগ্যের ভারতী চিত্তে আন্দোলিয়া সুখে,
অচিরাৎ স্বপ্নদেবে করিলা স্মরণ।

কহিলা,—"হে দেব-দূত, সুসন্দেশবহ,
তোমার বারতা নিত্য মঙ্গলদায়িনী,
শীঘ্র যাও দেবগণ এখন যেখানে,
কহ গে তাদের দূত, এই সুবারতা ;—

"'কুমেরু পর্ব্বতে ইন্দ্র পূজা সাঙ্গ করি
ধ্যান ভাঙ্গি এত দিনে হইলা জাগ্রত,
নিয়তি প্রসন্ন তাঁরে হইলা সাক্ষাৎ,
করিলা বিদিত বৃত্র বিনাশ যে রূপে।

"'কৈলাসে ধূর্জ্জটি পাশে করিলে গমন,
কহিবেন সবিশেষ দেব শূলপাণি,

ভবিতব্য-লিপি যথা, বৃত্রের বিনাশ
ব্রহ্মার দিবার শেষে ভাগ্যের ভারতী।'

"নিয়তি-আদেশে এবে কৈলাস-ভুবনে
জানিতে বিশেষ তথ্য, পিনাকী নিকটে,
গতি মম ; পুনর্ব্বার লভি শিবাদেশ,
অচিরাৎ সুরবৃন্দ সংহতি মিলিব।"

বলিয়া চলিলা ইন্দ্র শিবের আলয়ে।
স্বপন, বাসব-বাক্যে স্বর্গ অভিমুখে
দেবগণ সমুদ্দেশে করিলা গমন,
বাসবের সমাচার করিতে ঘোষণা।

সেখানে আদিত্যগণ বসি নানা স্থানে
বিতণ্ডা করিছে নানা উৎসুক অন্তর,
কি উদ্দেশে বৃত্রাসুর নন্দনে আপন
সৈনিক সংহতি শত মর্ত্তে পাঠাইলা।

শত্রুপক্ষে, প্রত্যাশারে যাইতে আদেশ,
কেহ বা উচিত কহে, কেহ অনুচিত ;
অলীক কথনে দৈত্য ছলিলা অমরে,
কেহ বা সংশয়যুক্ত কেহ দ্বৈধহীন।

প্রচেতা চিন্তায় মগ্ন, ভাবি কিছু কাল,
অনুভব কৈলা শেষে দৈত্য-অভিপ্রেত—
শচীর প্রবাস মর্ত্তে, ইন্দ্র কুমেরুতে,
তথ্য পেয়ে গেলা কোন(ও) সাধিতে অনর্থ।

এরূপ সংশয় ভাবি প্রচেতা তখন,
প্রকাশিলা দেবগণে দ্বিধা আপনার ;
কেহ কৈলা গ্রাহ্য তায়, কেহ না শুনিলা,
মতামত নানামত প্রচেতা-বচনে।

দেব-সেনাপতি স্কন্দ পার্ব্বতী-নন্দন,
কহিলা তখন—"বৃথা তর্ক কেন এত ?
যাক্ মর্ত্তে দূত কোন(ও) আসুক জানিয়া
সমর যথার্থ কি না গন্ধর্ব্ব-দানবে।

"সমাচার পেয়ে পরে কর্ত্তব্য বিধান
যা হয় হইবে শেষ, দূত কেহ যাক্।"
কহিলা প্রচেতা "কিন্তু অবসর পেয়ে
ঘটায় উৎপাত যদি, কি উপায় তবে ?"

উগ্রমূর্ত্তি অগ্নি ক্রোধে উদ্যত তখনি
যাইতে বসুধা-মাঝে শত্রু সংহারিতে ;
মন্ত্রণায় কালক্ষয়, সব্ব কর্ম্মে ক্ষতি,
একাকী যাইবে মর্ত্তে সদর্পে কহিলা।

তখন কহিলা সূর্য্য ;—"বিপদ্ যদ্যপি
ঘটে কোন(ও) দেবে মর্ত্তে, তখনি স্মরণ
করিবে সে অন্য দেবে মানসে ডাকিয়া
দূত মাত্র একজন প্রেরণ উচিত।"

হেন আন্দোলন হয় দেবগণ মাঝে,
হেন কালে ইন্দ্র-দূত, শুভবার্ত্তাবহ,
স্বপন আইলা সেথা ; শীঘ্রতর অতি
একত্র হইলা তথা আদিতেয়গণ।

সহর্ষবদনে দূত অমরবৃন্দেরে
সম্ভাষি, কহিলা আজ্ঞা বাসবের যথা,
কহিলা—"আমারে ইন্দ্র শীঘ্র পাঠাইলা
শুনাইতে দেবগণে এ শুভ বারতা ;—

" 'কুমেরু পর্ব্বতে ইন্দ্র পূজা সাঙ্গ করি,
ধ্যান ভাঙ্গি এত দিনে হইলা জাগ্রত,

নিয়তি প্রসন্ন তাঁরে হইলা সাক্ষাৎ,
করিলা বিদিত বৃত্রবিনাশ-উপায়।

" 'কৈলাসে ধূর্জ্জটি পাশে করিলে গমন,
কহিবেন সবিশেষ দেব শূলপাণি,
ভবিতব্য-গূঢ়-লিপি বৃত্রের নিধন
ব্রহ্মার দিবার অন্তে ভাগ্যের ভারতী।'

"নিয়তি-আদেশে এবে কৈলাস-ভুবনে,
জানিতে বিশেষ তথ্য পিনাকীর পাশে,
গতি তাঁর, পুনর্ব্বার জানি সমুদয
অচিরাৎ সুরবৃন্দে দিবেন সাক্ষাৎ।"—

দূতের বচনে মহানন্দ দেবগণে
মহাদম্ভে পুনরায সংগ্রামে সাজিল ;
পুনরায দৈত্যকুল প্রাচীর-শিখরে
তুলিল পতাকা শিব-ত্রিশূল-অঙ্কিত।

অষ্টম সর্গ

বৈজয়ন্ত-ধাম এবে দৈত্যালয,
প্রকোষ্ঠে অন্তরে তায,
ইন্দুবালা নাম রুদ্রপীড়-রামা
নিমগ্ন গাঢ় চিন্তায় ;
পূর্ণ মধু মাসে পূর্ণ কলেবর
পূর্ণকান্তি সুশোভন,
যেন কিসলয় চারু মনোহর,
তেমতি দেহ গঠন!
মধুর সুষমা অতি মৃদুতর
সরস শরীর ছলে,

মাধুরী-লহরী অঙ্গেতে যেমন
উছলি উছলি চলে ;
(কাছে বসি রতি) করেতে ধারণ
গ্রন্থনরজ্জুর মূল ;
অসম্পূর্ণ মালা উরুদেশ পরে
চারি দিকে আলা ফুল ।
অবদ্ধ কুন্তল পড়েছে বদনে,
গ্রীবাতে, উরস পরে,
যেন মেঘমালা বায়ুতে চঞ্চল
অর্দ্ধাবৃত শশধরে !
অর্দ্ধভঙ্গস্বর ঘর্ম্ম-বিন্দু-ভালে
রতিরে চাহি সুধায়,
"পৃথিবী হইতে এ অমরাবতী
কত দিনে আসা যায় ।
নৈমিষ কাননে শচীরে রক্ষিতে
আছে কি অমর কেহ ?
বীর কি সে জন, সমরে নিপুণ,
যশস্বী কি রণে তেঁহ ?"
বলিতে বলিতে মণিবন্ধ পরে
আন্ মনে বাখে কর,
পরখি আয়তি, চেতিয়া অমনি,
স্মরে "শিব শিব হর ॥"
কন্দর্প-কামিনী কহে "ইন্দুবালা
চিন্তা কেন কর এত :
পতি সে তোমার সমরে পণ্ডিত
সাধিবেন অভিপ্রেত ।
সত্বরে ফিরিয়া আসিয়া আবার
মিলিবেন তব সনে ।
বীরপত্নী হৈয়ে দানবনন্দিনি
এত ভয় কেন রণে ?"

কহে ইন্দুবালা ফেলি গাঢ় শ্বাস,
নেত্র আর্দ্র অশ্রুজলে,
"বীরপত্নী হায় সবার পূজিতা
সকলে আমায় বলে।
পতি যোদ্ধা যার তাহার অন্তরে
কত যে সতত ভয়,
জানে সে ক'জন, ভাবে সে ক'জন
বীরপত্নী কিসে হয়!
কত বার কত করেছি নিষেধ
না জানি কি যুদ্ধপণ!
যশঃ-তৃষা হায় মিটে না কি তাঁর
যশঃ কি স্বাদু এমন!
পল অনুপল মম চিত্তে ভয়
সতত অন্তরে দহি।
সে ভয় কি তাঁর না হয় হৃদয়ে,
সমরের দাহ সহি!"
কহিয়া এতেক, উঠি অন্যমনে,
অস্থির-চরণে গতি;
ভ্রমে গৃহ মাঝে, গৃহ-সজ্জা যত
নেহালে যতনে অতি॥
"এই জাতি ফুল তাঁর প্রিয় অতি"
বলি কোন পুষ্প তুলে।
"এই পালঙ্কেতে বসিবারে সাধ,"
বলি তাহে বৈসে ভুলে;
"এই অস্ত্রগুলি খুলি কত বার
তুলি এই সারসন,
কহিলা 'সাজাব রণবেশে তোমা
শিখাব করিতে রণ॥'
এ কবচ অঙ্গে দিলা কত দিন,
শিরে এই শিরস্ত্রাণ!

কটিবন্ধে কসি দিলা এই অসি
হাতে দিলা এই বাণ।
অতিপ্রিয় তাঁর অস্ত্র এই সব
আমার সাধের অতি।
তাঁর সাধে অঙ্গে ধরি কত দিন,
হেরে প্রিয় ফুল্লমতি।
আহা এই ধনু চারু পুষ্পময়।
মনমথ দিলা তাঁয়।
যুদ্ধ ছল করি কত পুষ্পশর
ফেলিলা আমাব গায়।
এবে শুকায়েছে, হয়েছে নিগন্ধ,
প্রিয়কর কত দিন,
না পরশে ইহা ; সমর-রঙ্গেতে
রত তিনি অনুদিন॥
সকলি কোমল প্রিয়ের আমার
সমরে শুধু নিদয়,
হেন সুকোমল হৃদয় তাঁহার
কেমনে কঠোর হয়।
আমিও রমণী, রমণীও শচী,
তবে তিনি কেন তায়,
না করিয়া দয়া, হইয়া নিষ্ঠুর
ধরিতে গেলা ধরায় ?
কি হবে শচীর, পতি কাছে নাই,
মহাবীর পতি মম।
আমিও যদ্যপি পড়ি সে কখন
বিপদে শচীর সম।
ভাবিতে সে কথা থাকিয়া এখানে,
আমার(ই) হৃদয় কাঁপে।
না জানি একাকী গহন কাননে,
শচী ভাবে কত তাপে।

ঐন্দ্রিল-দুহিতা সেবিতে কিঙ্করী
স্বর্গে কি ছিল না কেহ ?
ব্রহ্মাণ্ড-ঈশ্বরী দানবমহিষী,
দাসী চাহি ভ্রমে সেহ !
আমারে না কেন কহিলা মহিষী,
আমি সেবিতাম তাঁয়।
পূরে না কি তাঁর সাধের ভাণ্ডার
শচী না সেবিলে পায় ?
কেন আ(ই)লা দৈত্য এ অমরালয়ে,
আছিল আপন দেশ ;
পরে দিয়া পীড়া লভিয়া এ যশঃ,
কি আশা মিটিবে শেষ !
যায় দিয়া তারে, ফিরি যদি দেশে
যান পুনঃ দৈত্যপতি ;
এ পোড়া আশঙ্কা, এ যন্ত্রণা যত,
তবে সে থাকে না, রতি !”
রতি কহে “আহা ! তুমি ইন্দুবালা
দানব-কুলের মণি !
না দেখি শচীরে তার শোকে এত
বিধুরা হইলা ধনি !
দেখিলে তাহাবে না জানি বা কিবা
করিত তোমার চিতে ;
বুঝি শোকভরে ক্ষণমাত্র কাল
এই স্থানে না থাকিতে।
সে অঙ্গ-গঠন, মুখের সে জ্যোতি,
সে চারু গ্রীবার ভান,
মহিমাজড়িত সে গুরু চলনি,
সে উরু, উরস-স্থান ;
যে দেখেছে কভু চির দিন তার
হৃদয়ে থাকয়ে পশি !

দেখিলা সে রতি এ পোড়া নয়নে
পূর্ণিমার সেই শশী !
অমরার রাণী, ইন্দ্রাণী সে শচী,
তাহারে কিঙ্করী-বেশে
রাখিবে এখানে, রতির অভাগ্যে
দেখিতে হইল শেষে !”
সুকুমারমতি কহে ইন্দুবালা
“হায়, রতি, কি কহিলা !
এ হেন রামারে করিতে কিঙ্করী
দৈত্যেন্দ্রাণী আকাঙ্ক্ষিলা !
আমারে লইয়া, কন্দর্প-কামিনি,
চল সে পৃথিবী’পর,
হইতে দিব না নিদয় এমন,
ধরিব পতির কর ;
আমার বিনয় নারিবে ঠেলিতে,
রাখিবে আমার কথা ;
নারীর বিনয় পতির নিকটে
কখন নহে অন্যথা।
এত সাধ তাঁর করিবারে রণ,
সে সাধ মিটাব আমি ;
শচী বিনিময়ে থাকি বনবাসে
ফিরায়ে আনিব স্বামী।
কি পৌরুষ তাঁর বাড়িবে না জানি,
রমণীর প্রতি বল !
চল, রতি, চল লইয়া আমারে,
যাব সে অবনীতল ॥”
কহে কামপ্রিয়া “দৈত্যকুলবধূ,
তাও কি কখন হয় ;
ভ্রমে চারি দিকে সদা দেব-সেনা,
পুরীতে দানবচয় !”

"তবে সে কেমনে যাইবেন তিনি ?"
কহে ইন্দুবালা সতী,
"যাইতে অবশ্য আছে কোন(ও) পথ,
সেই পথে চল, রতি।"
ইন্দুবালা-বাক্যে মীনকেতু-জায়া
কহে "শুন দৈত্যাঙ্গনা,
যাবে ব্যূহ ভেদি বীর পতি তব,
তুমি ত যুদ্ধ জান না।"
না ফুরাতে কথা উঠিয়া শিহরি,
ইন্দুবালা দ্রুতগতি,
গবাক্ষ সমীপে আসিয়া আতঙ্কে
কহে "অই শুন রতি !
অই বুঝি রণ হয় তাঁর সনে,
শুন অই কোলাহল ;
তুমুল সংগ্রাম, স্মর-সহচরি,
করে দেবাসুর দল !
নামিতে ধরায় অই কি সে পথ,
অই দিকে, স্মর-সখি ?
অই বুঝি হায় রুদ্রপীড়-ধ্বজ
উড়িছে শূন্যে নিরখি !
শূল-অঙ্কময় বিশাল কেতন
বুঝি বা সে হবে অই ;
এত ক্ষণে, রতি, না জানি কি হ'ল
কেমনে সুস্থির হই !
শুন ভয়ঙ্কর কিবা সিংহনাদ !
অগ্নিময় যেন শিলা,
তাল তাল তাল কত অস্ত্ররাশি
নভোদেশ আচ্ছাদিলা !
হায়, রতি, মোরে কে দিবে সম্বাদ,
কার সনে এই রণ !

অইখানে পতি আছে কি আমার ?
অনলে দহে যে মন !”
কহে কামপ্রিয়া “অয়ি ইন্দুবালা,
কই কোথা রণ কই ?
স্বপনে দেখিছ সমর এ সব,
অন্তরে আকুল হই।
আইনু শুনিয়া গিয়াছে ধরায়
তোমার হৃদয়-নেতা ;
নাহি কোন ভয় মিছা এ ভাবনা,
রুদ্রপীড় নাহি সেথা।”
শুনি চিন্তাবেগ উপশম কিছু,
কহে খেদে ইন্দুবালা ;
“পারি না সহিতে প্রদ্যুম্ন-কামিনি,
নিতি নিতি এই জ্বালা !
দৈত্যসেনা কত মরে অহর্নিশি,
পড়ে কত মহাবীর ;
দেখি দৈত্যকুল এইরূপে ক্ষয়
হৈবে বুঝি শেষ স্থির !
কত দৈত্যসুতা হয় অনাথিনী,
কত পিতা পুত্রহীন !
কত দেব-তনু পড়িয়া মূর্চ্ছাতে
অনুক্ষণ হয় ক্ষীণ !
যুদ্ধেতে কি লাভ, যুদ্ধ করে যারা
বিচারিয়া যদি দেখে,
তবে কি সে কেহ যশের আকর
বলিয়া উল্লেখে একে ?
দানবের কুলে জন্ম হয় মম,
বুঝি অদৃষ্টের ছলে।
কাম-সহচরি, সত্য তোমা বলি,
সতত অন্তর জ্বলে !”

"হায় ইন্দুবালা, তুমি সুকোমল
পারিজাত পুষ্প যেন!
পতি যে তোমার তাঁহার হৃদয়
নির্দ্দয় এতই কেন?"
"বলো না ও কথা, মন্মথ-প্রেয়সি,
তুমি সে জান না তাঁয়;
দেখ না কি কভু শৈল অঙ্গে কত
স্বাদু নীরধারা ধায়!
শচীর লাগিয়া না নিন্দিহ তাঁরে,
বীর তিনি রণ-প্রিয়!
শচীর বেদনা ঘুচাব আপনি,
ফিরিয়া আসিলে প্রিয়।
যাব শচী পাশে, করিব শুশ্রূষা,
যাতে সাধ দিব আনি!
মহিষী-কিঙ্করী হইতে দিব না,
কহিনু নিশ্চিত বাণী।
মন্মথ-রমণি, নাহি কর খেদ,
যাহ ফিরে নিজ বাস,
পতির এ দোষ যাহে ভুলে শচী
পাইব সদা প্রয়াস।
ভেবেছিনু আর গাঁথিব না ফুল,
থাকিবে অমনি ঢালা;
এবে গুটাইয়া, আরো সুযতনে
গাঁথিয়া রাখিব মালা।
যবে শচী ল'য়ে ফিরিবেন পতি
পরাব তাঁহার গলে,
পরাব শচীরে মনের আহ্লাদে
মুছায়ে চক্ষুর জলে।
পতির মালিন্য নারী না ঢাকিলে,
কে ঢাকিবে তবে আর,"

বলিয়া, লইয়া কুসুমের রাশি,
বসিলা গাঁথিতে হার।
"কি মালা গাঁথিবে ইন্দুবালা তুমি,
কি মালা গাঁথিতে জান ?
নিজ হাতে রতি পুষ্প গাঁথি দিত,
তবু না জুড়াত প্রাণ!
দেবকন্যা যারে সেবিত নিয়ত,
সুমেরু উজ্জ্বল করি,
সে আজ এখানে ঐন্দ্রিলা সেবিয়া
রবে দাসী-বেশ ধরি!
এ দুঃখ তাহার করিবে মোচন,
দিয়া তারে পুষ্পহার ?
ফুলের রজ্জুতে করিলে বন্ধন
বেদনা নাহি কি তার ?
আর কেন চাও ফুটাতে অঙ্কুর
চরণে দলিয়া আগে ;
দানব-নন্দিনি, জান না সে তুমি,
দুঃখীরে পূজিলে লাগে!
মৃগেন্দ্রী আসিছে আপন আলয়ে
শৃঙ্খল বান্ধিয়া পায়!
রতির কপালে এও সে ঘটিল,
দেখিতে হইল হায়!"
বলি বাষ্পাকুল নয়নে তখনি
মন্মথ-রমণী চলে।
রতি-চক্ষু-জল নিরখি ভাসিল
ইন্দুবালা চক্ষু-জলে॥
পড়ে বিন্দু বিন্দু কুসুমের স্রজে,
ইন্দুবালা গাঁথে ফুল ;
ভাবিয়া পতিরে, ভাবি যুদ্ধভয়,
চিন্তাতে হৈয়ে আকুল!

কুরঙ্গী যেমন শুনিয়া গহনে
মৃগয়ীর দূর রব,
চকিত চঞ্চল, প্রতি পলে পলে
মৃত্যু করে অনুভব ;
সেইরূপ ভয়ে চমকি চমকি
গাঁথিতে গাঁথিতে চায়,
ফুল-মালা হাতে ইন্দুবালা রামা
রুদ্রপীড়-ভাবনায় ।

নবম সর্গ

হেথা দৈত্য শত যোধ
চলে শূন্যে বিনা রোধ,
উদয়-অচল আদি হিমাচল-পথে ।
শৃঙ্গে শৃঙ্গে পদক্ষেপ,
ক্রমশঃ পথ-সংক্ষেপ,
শৈলপথ ছাড়ি শেষে উরয়ে মরতে ।
নৈমিষে জয়ন্ত লৈয়ে,
শচী অতি ব্যগ্র হৈয়ে,
জিজ্ঞাসে তনয়ে যত অমরের কথা,
"কোথায় দেবতাগণ ?
বাসব মেঘ-বাহন ?
পাতালের সমাচার স্বর্গের বারতা ।
অমর-অঙ্গনাগণ,
কোথায় সবে এখন ?
কত কালে পুনঃ সবে হইবে মিলিত ?
আখণ্ডল পুনর্ব্বার
ধরিলা কি অস্ত্র তাঁর,
অথবা কুমেরু-চূড়ে ধ্যানে নিয়ন্ত্রিত ?"

হেন কালে রণশঙ্খ,
মৃগেন্দ্র-শ্রুতি-আতঙ্ক,
অসুরের সিংহনাদ পূরিল গগন ;
বন আলোড়িত হয়,
কাঁপিয়া অচলচয়
শিখরে শিখরে ধরে ধ্বনি অগণন।
জয়ন্ত শুনে সে রব,
শুনয়ে যথা বৃষভ
ধাবমান অন্য কোন বৃষের গর্জ্জন ;
অথবা ঝটিকারম্ভে,
পক্ষ প্রসারিয়া দম্ভে,
শ্যেনপক্ষী শুনে যথা বায়ুর স্বনন ;
অথবা বিদ্যুতাচ্ছন্ন
উচ্চৈঃশ্রবা সুপ্রসন্ন,
শুনি যথা মেঘমন্দ্র গ্রীবা বক্র করে ;
কিম্বা ফণীন্দ্রের নাদে,
শুনিয়া যথা আহ্লাদে,
গরুড় বিশাল পক্ষ বিস্তারে অম্বরে ;
শুনিয়া দৈত্য-সংরাব
জয়ন্ত তেমতি ভাব,
অরণ্য ছাড়িলা বেগে হৈলা অগ্রসর।
কালাগ্নি-সদৃশ অঙ্গে
কিরণ শত তরঙ্গে,
আস্য, গ্রীবা, অসি, বর্ম্ম, করিল ভাস্বর ॥
রুদ্রপীড়ে কিছু ক্ষণ,
করি দৃঢ় নিরীক্ষণ,
কহে, "হে দানবপুত্র, বহুদিন পরে,
আবার সমর-রঙ্গে,
ভেট হৈল তব সঙ্গে,
নৈমিষকাননে আজ ধরণী-উপরে।

ছিল যে দুঃখিত মন
না পরশি প্রহরণ,
দানব-সংহতি রণে ক্রীড়ন অভাবে,
তোমার সহিত ভেটে,
আজি সেই দুঃখ মেটে,
চিরক্ষোভ জয়ন্তের আজি সে জুড়াবে।
যুঝিতে না লয় চিতে,
কে আর জানে যুঝিতে,
পতঙ্গ সহিত যুদ্ধে নাহি পূরে আশ ;
হস্তী যদি দন্ত-বলে
গিরি-অঙ্গ নাহি দুলে,
অনর্থ তবে সে তার সামর্থ্য-প্রকাশ !
সুরবৃন্দে বড় লাজ
গত যুদ্ধে দিলা, আজ
সে আক্ষেপে মনোসাধে পূর্ণাহুতি দিব ;
বাসব-নন্দন-বল,
সুরের রণ-কৌশল,
ভুলিলা, দানব-সুত, পুনঃ চেতাইব।
রুদ্রপীড়, তব সনে,
সুখ বটে যুঝি রণে,
বীর কিন্তু নহ এবে হয়েছ তস্কর ;
মনে তাই ঘৃণা বাসি,
সমরে তোমারে নাশি,
সে সুখ এখন আর পাবে না অন্তর।
এ সব মশকবৃন্দে,
কি আর হইবে নিন্দে,
শালতরু পে'লে ছিন্ন কে করে কদলী ?
তোমার সমর-সাধ,
আমার চিত্তের সাধ,
ইন্দ্রের বাসনা অদ্য পূরাব সকলি ॥"

রুদ্রপীড় ক্রোধে দহে,
বাসব-নন্দনে কহে,
"তুই কি জানিবি বল্ সমরের প্রথা ?
বীরের উচিত ধর্ম্ম,
বীরের উচিত কর্ম্ম,
বৃত্রের নন্দনে কভু না হবে অন্যথা।
সংগ্রামে জিনেছি স্বর্গ,
সমূহ অমরবর্গ
এখন সে অতি তুচ্ছ দানবের দাস ;
ইন্দ্রের বনিতা যেই,
দাসের বনিতা সেই,
উচিত নহে সে ছাড়ে প্রভুপত্নী-পাশ।
কি যুদ্ধ আমায় দিবি,
যুদ্ধ কি, তা কি জানিবি,
জানে সে জনক তোর বাসব কিঞ্চিৎ ;
জানে সে অমরগণ,
অসুরের কিবা রণ,
আছিল পাতালে পড়ে হারায়ে সম্বিৎ।
লজ্জা নাহি চিতে আসে,
নিন্দা কর হেন ভাষে,
যে জন ত্রৈলোক্যজয়ী বৃত্রের কুমার ?
হারায়েছি শত বার,
হারাইব আর বার,
তুই সে নির্লজ্জ বড় ছুঁইবি আবার
সেই দীপ্ত হুতাশন ?
ভয়ে যার অদর্শন
হয়ে ছিলি এত কাল, হতাশে কোথায় !
ধর্ অস্ত্র, কর্ রণ,
বল্ যুদ্ধে সম্ভাষণ
সাহস ধরিয়া প্রাণে করিবি কাহায় ?"

"বৃথা বাক্যে কাল যায়,
সকলে একত্রে আয়,"
কহিলা জয়ন্ত, "যুদ্ধ দেখ রে দানব !
ধর অস্ত্র শত যোধ,
এখনি পাইবে বোধ,
বাসবনন্দন তুল্য বিজয়ী বাসব ॥"
বলি কৈলা সিংহনাদ,
দৈত্যের শঙ্খের হ্রাদ
অরণ্য আলোড়ি, শূন্য করিল বিদার।
শত যোদ্ধা একিবার,
কোদণ্ডে দিল টঙ্কার,
মেঘের নিনাদে ঘোর ছাড়িল হুঙ্কার ॥
অন্য শব্দ সব স্তব্ধ,
দেব দৈত্যে যুদ্ধারব্ধ,
কেবল হুঙ্কারধ্বনি, বাণের গর্জ্জন।
আন্দোলিত হয় সৃষ্টি,
সুরাসুরে শরবৃষ্টি,
শৈলেতে শৈলেতে যেন সদা সংঘর্ষণ ॥
দ্রুঘণ, মূষল, শল্য,
প্রক্ষ্বেড়ন, চক্র, ভল্ল,
দৈত্যের নিক্ষিপ্ত অস্ত্র বরিষে করকা।
জয়ন্তের শররাশি
চমকে তমসা নাশি,
অন্তরীক্ষে ধায় যেন নিক্ষিপ্ত তারকা ॥
কেশরী শার্দ্দূল দল,
শুনিয়া সে কোলাহল,
ভ্রমে ভয়ে ছাড়ি বন, পর্ব্বত-গহ্বর।
বিহঙ্গ জড়ায়ে পাখা,
ত্রাসেতে ছাড়িয়া শাখা,
খসিয়া খসিয়া পড়ে ধরণী উপর ॥

ধূলিতে ধূলিতে ছন্ন,
অভেদ নিশি মধ্যাহ্ন,
উদিগরিল বিশ্বম্ভরা গর্ভস্থ অনল।
অসুর জয়ন্ত ক্ষিপ্ত
শেল, শূল, শর দীপ্ত,
ঘাত প্রতিঘাতে ছিন্ন কৈল নভঃস্থল ॥
ধরাতল টল টল,
নদীকুল কল কল,
ডাকিয়া, ভাঙ্গিয়া রোধ, করিল প্লাবন।
ঘুরিতে লাগিল শূন্য,
শৈলকুল হৈল ক্ষুণ্ণ,
চূর্ণ চূর্ণ হ'য়ে দিগ্‌দিগন্তে পতন ॥
হেন যুদ্ধ দেবাসুরে,
হয় অর্দ্ধ দিন পূরে,
তখন জয়ন্ত, করতলে দীপ্ত অসি,
ছুটে যেন নভস্বৎ,
কিম্বা ক্ষিপ্ত গ্রহবৎ,
পড়িল বেগেতে দৈত্য-মণ্ডলী ঝলসি।
যথা সে অতলবাসী,
তিমি তুলি জলরাশি,
সাগর আলোড়ি করে পুচ্ছের প্রহার,
যবে যাদঃপতিজলে,
ভ্রমে ভীম ক্রীড়াচ্ছলে,
উত্তুঙ্গ পর্ব্বতপ্রায় দেহের প্রসার ;
ক্রোশ যুড়ি শুষি বারি,
আবার ফেলে উগারি
দূর অন্তরীক্ষে, বেগে ছাড়িয়া নিশ্বাস ;
নাসিকায় উৎক্ষেপণ,
অম্বুরাশি অনুক্ষণ,
অস্থির অম্বুধিপতি ভাবিয়া সন্ত্রাস।

কিম্বা গিরিশৃঙ্গ-রাজি
মধ্যে যথা তেজে সাজি,
ক্ষণপ্রভা খেলে রঙ্গে করি ঘোর ঘটা,
খেলে রঙ্গে ভীমভঙ্গি,
শিখর শিখর লঙ্ঘি,
শৈলে শৈলে আঘাতিয়া স্থূল তীক্ষ্ণ ছটা ;
নিমেষে নিমেষ ভঙ্গ,
দগ্ধ গিরি-চূড়া অঙ্গ,
অদ্রিকুল ভয়াকুল ছাড়ে ঘোর রাব ;
বেগে দীপ্ত গিরিকায়,
বিদ্যুৎ আবার ধায়,
ছড়ায়ে জ্বলন্ত শিখা উল্লাসিত-ভাব।
জয়ন্ত তেমতি বলে
দানব-যোদ্ধায় দলে,
রুদ্রপীড় সহ দৈত্যবর্গে ভীম দাপে।
পূর্ণ দেব-দিনমান,
অস্তাচলে সূর্য্য যান,
বিস্মিত দানবগণ জয়ন্ত-প্রতাপে॥
তখন বৃত্র-তনয়,
জয়ন্তে সম্বোধি কয়,
"ক্ষান্ত হও ক্ষণকাল যুদ্ধ পরিহরি।
সূর্য্য দেব অস্তগত
যুদ্ধ কৈলা অবিরত,
বিশ্রাম করহ এবে, আইল শর্ব্বরী॥
প্রভাতে আবার শুন,
সমরে পশিব পুনঃ,
না ধরিব প্রহরণ থাকিতে রজনী।
বীরবাক্য সুনিশ্চয়,
যুদ্ধে তব পরাজয়
নহে যে অবধি, শচী থাকিবে অবনী॥"

জয়ন্ত কহিলা ভাষ,
"যথা তব অভিলাষ,
আমার না হৈল শ্রান্তি, শ্রান্তি যদি তব,
কর সে বিশ্রাম লাভ,
আমার সমান ভাব,
দিবস রজনী মম তুল্য অনুভব ॥
ধর অস্ত্র নাহি ধর,
এ রজনী, দৈত্যবর,
আমার সমর-বেশ থাকিবে এমনি,
যখন বাসনা হয়,
শুন হে বৃত্র-তনয়,
সমরে ডাকিও, থাকে না থাকে রজনী ॥"
বলিয়া নৈমিষ মাঝে,
আবরিত যুদ্ধসাজে,
বসিলা আসিয়া কোন তরুর তলায়।
মনে মনে আন্দোলন,
করে সুখে অনুক্ষণ,
দিবার যুদ্ধের কথা প্রগাঢ় চিন্তায় ॥
প্রভাতে আবার রণ,
চিন্তা মনে সর্ব্বক্ষণ,
কত আশা হৃদয়েতে তরঙ্গ খেলায়—
রুদ্রপীড়-বিনাশন,
দৈত্যের দর্প দমন,
জননী-বিপদ-শান্তি, খ্যাতি অমরায়,
হিল্লোলে হিল্লোলে আসে :
কখন বা চিত্তে ভাসে,
সমর-আশঙ্কা—পাছে দানব হারায়।—
বৃক্ষকাণ্ডে পৃষ্ঠ দিয়া,
হস্ত পদ প্রসারিয়া,
চিন্তা করে কত ক্ষণে রজনী পোহায় ॥

গাঢ় ভাবনায় মগ্ন,
যেন বা সে নিদ্রাচ্ছন্ন,
বিশ্রান্ত নয়নদ্বয় মুদ্রিত অলসে।
পত্রের বিচ্ছেদ দিয়া,
চন্দ্ররশ্মি প্রবেশিয়া
মৃদু মৃদু সুশোভিত ললাট পরশে ;
শচী চপলার সনে,
আসিয়া অনন্ত মনে
হেরে তনয়েব মুখে কৌমুদী-প্রপাত।
কত চিন্তা ধরে প্রাণে,
কত আশা মনে মানে,
ভাবে যেন সে রজনী না হয় প্রভাত ॥
চপলার কাণে কাণে,
মৃদু পবনের স্বনে,
কহে "সখি, দেখ কিবা হয়েছে শোভন !
মৃদু রশ্মি ক্লান্ত দেহে,
যেন পড়িয়াছে স্নেহে,
মন্দার-কুসুমে যেন চন্দ্রমা-কিরণ ॥
এই সুষমার খেলা,
চাঁদেতে চাঁদের মেলা,
আহা, আজি না দেখিল, সখি, পুরন্দর !
দেখা সে হইবে যবে,
কহিব তাঁহারে তবে,
দেখিলে সে কত তাঁর জুড়াত অন্তর ॥
শুনে এ রণ-সম্বাদ,
করিতেন কি আহ্লাদ,
দিতেন কতই সুখে পুত্রে আলিঙ্গন।
আশীর্ব্বাদ করি কত,
স্নিগ্ধ হৈয়ে অবিরত
করিতেন স্নেহে অই বদন-চুম্বন ॥

যদি থাকিতাম আজ,
অমর-বৃন্দের মাঝ,
অমরাবতীতে, সখি, ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী।
আজি কত মহোৎসবে,
তুষিতাম দেব সবে,
কতই আনন্দে আজি ভাসিত পরাণী॥
জয়ন্তে করিয়া সঙ্গে,
ভাসিয়া সুখ-তরঙ্গে,
ভ্রমিতাম কতই আনন্দে ত্রিভুবন।
বিষ্ণুপ্রিয়া কমলারে,
ঈশানপ্রিয়া উমারে,
দেখাতাম ইন্দ্রপ্রিয়া শচীর নন্দন
একা যে করিলা রণ
সহ দৈত্য শত জন!
সমরে করিলা ক্লান্ত রুদ্রপীড় শূরে!
সে আনন্দে বিসর্জ্জন—
ধরাতে নৈমিষ বন—
অরণ্যবাসিনী শচী আজি মর্ত্তপুরে।
আবার অন্তরে ভয়,
না জানি যে কিবা হয়
কাল-যুদ্ধে, রাত্রি পুনঃ হইলে প্রভাত;
রুদ্রপীড় মহাবীর,
জয়ন্ত ক্লান্তশরীর,
অস্থরের অস্ত্রবৃষ্টি যেন উল্কাপাত!”
কহিয়া বিমর্ষ দুখে,
চাহি চপলার মুখে,
ফেলিয়া সুদীর্ঘশ্বাস কহে ইন্দ্রজায়া,
“তনয়ে স্মরি এখানে,
শৃঙ্খল বেঁধেছি প্রাণে,
সখি রে, দুরন্ত বড় সন্তানের মায়া।

পুত্র-মুখ যত ক্ষণ
না করিনু নিরীক্ষণ,
দানব-আশঙ্কা চিত্তে ছিল না তিলেক।
আগে না ভাবিয়া, সখি,
ও চারু মুখ নিরখি,
বিবশা হয়েছি এবে হারায়ে বিবেক॥
অন্তরে আশঙ্কা হেন
বিপদ্ নিকট যেন,
সহসা আতঙ্কে কেন চিত্ত হৈল ভার?
সখি, অন্য কোন দেবে
স্মরণ করিব এবে,
সহায় হইতে যুদ্ধে জয়ন্তে আমার॥"
নিশি শেষে নিদ্রাভঙ্গে,
অর্দ্ধ চেতনের সঙ্গে,
অদূরে মুরলী ধ্বনি বাজিলে যেমন,
স্বপ্ন সহ মিশাইয়া,
পরাণেতে জড়াইয়া,
জাগ্রত করিয়া চিত্ত পরশে শ্রবণ।
জয়ন্ত-শ্রুতি-কুহরে,
তেমতি প্রবেশ করে
শচীর সে সুমধুর কোমল বচন।
উন্মীলিত নেত্রে বসি,
হেরি অস্তপ্রায় শশী,
কহিলা, জননীপদ করিয়া বন্দন,
"প্রভাত হইল নিশি,
প্রকাশিছে পূর্ব্বদিশি
দেখ, মাতঃ, চারু কান্তি অরুণের রাগে;
পুত্রে আশীর্ব্বাদ কর,
না উঠিতে প্রভাকর,
প্রবেশি সংগ্রাম-স্থলে দানবের আগে॥"

শুনি শচী শত বার
শিরস্ত্রাণ নৈলা তার,
যতনে অঙ্কেতে পুত্রে করিলা ধারণ।
কহিলা "বাছা জয়ন্ত,
আশিস্ করি অনন্ত,
চিরজয়ী হও রণে শচীর জীবন॥
কিন্তু প্রাণে এত ভয়,
কেন রে উদয় হয়,
আতঙ্কে কি হেতু এত শরীর অস্থির!
যত চাই পূর্ব্ব পানে,
ততই যেন পরাণে
অরুণকিরণ বিন্ধে সুপ্রখর-তীর!
না পারি সাহস ধরি,
নয়ন প্রসার করি,
যা হেরিতে যাই তাহে আতঙ্ক উদয়;
বিবর্ণ যেন মিহির,
গগন—মহী-শরীর
সকলি বিবর্ণ হেরি, যেন মসিময়!
নিমেষে নিমেষে চিতে
ইচ্ছা হয় নিরখিতে,
তোমার বদন আজি ভ্রান্তিতে যেমন!
কাছে আছ ভাবি এই,
ভাবি পুনঃ কাছে নেই,
কোল শূন্য হৈল যেন ভাবি বা কখন!
কখন(ও) সে শুনি ভুলে,
তুমি যেন শ্রুতিমূলে
'জননি, জননি' বলি করিছ নিনাদ।
কেন হেন হয় বল,
নেত্র-কোণে আসে জল,
কভু ত ছিল না হেন শচীর প্রমাদ!

একাকী যাইবে রণে,
ছাড়িতে না লয় মনে,
অন্য কোন দেবে এবে করিব স্মরণ।”
বলিয়া অধিক স্নেহ,
ভুজেতে বান্ধিয়া দেহ,
হৃদয়ের কাছে আনি করিল ধারণ॥
জয়ন্ত কহিল “মাতঃ,
হবে না বিপদ্-পাত,
স্নেহেতে ভাবিছ এত আশঙ্কা বৃথায়।
একাকী এ যুদ্ধে যাব,
নহে বড় লজ্জা পাব,
দেব দৈত্যে উপহাস করিবে আমায়॥
বৃত্রসুতে কি ভাবনা?
আমিও জানি আপনা,
কালি সে বুঝেছি যত দৈত্যের বিক্রম।
স্মরি অন্য কোন দেবে,
জননি, না কর এবে
বৃথা, কৈনু গত কল্য যত পরিশ্রম॥
দেখ মাতঃ সূর্য্যোদয়,
বিলম্ব উচিত নয়,”
বলিয়া বন্দিয়া শচী-যুগল-চরণ
যুদ্ধস্থানে কৈলা গতি,
ইন্দ্রাণী দিলা সম্মতি,
অপাঙ্গে অশ্রুর বিন্দু, আকুল বচন॥
নিদ্রাভঙ্গে চিন্তান্বিত,
রুদ্রপীড় উৎকণ্ঠিত,
ভাবিছে কি হৈবে পুনঃ সমরে সে দিন।
ছিল সঙ্গে যোদ্ধা শত,
নবতি হইলা হত,
জীবিত যে কয়জন, শ্রান্তিতে মলিন॥

কখন(ও) বা ভাবে ভ্রমে,
জয়ন্তের পরাক্রমে,
রুদ্রপীড় নাম বুঝি হয় বা নিষ্ফল ;
ইন্দ্রহস্তে হৈবে নাশ,
মিথ্যা বুঝি সে বিশ্বাস,
জেতৃ বুঝি নহে তার বাসব কেবল ॥
এইরূপ চিন্তান্বিত,
যুদ্ধসাজে সুসজ্জিত,
প্রতিজ্ঞা করিছে দৃঢ় স্মরিয়া শঙ্কর—
হয় মৃত্যু নয় জয়,
নহিলে কভু নিশ্চয়
ত্রিদিবে না যাবে আর বিদারি অম্বর ॥
ভাবিতে ভাবিতে চায়,
জয়ন্তে দেখিতে পায় ;
সত্বরে লইয়া সঙ্গে দশ দৈত্য বীর
অগ্রসর হৈলা রণে,
রণশঙ্খ ঘনে ঘনে,
আবার নিনাদি শূন্য করিল অস্থির ॥
দ্বিগুণ বিক্রমে এবে,
দানব আক্রমে দেবে,
ছাড়িয়া বিকট দর্পে গর্জ্জন ভীষণ ।
দেব দৈত্যে যুদ্ধারম্ভ,
আবার ভুবন স্তব্ধ,
শূন্যমার্গে অবিরত অস্ত্র সংঘর্ষণ ।
আবার কাঁপিল ধরা,
মূর্ত্তি ধরি ভয়ঙ্করা,
তুমুল যুদ্ধ সঙ্কুল, ক্ষুব্ধ জল স্থল ;
দগ্ধ হৈল তরুকুল,
বিচ্ছিন্ন পর্ব্বতমূল,
ভীষণ কর্কশ বেশে সাজে রণস্থল ॥

জয়ন্ত দানব মাঝে,
যুঝিছে তেমতি সাজে,
যুঝিলা যেমন পূর্ব্বে বিনতা-তনয়
গরুত্মান্ মহাবীর,
ফণীন্দ্রে করি অস্থির,
প্রবেশি পাতালপুরে ভুজঙ্গমময়।
চারি দিকে আশীবিষ
ফণা ধরি অহর্নিশ,
গাঢ় অন্ধকারে করে বিকট গর্জ্জন,
গরুড় দুর্জ্জয় দর্পে,
ঝাপটে ঝাপটে সর্পে
প্রসারি বিশাল পক্ষ করায় ঘূর্ণন।
এরূপে পূর্ব্বাহ্ন গত,
জয়ন্ত-শরে নিহত
আবার দানব পঞ্চ পড়িল ভূতলে—
পড়ে যথা ধরাধর,
শৃঙ্গ ভাঙ্গি ভূমি'পর—
ভূকম্পনে চলে জল উছলে উছলে॥
তখন আক্রুদ্ধ-বেশ,
আকুঞ্চিত ভুরু-কেশ,
রুদ্রপীড় মুহূর্ত্তেক জয়ন্তে নিরখি,
ভীষণ হুঙ্কার রবে,
শূন্যেতে তুলিলা তবে,
প্রকাণ্ড দ্রুঘণ এক মুষ্টিতে থমকি,
ঘুরায়ে ঘুরায়ে বেগে,
ঘোর শব্দ যেন মেঘে,
দুর্জ্জয় প্রচণ্ড তেজে করিল প্রহার।
না করিতে সম্বরণ,
জয়ন্ত অঙ্গে পতন
হইল প্রকাণ্ডমূর্ত্তি শৈলের আকার॥

না সহি দুর্ব্বহ ভার,
অচল বিকুলি হায়
বিচ্ছিন্ন হইলে যেন, পড়িল তেমন !
কিম্বা যেন রাশীকৃত
চন্দ্ররশ্মি আভা-হৃত,
খসিয়া পৃথিবী অঙ্গে হইল পতন !
শিরীষকুসুমস্তর,
যেন বা অবনী'পর,
পড়িয়া রহিল মহী করিয়া শোভন।
দেখিতে দেখিতে দ্যুতি,
নিমেষে মিশে তেমতি,
ভস্মেতে অঙ্গার দীপ্তি মিশায় যেমন !
মৃত্যুহীন দেবকায়া,
মূর্চ্ছাই মৃত্যুর ছায়া,
জয়ন্তে আচ্ছন্ন করি চেতনা হরিল।
নিদ্রিত মানব যথা,
নিশ্চল হইল তথা,
রেণু-ধূসরিত তনু পড়িয়া রহিল ॥
উল্লাসে দানব দল,
জয়শব্দ কোলাহল,
নিনাদে, অবনি শূন্য কৈল বিদারণ।
শিহরে যেমন প্রাণী,
শববাহি-হরিধ্বনি,
গভীর নিশীথকালে করিয়া শ্রবণ,
তেমতি সে ভয়ঙ্কর,
দানবের জয়স্বর,
শুনিয়া শিহরে শচী অন্তরে পীড়িয়া,
চঞ্চল দামিনী যথা,
ইন্দ্রপ্রিয়া বেগে তথা,
হেরে আসি পুত্রতনু ধরাতে পড়িয়া।

"হা বৎস জয়ন্ত" বলি
স্খলিত চরণে চলি,
ধাইয়া আসিয়া পার্শ্বে ধরিল তনয় ;
কোলেতে করিল তনু,
ছিলাশূন্য যেন ধনু,
বদনে স্থাপিয়া দৃষ্টি স্পন্দহীন হয়।
না বহে শ্বাস প্রশ্বাস,
কণ্ঠে রুদ্ধ গাঢ় ভাষ,
কঠোর অশ্রুর বিন্দু নেত্রে নাহি খসে,
নয়নে নিবদ্ধ হেন,
শিশিরের বিন্দু যেন
কমল পলাশে বদ্ধ হিমের পরশে।
অন্তরে প্রবাহ ধায়,
হৃদয় ভাঙ্গিতে চায়,
নির্গত হইতে নারে সে শোক-নির্ঝর ;
যেন কল কল করি,
গহ্বর সলিলে ভরি,
পর্ব্বত নির্ঝর ভ্রমে বেষ্টিত প্রস্তর।
না পড়ে চক্ষের পাতা,
যেন ধরাতলে গাঁথা,
মলিন প্রস্তরমূর্ত্তি অর্দ্ধ অচেতন !
পুত্রতনু কোলে ধরি,
নিরখে নয়ন ভরি,
হৃদয়ে শোকের সিন্ধু হয় বিলোড়ন !
যত দেখে পুত্রমুখ,
তত বিস্ফারিত বুক,
ক্রমে তেজোরাশি তত প্রকাশে বদন ;
বারিভারাক্রান্ত মেঘ
ভেদিলে কিরণ-বেগ,
প্রকাশয়ে সূর্য্য যথা, দেখিতে তেমন।

নিকটে চপলা সখী,
শচীর মুখ নিরখি,
স্তব্ধভাব উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে না পায়,
নয়নে অশ্রুর ধার,
গলিত যেন তুষার,
বদন উরস বহি দর দর ধায়।
ভাবে দৈত্যসুত মনে,
চাহিয়া শচী-বদনে,
পরশিতে এ শরীর প্রাণে যেন বাধে ;
ধরিতে না উঠে কর,
চরণ হয় অচর,
এর চেয়ে নাহি কেন উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে ?
বুঝি বা নিষ্ফলে যায়
জনকের অভিপ্রায়,
সমরের এত ক্লেশ, এত যে আয়াস !
জয়ন্ত সমরে হত,
সুধু সে সুখ্যাতি কত ?
বুঝি পূর্ণ না হইল চিত্ত-অভিলাষ ॥
চিন্তা করি ক্ষণকাল,
নিকটে ডাকে কবাল,
অনুচর দৈত্যে এক নিকন্ধর নাম ;
চিত্তে নাহি দয়ালেশ,
খল পামরের শেষ,
তারে আজ্ঞা দিলা পূরাইতে মনস্কাম।
উল্লাসে দানব ক্রূর,
সর্প যেন ছাড়ি দূর
শচীর পশ্চাতে দ্রুত করিয়া গমন ;
ভুজঙ্গ জড়ায় যেন,
করেতে কুন্তল হেন
জড়ায়ে, তুলিলা কেশে করি আকর্ষণ।

হায় মতঙ্গজ যথা,
ছিঁড়িয়া মৃণাল-লতা,
শুণ্ডেতে ঝুলায়ে তুলে শতদল থর ;
দানব-করেতে তথা,
নিবদ্ধ কুন্তল লতা,
ছুলিতে লাগিল শূন্যে শচীকলেবর।
করিয়া উল্লাস ধ্বনি,
মুহূর্ত্তে ছাড়ি অবনী,
উঠিল অচলপথে দানবের দল ;
শিখরে শিখরে পদ,
এড়ায়ে কন্দর নদ,
শূন্যমার্গে চলে দৈত্য কাঁপায়ে অচল।
সংহতি চলে চপলা,
আকাশ করি উজলা,
ক্রন্দন-নিনাদে পূরি অন্তরীক্ষদেশ ;
ছাড়িয়া উদয়-গিরি,
নানা শৈলশিরে ফিরি,
স্বর্গের নিকটে আসি উত্তরিল শেষ।
রুদ্রপীড় অগ্রসর,
শঙ্খে ঘন ঘোর স্বর
অমরা কম্পিত করি বাজায় তখন ;
শুনিয়া দনুজ যত,
প্রাচীরে প্রাচীরে শত
শত কম্বু-নাদ করে নিস্বন ভীষণ।
সে নাদ পশিল কাণে,
বাজিল শচীর প্রাণে,
সহসা ঘুচিল স্তম্ভ, চেতনা জাগিল ;
স্মৃতি-পথে আচম্বিতে,
উত্থিত হইয়া চিতে,
চিন্তা-সরিতের স্রোত উথলি চলিল।

"কোথায় জয়ন্ত হায় !"
বলি চারি দিকে চায়,
"কে করিল শূন্য কোল, কে হরিল তোরে
বিপদে রাখিতে মায়
আসিয়া, ফেলিলি তায়
অকূল আঁধারময় শোকসিন্ধু-ঘোরে !
কি দেখিতে আসি হেথা,
হে ইন্দ্র, সূর্য্য, প্রচেতা,
কই কোথা আমার সে জিনি পারিজাত ?
জয়ন্ত কুমার কই,
শচীর নন্দন কই,
দেবরাজ-পুত্র কই—হায় রে বিধাতঃ !
হা শঙ্কর উমাপতি !
হা বিষ্ণু কমলাপতি !
হায় গৌরী, হায় রমা, হায় বাগ্‌বাণী—
শুষ্ক আজি অকস্মাৎ,
শচী-হৃদি-পারিজাত,
কি আর দেখাবে স্বর্গে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী !
এসো সে দেখিবে এবে,
দানবের পদ সেবে,
দুঃখিনী সহায়হীনা শচী ইন্দ্রজায়া !
কোথায় ত্রিদশকুল !
কোথা আদ্যাশক্তি মূল !
দনুজপরশে শচী—কলুষিত-কায়া !"
বলি কান্দে ইন্দ্রপ্রিয়া,
ঘৃণাতাপে দগ্ধ হিয়া,
প্রজ্বলিত শোকানল-শিখায় অস্থির ;
"হা জয়ন্ত" বলি চায়,
নাসাপথে বেগে ধায়
উত্তপ্ত ভীষণ শ্বাসপ্রশ্বাস গভীর।

বহে চক্ষে জলধারা—
যথা সে ত্রিলোক-তারা
ত্রিপথগা গঙ্গা যবে বিষ্ণুর চরণে
বহিলা অনন্ত স্বেদি,
ব্যোমকেশ জটা ভেদি,
বিপুল তরঙ্গে ভাসাইয়া ঐরাবণে।
শচীর ক্রন্দন-নাদে,
ত্রিলোকের জীব কাঁদে,
ব্যাকুলিত কৈলাস, বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মপুরী ;
ব্যাকুলিত রসাতল,
ব্যাকুল অবনীতল,
শচীর আক্ষেপ ধায় ত্রিজগত পূরি।
যথা মহাবাত্যা যবে
ধ্বনি করে ঘোর রবে,
ঘন বেগে ঘন ধারা, মারুত-গর্জ্জন ;
কখন বা হয় শান্ত,
কখন দাপে দুর্দ্দান্ত,
ভীষণ প্রচণ্ড বায়ু, প্রচণ্ড বর্ষণ।
শচী কান্দে সেই বেশ,
শূন্যে আকর্ষিত-কেশ,
বৃত্রাসুর-দূত আসি রুদ্রপীড়ে কয় ;
"প্রবেশ অমরাবতী,
দেখ সে দেব-দুর্গতি,
সমরে অমর সহ দানবের জয়।"
রুদ্রপীড় দেখে চেয়ে,
আছে শৈলরাজি ছেয়ে,
চারি দিকে দেব-তনু কিরণ প্রকাশি ;
দিনান্তে নদীর জল,
ঈষৎ-বায়ু-চঞ্চল,
তাহে যেন ভাসিতেছে ভানু-রশ্মিরাশি।

দেখিতে দেখিতে চলে,
বৃত্রাসুর-সভাতলে,
নিকষ্কর শচীদেহ সেখানে রাখিল ;
শচীমূর্ত্তি দৈত্যপতি,
নেহারি অনন্যগতি,
চমকি সম্ভ্রমে শীঘ্র উঠি দাঁড়াইল।

দশম সর্গ

হেথায় কুমেরুশৈল ছাড়িয়া বাসব,
ইন্দ্রায়ুধ অস্ত্রাদিতে হৈয়ে সুসজ্জিত—
চলিলা কৈলাসধামে নিয়তি-আদেশে,
নিত্য বিরাজিত যেথা উমা, উমাপতি।

উঠিতে লাগিলা শূন্যে, নিম্নে ধরাতল—
জলধি পর্ব্বতমালা, তরুতে সজ্জিত—
দেখাইছে একেবারে আলেখ্য যেমন
বিভূষিত বেশভূষা চারু অবয়ব।

নীলবর্ণ শোভাপূর্ণ বিশাল শরীর
কোন স্থানে প্রকাশিছে শান্ত জলনিধি ;
অরণ্যানী শত শত কত শোভাময়
কোনখানে বিরাজিত বিটপমণ্ডলী।

কত বেগবতী নদী শাখা প্রসারিয়া
ঢালিছে ধরণী-অঙ্গে তরঙ্গ বিমল,
ঘেরিয়া কানন, গিরি, নগরী, সুন্দর—
সহস্র প্রবাহমালা দীপ্ত প্রভাকরে।

স্তরে স্তরে মেঘাকারে শোভে কোনখানে
সজ্জিত শৈলের শ্রেণী কুজ্ঝটি-আবৃত,

সুদৃশ্য ধরণী-অঙ্গে কিবা সুললিত,
মণ্ডিত শিখর চারু ভানুর ছটায় !

হিমাদ্রির উচ্চ-শৃঙ্গ দূর অন্তরীক্ষে
দেখিলা কাঞ্চনতুল্য কিরণ-মণ্ডিত—
দেবগণ লীলাচ্ছলে শিখরে যাহার
প্রকাশিলা কোন(ও) কালে পবিত্র ভারতে—

দেখিলা শৃঙ্গেতে তার গোমুখীগহ্বরে
ধায় ভাগীরথী-ধারা, দেখিলা নিকটে
কালিন্দী-সরিৎ-স্রোত বহিছে কল্লোলে,
সাজাইতে পুণ্যভূমি আর্য্যপ্রিয়-দেশ ।

ক্রমে ব্যোমগর্ভে যত প্রবেশে বাসব,
স্তরে স্তরে পরস্পরে করি প্রদক্ষিণ
নিরখিলা সুসজ্জিত অন্তরীক্ষ মাঝে
জ্যোতিঃ-বিমণ্ডিত কোটি গ্রহের উদয় ।

দেখিলা ভ্রমিছে শূন্যে শশাঙ্কমণ্ডল
ধরাসঙ্গে, ধরা-অঙ্গ করি প্রদক্ষিণ,
প্রকাশিয়া চারুদীপ্তি সূর্য্য চারি ধারে,
শীতল কিরণে পূর্ণ করি নভঃস্থল ।

ভ্রমিছে সে সুধাকর পৃথিবী ছাড়িয়া
আরো দূর শূন্যপথে অতি দ্রুতবেগে,
চন্দ্রমা-বেষ্টিত চারি, চারু-শোভাময়,
দীপ্ত বৃহস্পতিতনু ঘেরিয়া ভাস্করে ।

সে সকলে দূরে রাখি গ্রহ শনৈশ্চর,
ভাতি-উপবীত অঙ্গে, চলেছে ছুটিয়া
ভয়ঙ্কর বেগে শূন্যে ঘেরিয়া ভাস্করে,
অষ্ট কলানিধি সঙ্গে কি শোভা সুন্দর !

দেখিলা সে কত গ্রহ উপগ্রহ হেন,
অন্তরীক্ষে ভ্রমে সদা নিজ নিজ পথে
বিবিধ বরণ ছটা অঙ্গে প্রকাশিয়া,
আনন্দিত করি শূন্য অপূর্ব্ব ধ্বনিতে।

দেখিতে দেখিতে বেগে চলিলা বাসব
ঊর্দ্ধ ঊর্দ্ধ বায়ুস্তর করি অতিক্রম—
ধরাতল ক্রমে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর অতি,
সুদূর নক্ষত্র তুল্য লাগিল ভাতিতে।

ক্রমে ক্ষীণ—লীনপ্রায়—মসীবিন্দুবৎ
হইল ধরণী-অঙ্গ, বাসব ক্রমশঃ
উঠিতে লাগিলা যত অনন্ত অয়নে,
চন্দ্র শুক্র শনৈশ্চর ছাড়ি নিম্নদেশে।

অদৃশ্য ধরণী শেষ—বাসব যখন
ছাড়িয়া সুদূর নিম্নে এ সৌর জগৎ,
বায়ুবিরহিত ঘোর অনন্তের মাঝে
উত্তরিলা আসি ভীম কৈলাসপুরীতে।

শব্দশূন্য, বর্ণশূন্য, প্রশান্ত, গভীর,
ব্যাপৃত সে ব্যোমদেশ, ব্যাস অন্তহীন,
বিকীর্ণ তাহার মাঝে ছায়ার আকার,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মূর্ত্তি কোটি কোটি কত!

বিশ্বপ্রতিবিম্ব হেন দশ দিক্ যুড়ি
বিরাজিছে সে গগনে দেখিলা বাসব—
ফুটিতেছে, মিশিতেছে অনন্ত শরীরে,
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, কোটি জলবিম্ববৎ।

বসিয়া তাহার মাঝে শম্ভু ব্যোমকেশ
ঐশ্বর্য্য-ভূষিত অষ্ট, সংযত মূরতি,

প্রকাশিত বক্ত্র, ভালে প্রগাঢ় ভাবনা ;
তনু মনোহর যেন রজতের গিরি।

গাঙ্গেয় সলিল-কণা কণা পরিমাণে
ঝরিতেছে জটাজূটে—ঝরিছে তেমতি,
হিমাদ্রি-অচল-অঙ্গে উত্তুঙ্গ শিখর,
ধবলগিরিতে যথা হিমবরিষণ।

বসিয়া নিমগ্ন-চিত্ত গভীর কথনে ;
গভীর কথনে মগ্ন উমা বাম দেশে ;
একে একে বিশ্বনাথ বিশ্ববিম্ব যত
দেখায়ে গৌরীরে তত্ত্ব কহেন বুঝায়ে ;—

কি হেতু হইলা সৃষ্টি, সৃষ্টি কি প্রকারে,
পঞ্চ ভূত, আত্মা, মনঃ, প্রকৃতি প্রথমা,
পরমাণু, পরমায়ু, উৎপত্তি, বিনাশ,
কাল, পরকাল, ভাগ্য, বিধি-সংস্থাপনা।

পুরুষপ্রকৃতিভেদ হৈলা কিবা হেতু,
হইলা বা কত কাল, কিরূপ সে ভেদ,
ছিল কিম্বা নাহি ছিল সে ভেদ আদিতে,
হইবে কি না হইবে পুনঃ সে অভেদ।

কত কাল কোন্ বিশ্ব বিরাজে কি ভাবে,
সৃষ্টির আরম্ভে মূর্ত্তি স্থিতি কি প্রকার ;
কেন বা জগৎগর্ভে সকলি অস্থায়ী,
সদা পরিবর্ত্তশীল জড় কি চেতন।

কিরূপে অণুর সৃষ্টি, জীবের অঙ্কুর,
হইলা আদি মুহূর্ত্তে, বিনাশন যবে
কোথায় কি ভাবে রবে পরমাণুকুল ;
জীবাত্মা অনিত্য কিবা নিত্য চিরদিন।

এই বিশ্ব সুপ্রত্যক্ষ—এ সৌর জগৎ—
বর্ত্তমান কত কাল থাকিবে এ আর ;
নরদেহধারী প্রাণী মনুজ আখ্যাত
ধরিবে কি মূর্ত্তি পুনঃ কল্পান্তর পরে।

পাপ পুণ্য কিসে হয় ; দুষ্কৃতি, সুকৃতি,
অদৃষ্ট অধীনগণে ঘটে কি প্রকারে ;
সুখ হৈতে মানবের দুঃখ-পরিমাণ
গুরুতর কেন এত জগতীমণ্ডলে।

অন্য জীব-আত্মা, আর নরের আত্মায়
কি ভেদ, কি ভেদ দেব-মানবসন্তানে,
সুখ দুঃখ ভোগাভোগ, মুক্তি বা নির্ব্বাণ,
দেবতা, মানব, দৈত্য ভিতরে কি ভেদ।

এইরূপ দেবনর-চিন্তার অতীত
নিগূঢ় তত্ত্ব নির্ণীত করি ব্যোমকেশ
কহিছেন ভবানীরে ব্রহ্মাণ্ড দেখায়ে ;
শুনিছেন কাত্যায়নী চিত্ত প্রফুল্লিত।

এরূপে ব্যাপৃত হৈমবতী মহেশ্বর,
মহা ঘোর শূন্যগর্ভ কৈলাস-ভিতরে ;
হেন কালে সুরপতি আসিয়া সেথায়
সম্ভ্রমে বন্দিলা উমা, উমাপতি হরে।

বাসবে দেখিয়া দুর্গা মধুর. বচনে
কুশল জিজ্ঞাসি তায় কৈলা সম্ভাষণ ;
জিজ্ঞাসিলা "কি কারণে গত এত কাল
না আইলা পুরন্দর কৈলাসপুরীতে ?

"কি হেতু মলিন দেহ, বদন বিরস ?
সর্ব্বাঙ্গ বিবর্ণ শুষ্ক সমাধিতে যেন,

কিম্বা যেন রণস্থলে ছিলা কত কাল,—
কি বিপদ্ উপস্থিত আবার ত্রিদিবে ?”

কহিলা মেঘবাহন—“হে আদ্যা প্রকৃতি,
ভুলিলা কি সর্ব্বকথা—দেবের দুর্দ্দশা
কি করিলা বৃত্রাসুর মহেশ্বর-বরে,
সমরে অমরাবতী জিনিয়া প্রতাপে ?

“দেবগণ স্বর্গচ্যুত, জ্যোতিঃশূন্য দেহ,
শিবদত্ত মহাশূল-আঘাতে তাড়িত,
রক্ষা পাইল কোন(ও) মতে পাতালে পশিয়া,
সুরভোগ্য স্বর্গ এবে দৈত্যের আবাস !

“শচী বৈজয়ন্তহারা ভ্রমিছে ধরায়,
অরণ্যে নিবাস নিত্য অহর্নিশিকাল ;
অন্য দেবীগণ যত স্বর্গচ্যুত সবে,
না জানি কি ভাবে কোথা আছে লুকাইয়া।

“ত্রিদিব বিজয়াবধি নিয়তি পূজায়
নিমগ্ন ছিলাম আমি কুমেরু-জঠরে,
পরাজিত, পরাশ্রিত, শক্রতিরস্কৃত—
বিপদ্ ইহার হইতে কি আর ভবানি !

“ভুলিলা কি, মাহেশ্বরি, মহেশের মত,
সুরবৃন্দে একেবারে ? ভুলিলা বাসবে ?
ভুলিলা কি ইন্দ্রাণীরে পর্ব্বতনন্দিনি—
পার্ব্বতি, ভুলিলা কি গো পুত্র ষড়াননে ?

“জানি নাই, ভাবি নাই, বিপদ্ নূতন
হৈল কিনা উপস্থিত অন্য কিছু আর—
নিয়তি-আদেশে নিত্য অন্তরীক্ষপথে
চলেছি ক্রমশঃ এই কৈলাস উদ্দেশে ॥”

ভবানী কহিলা "সত্য অহে ভগবন্,
ভ্রান্ত হৈয়ে এত দিন তত্ত্ব আলাপনে
ছিলাম ঈশান সঙ্গে রত এইরূপে ;—
জ্ঞান ত আনন্দ কত সে তত্ত্ব শ্রবণে।

"কি কব সে মৃত্যুঞ্জয়ে, সদা আশুতোষ,
যে যাহা বাসনা করে না ভাবি পশ্চাৎ
দেন তারে অচিরাৎ বর আকাঙ্ক্ষিত,
আপনি নিমগ্ন সদা এই চিন্তাসুখে।

"এত ক্ষণ, ইন্দ্র, তুমি উপস্থিত হেথা,
কথোপকথন এত তোমায় আমায়,
হের সে নিবিষ্টচিত্ত তথাপি তেমতি,
উমাপতি সমভাব,—সংজ্ঞা-বিরহিত !

"অমরে যন্ত্রণা এত দিলা বৃত্রাসুর !
আহা, ইন্দ্র, এত কষ্ট ভুঞ্জিলা হে তুমি।
শচীর ধরায় বাস অরণ্য ভিতরে !
কার্ত্তিকেয় মহামূর্চ্ছা-যাতনা-পীড়িত !

"ইন্দ্র, আমি এই ক্ষণে কহিব শঙ্করে,
তাঁর আশীর্ব্বাদপুষ্ট দৈত্য দুরাচার
উচ্ছিন্ন করিল স্বর্গ দেবে তিরস্কারি,—
করেন এখনি দৈত্য নিধন উপায়।"

এত কহি কাত্যায়নী চাহি মহাদেবে
কহিলা—"শঙ্কর, হের আইলা বাসব
কৈলাসভুবনে, দেব, তোমার আশ্রয়ে,
তব বরপুষ্ট বৃত্র দৈত্যের পীড়নে।

"হে শূলিন, সদা তুমি এরূপে বিভ্রাট
ঘটাও অমরবৃন্দে, দৈত্য আশ্বাসিয়া ;

দেখ স্বর্গরাজ্য এবে হয় ছারখার—
দানবদৌরাত্ম্যে, দেব না পারে তিষ্ঠিতে।

"মায়া নাই, দয়া নাই, স্নেহবিরহিত,
দেবদেবীগণে সবে নিক্ষেপি বিপদে,
ভুলিয়া আপন পুত্র পার্ব্বতীতনয়ে,
আছ নিত্য এই ধ্যানসুখে নিমীলিত।

"রক্ষিতে না পার যদি সৃষ্টির নিয়ম,
আশু তুষ্ট হৈয়ে তবে কেন দুষ্ট জনে
বর দিয়া, পাড় এত বিষম উৎপাত ?
উমাপতি, কর বৃত্র-নিধন উপায়।"

ত্রিপুর-অন্তক শম্ভু শিবানীরে চাহি
কহিলা "হে হৈমবতি, বৃত্রের সংহার
এখন(ও) কি না হইল ? পাপিষ্ঠ দনুজ
এখন(ও) কি সুরবৃন্দে করে নিষ্পীড়ন ?

"রহ গৌরী, ক্ষণকাল" বলি চিন্তা করি,
কহিলেন শূলপাণি "শুন হে বাসব,
দুঃখ অবসান তব হইবে সত্বর—
বৃত্রের নিধন ব্রহ্মদিবা অবসানে।"

ইন্দ্র কহে "দেবদেব, জানি সে সম্বাদ
অদৃষ্ট পূজিয়া বহু কষ্টে বহুকাল ;
আদেশে তাঁহার এবে এসেছি কৈলাসে,
বৃত্র-বিনাশের প্রথা জানিতে বিশেষ।

"ইন্দ্রের যাতনা, দেব, পারিবে বুঝিতে
বৃত্রভুজদর্পে রণে হৈয়ে পরাজিত,
বাসবের বলবীর্য্য নহে অবিদিত,
ত্র্যম্বক, তোমার আর উমার নিকটে।

"আপন মহিমা ব্যক্ত করিতে আপনি
নাহি পারি—না সম্ভবে আখণ্ডলে কভু—
ত্রিপুরারি, তবু চিত্তবেদনার বেগ
দমন করিতে নারি চেতনা থাকিতে।

"ছিলাম স্বর্গের পতি সুরেন্দ্র বিখ্যাত,
অসুরের রণে কভু নাহি পরাভব,
আজি সে ইন্দ্রত্ব মম বৃত্রাসুরে দিয়া,
ভ্রমি হের নানা স্থানে ভিক্ষুক-সদৃশ।

"এ কোদণ্ডতেজে দৈত্য না বধেছি কারে ?
বৃত্র কি সে অস্ত্রাঘাত সহিত আমার ?
কি কব, করিলা যুদ্ধে অজেয় তাহারে,
আপন ত্রিশূল দৈত্যে দিয়া শূলপাণি !"

কহিতে কহিতে ইন্দ্র কৈলা আকর্ষণ
ভীমতেজে আপনার ভীষণ কার্ম্মুক ;
ইন্দ্রের পরশে গাঢ়, চমকে চমকে,
জ্বলিতে লাগিল তাহে জ্যোতিঃ অপরূপ।

সামান্য মানবকুলে বীর যেবা হয়,
অরাতির দম্ভ তার চিত্তের গরল ;
পতঙ্গ কীটের তুল্য নহে যে পরাণী,
শত্রু-নির্যাতনে মৃত্যু সেও চাহে কভু।

মহাবীর্য্যবান্ ইন্দ্র, দেবের প্রধান—
দনুজ-বিজিত হৈয়ে, দ্যুতি-প্রজ্বলিত
বহ্নিতুল্য চিত্ততাপে দগ্ধ নিরন্তর,
হৃদয়ের দীপ্ত জ্বালা বাক্যেতে প্রকাশে।

শুনে উমা, উমাপতি আকৃষ্ট হইয়া,
ইন্দ্রের কাতর উক্তি, চিত্তে তীব্র বেগ ;

হেন কালে অকস্মাৎ ব্যোমকেশ-জটা
ঈষৎ কাঁপিল শীর্ষে শঙ্করে চেতায়ে।

খসিয়া পড়িল ধনু আখণ্ডলকরে,
উমার অশ্রুর বিন্দু গণ্ডেতে ঝরিল,
সহসা উদ্বেগ চিত্তে হইল সবার,
বিপদে স্মরিছে যেন অনুগত কেহ।

জিজ্ঞাসিলা মহেশ্বর চাহিয়া উমারে—
"কেন হৈমবতি হেন হয় অকস্মাৎ ?
বিপদে স্মরণ শিবে করিছে কেহ বা ?
সহসা নতুবা জটা কাঁপিছে কি হেতু ?"

না ফুরাতে শিববাক্য, কহিলা পার্ব্বতী
"হে উমেশ, শচী আজ করিছে স্মরণ,
বিপদে পড়িয়া ঘোর দৈত্যের পীড়নে—
নৈমিষ হইতে দৈত্য করিছে হরণ।"

ভবানীর বাক্যারম্ভে দেবেন্দ্র বাসব
জানিতে পারিয়া সর্ব্ব, ছাড়ি হুহুঙ্কার,
তুলিয়া কার্ম্মুক শূন্যে— দিব্য জ্যোতির্ম্ময়—
স্বর্গ অভিমুখে শীঘ্র হইলা ধাবিত।

"তিষ্ঠ, ইন্দ্র, ক্ষণকাল—" বলিয়া মহেশ
হস্ত প্রসারিয়া তাবে কৈলা নিবারণ।
শিব-করে আকর্ষিত হ'য়ে আখণ্ডল,
গর্জ্জিতে লাগিলা যেন ক্রোধিত অর্ণব,

যবে বাত্যা-উত্তেজিত, মেদিনী গ্রাসিয়া,
ধায় ক্রোধে যাদঃপতি, অবরোধে যদি
সে বেগ নিবারি অঙ্গে উচ্চ শৈলকুল,
বেষ্টি চতুর্দ্দিক্ দৃঢ় পাষাণ-ভিত্তিতে।

গর্জ্জি হেন ক্ষণকাল শান্তভাব কিছু,
কহিলা "ধূর্জ্জটি, তৃপ্ত নহ কি অদ্যাপি ?
যা ছিল ইন্দ্রের শেষে তাহাও দনুজে
সমর্পিলা এত দিনে, মৃত্যুঞ্জয়ী দেব ?

"পুত্র মূর্চ্ছাগত, পত্নী দৈত্য-অপহৃত,
রক্ষা হেতু যাই তাহে করহ নিষেধ ?
বাসনা কি, শিব, তব ইন্দ্রের লাঞ্ছনা
না থাকিবে বাকি কিছু বৃত্রাসুর কাছে ?

"কেন তবে সৃষ্টিমাঝে রেখেছ অমর ?
কেন এ ব্রহ্মাণ্ড যত বিধি-বিরচিত
নাহি চূর্ণ কর তবে ?—কেন, হে বিধাতঃ,
করিলে দেবের সৃষ্টি যন্ত্রণা ভুগিতে ?

"শিবের শিবত্ব শুধু এই কি কারণে ?
অমরে অপ্রীতি সদা, সম্প্রীতি অসুরে ?
এই কি সে সর্ব্বজন-পূজিত শঙ্কর ?
স্বজনের শত্রু যাঁর মিত্র-আচরিত ?

"নাহি চাহি কোন ভিক্ষা, না চাহি জানিতে
বৃত্রবধ কি উপায়ে, ছাড়হ আমায়,
দেখ, পশুপতি, এবে কোদণ্ডসহায়
একা ইন্দ্র কি সাধিতে পারে স্বর্গপুরে।"

ইন্দ্রের ভর্ৎসনা শুনি ত্রিপুর-অন্তক
কহিলা আনিতে শূল, বীরভদ্রে চাহি :
কহিলা বাসবে "শান্ত হও, সুরপতি,
শচীর স্মরণে চিত্ত হয়েছে ব্যাকুল।

"এত দর্প দনুজের অমরা হরিয়া,
অমরাবতীর শোভা—শচী পুলোমজা—

পরশে শরীর তার ?—হা রে বৃত্রাসুর !
শিবের প্রদত্ত বর ঘৃণিত করিলি ?”

বলিতে বলিতে ক্রোধ হইল মহেশে,
ব্রহ্মাণ্ডের বিম্ব যত শূন্যে মিশাইল,
পরশিল জটাজূট অনন্ত আকাশে,
গরজিল শিরে গঙ্গা বিভীষণ নাদে।

গর্জ্জিলা তেমতি, যথা হিমাদ্রি বিদারি
ভাগীরথী ধায় মর্ত্তে গোমুখী-গহ্বরে ;
জ্বলিল ললাট-বহ্নি প্রদীপ্ত শিখায়—
বহ্নিময় হৈল সেই শূন্যব্যাপী দেশ।

ধরিলা সংহারমূর্ত্তি রুদ্র ব্যোমকেশ,
গর্জ্জিয়া সংহার-শূল করিলা ধারণ,
তুলিলা বিষাণ তুণ্ডে—দীপ্ত শ্বেত তনু,
অনলসমুদ্রে যেন ভাসিল মৈনাক।

ভয়ে পুরন্দর শীঘ্র সম্মুখ ছাড়িয়া
ঈশানীপশ্চাতে আসি কৈলা অধিষ্ঠান ;
বীরভদ্র সন্ত্রাসিত দাঁড়াইলা দূরে,
পার্ব্বতী ঈশানে উচ্চে করিলা সম্ভাষ—

“সম্বর, সম্বর, দেব, সংহার-ত্রিশূল,
না কর বিষাণে ঘোর প্রলয়ের ধ্বনি,
অকালে হইবে সর্ব্ব সৃষ্টি বিনাশন,
সম্বরণ কর শীঘ্র সংহারমূরতি।

“কি দোষ করিলা কহ বিশ্ববাসিগণ ?
কি দোষ করিলা অন্য প্রাণী যে সকল ?
কোন্ দোষে দোষী, দেব, দেবতা মানব ?
একা বৃত্রে বিনাশিতে বিশ্বধ্বংস কর ?

"কহ ইন্দ্রে বৃত্রনাশ-বিধি, ত্রিপুরারি,
নিক্ষেপে সংহারশূল সৃষ্টি নাশ হবে ;
ভবিতব্য-লিপি, দেব, না কর খণ্ডন,
সম্বর সংহার-মূর্ত্তি, ঈশ, উমাপতি।"

পার্ব্বতী-বাক্যেতে রুদ্র ত্যজি উগ্রবেশ,
ধরিলা আবার পূর্ব্ব প্রশান্ত মূরতি—
রজতগিরি-সন্নিভ ধবল অচল
ভূষিয়া বরষে যথা হিমানীর কণা।

সহাস্য বদনে ইন্দ্রে সম্ভাষি কহিলা
"আখণ্ডল, বৃত্রবধ অনুচিত মম,
পার্ব্বতী কহিলা সত্য এ শূল-নিক্ষেপে
সমূহ ব্রহ্মাণ্ড নষ্ট হৈবে অকস্মাৎ।

"পুরন্দর, ভাগ্যে তার মৃত্যু তব হাতে,
যাও শীঘ্র দধীচি মুনির সন্নিধান,
মহাতেজঃপুঞ্জ ঋষি, দেব-উপকারে
ত্যজিবে আপন দেহ, পবিত্রহৃদয়।

"দধীচির পূত অস্থি বিশ্বকর্ম্মা-করে
হইবে অদ্ভুত অস্ত্র—অমোঘসন্ধান ;
সংহার-ত্রিশূলতুল্য তেজঃ সে আয়ুধে,
প্রলয়বিষাণ শব্দে নিনাদিবে সদা ;

"অব্যর্থ হবে সে অস্ত্র তীব্র বহ্নিময়
সর্ব্বত্র সকল কালে সর্ব্বসংহারক ;
ত্রিদিবে না রবে আর দানব-উৎপাত ;
বজ্র নামে সেই অস্ত্র হৈবে অভিহিত।

"ব্রহ্মার দিবার অন্তে সায়াহ্নে যখন
সূর্য্যরথ অস্তাচলচূড়া পরশিবে,

নিক্ষেপ করিবে তাহা বৃত্রবক্ষস্থলে—
যাও শচী-উদ্ধারিতে, সত্বরে বাসব।

"বদরী-আশ্রমে ঋষি দধীচি এক্ষণে
তপস্যা করিছে, বিষ্ণু-আরাধনা ধরি,
সেইখানে, সুরপতি ইন্দ্র, কর গতি,
অস্থি লভি বৃত্রাসুরে বিনাশ বজ্রেতে।"

শুনিয়া শঙ্করবাক্য সহর্ষ বাসব,
বিশ্বমাতা উমারে বন্দিয়া ভক্তিভাবে,
বন্দি গাঢ় ভক্তি সহ দেব উমাপতি,
চলিলা দধীচি-পার্শ্বে শূন্যেতে মিশায়ে।

একাদশ সর্গ

সমরে অমর পুনঃ হৈলা পরাভব,
অমরাবতীতে দৈত্য করে মহোৎসব।
জয়ধ্বনি, কোলাহল, পথে পথে পথে ;
ভ্রমিছে দানববৃন্দ পূর্ণমনোরথে।
রথব্রজ সুসজ্জিত, সুসজ্জিত হয়,
সজ্জনাশোভিত শান্ত কুঞ্জর-নিচয়,
আরূঢ় সৈনিকবৃন্দ উৎসবে নিরত ;
সমূহ অমরা ব্যাপি ভ্রমে অবিরত।
পুষ্পমাল্যে পরিপূর্ণ গৃহহর্ম্ম্যরাজি,
বর্ত্ম পাশে শোভে দিব্য পতাকায় সাজি ;
সিঞ্চিত-সুগন্ধি-বারি স্নিগ্ধ পথিকুল ;
চতুষ্পথ পথ-ঊর্দ্ধে বিন্যাসিত ফুল।
বাজিছে প্রাচীরে, শৈল-শিখরে-শিখরে
বিজয়দুন্দুভি, মৃদু জলদের স্বরে ;
ভাসিছে আনন্দে দৈত্যরমণীমণ্ডলী,
সংগ্রামনিবৃত্ত পুত্র, পতি, বক্ষে দলি ;

মার্জ্জিত পুষ্পের হার গ্রথিত যতনে
পরাইছে পতিপুত্রে প্রফুল্লিত মনে।
মঙ্গল-সূচনা নানা, মঙ্গল-বাদন,
আলয়ে আলয়ে সদা সঙ্গীত নর্ত্তন।
পদব্রজে গীতিজীবী চিত্ত-উৎসাহিত,
গাইয়া ভ্রমিছে সুখে বিজয়সঙ্গীত।
অসীম আনন্দ মনে, দিতিসুতগণে
সুখে নিরখিছে আস্য আশার দর্পণে ;—
সমরে অমরজয়—স্বর্গপুরে শচী—
জড়াইছে চিত্তে নানা বাসনা বিরচি।
ছুটিছে দেখিতে শচী দৈত্যবালাগণ,
বিচলিত কেশ-বেশ, স্খলিত বসন ;
অঞ্চল লুটায় ভূমে, কঞ্চুলিকা খসে,
রসনা ত্যজিয়া শ্রোণি নিতম্ব পরশে ;
বক্ষ ছাড়ি ভুজশিরে উঠে একাবলী ;
কুণ্ডল চঞ্চল ভয়ে ধরে কেশাবলি ;
মঞ্জীর ছাড়িয়া পদ পড়ে ক্ষিতিতলে ;
চরণ-অলক্ত লুপ্ত, পৃক্ত রেণুদলে।
ছুটিছে আনন্দস্রোত ত্রিদিব পূরিয়া,
ভ্রমিছে দানববৃন্দ জয়ধ্বনি দিয়া ;
রুদ্রপীড়-যশোগীত সর্ব্বজনমুখে,
বৃত্রের বিক্রম সর্ব্বজন ভাবে সুখে।
বৈজয়ন্ত মাঝে ঐন্দ্রিলার নৃত্যাগারে,
দৈত্যপতি পুত্রমুখ আনন্দে নেহারে।
ঐন্দ্রিলা বসিয়া বামপার্শ্বে হাস্যমুখ,
শচীর হরণবার্ত্তা শুনিতে উৎসুক।
রুদ্রপীড়ে সম্বোধন করি দৈত্যরাজ,
কহিলা "তনয়, দীপ্ত দৈত্যের সমাজ
তোমার যশঃপ্রভায়, তোমার বিক্রমে ;
কিরূপে আনিলা শচী কহ অনুক্রমে।"

রুদ্রপীড়—বৃত্রপুত্র—বাক্য সুবিনীত
কহিলা পিতারে চাহি "সামান্য সে, পিতঃ,
সামান্য বারতা তুচ্ছ কহিব কি আর,
দেখিলাম স্বর্গে আসি যেবা চমৎকার,
সে কথা অগ্রেতে, তাত, শুনাও তনয়ে—
নির্জীব নিরখি কেন অমর-নিচয়ে ?
কবে হৈল, কিবা যুদ্ধ, কে যুদ্ধ করিল ?
কোন্ বীর বাহুবলে বিপক্ষে মথিল ?
বড়ই রহিল ক্ষোভ—আমি সে সমরে
না লভিনু কোন যশঃ যুঝিয়া অমরে !
না জানি যে ভাগ্যধর কত সুসৈনিক,
আমার পূর্ব্বের যশঃ করিল অলীক।
কি সামান্য খ্যাতি লভি জয়ন্তে জিনিয়া ?
কিবা কীর্ত্তি করি লাভ, শচীরে আনিয়া ?
অন্ত না থাকিত, কীর্ত্তি হইত অক্ষয়,
এ যুদ্ধে অমরবৃন্দে কৈলে পরাজয় !
বৃথা সে জল্পনা, তাত, কহিয়া সম্বাদ,
প্রীতি দান কর পুত্রে—শুনিতে আহ্লাদ।"
রুদ্রপীড়বাক্যে তবে দনুজের পতি
কহিলা "তনয়, নাহি হও ক্ষুণ্নমতি।
যশোভাগ্য বড় তব জানিহ নিশ্চয়,
ছিলে না এ দেবাসুর-যুদ্ধে সে সময় ;
থাকিলে সুখ্যাতিভাগ বৃদ্ধি না পাইত,
অথবা পূর্ব্বের যশে মালিন্য ধরিত।
মহাপরাক্রান্ত যত সেনাপতি মম
সর্ব্বজনে এ সমরে হৈলা অসম্ভ্রম।
শুন তবে, চিত্তে যদি এতই আক্ষেপ,
সংগ্রামের সমাচার কহি সে সংক্ষেপ।
নৈমিষকাননে গতি করিলা যখন,
কিঞ্চিৎ বিলম্বে তায় যত সুরগণ

চারি ধারে একেবারে বিষম সাহসে
আক্রমণ কৈলা পুরী সহসা হরষে ;
পাইল কি না পাইল ইন্দ্র-সমাচার
কহিতে না পারি, কিন্তু বিক্রমে দুর্ব্বার
পশিতে লাগিল দ্বার করিয়া উচ্ছেদ,
লঙ্ঘিয়া প্রাচীরচূড়া, ভিত্তি করি ভেদ,
তিন অহোরাত্রি দৃষ্টি-শ্রুতি-পথ রোধে,
অম্বরে অস্ত্রের বৃষ্টি উভপক্ষ যোধে।
দেবতা দৈত্যের জান সমরের প্রথা,
জান ত কি দুর্নিবার সংক্রুদ্ধ দেবতা ;
বৈশ্বানর অরুণের জান ত প্রতাপ,
একে একে যুঝে যদি ধরিয়া উত্তাপ ;
বরুণের তীব্র বেগ, প্রভঞ্জন-বল,
পার্ব্বতীপুত্রের বীর্য্য, সমর-কৌশল,
অবগত আছ সর্ব্ব ; একত্রে সে সবে,
একেবারে প্রজ্বলিত করিল আহবে।—
অগ্নি প্রবেশিলা তেজে পশ্চিম তোরণে ;
সূর্য্য দেখা দিলা পূর্ব্বে সহস্র কিরণে ;
উত্তর তোরণে দোঁহে বরুণ পবন ;
পুরদ্বার লৈলা নিজে পার্ব্বতীনন্দন।
অসংখ্য অমরসৈন্য সংহতি সবার
একেবারে ভেদ কৈলা পুরী চারি দ্বার।
পরাক্রান্ত সেনাধ্যক্ষ, বীরবর্গ যত,
রণক্ষেত্র আচ্ছাদিয়া পড়ে অবিরত ;
তুমুলরণসংকুল উভয় সেনায়,
পরাজয় দৈত্যদলে, জয় দেবতায়।
অসহ্য দুর্দ্ধর বেগে একান্ত অস্থির,
ভঙ্গ দিলা যুদ্ধ ত্যজি দৈত্যপক্ষ-বীর।
পুরীমধ্যে প্রবেশিলা আদিত্য সকল ;
বিত্রস্ত অসুরসৈন্য আতঙ্কে বিহ্বল।

তখন একাকী যুদ্ধে হইয়া নিরত
আদিতেয়গণে করি পুরী-বহির্গত।
পূর্ব্ব রণে ত্রিদশ পলায় রসাতলে,
এবার রহিল সবে সংগ্রামের স্থলে ;
করিল অদ্ভুত যুদ্ধ, অদ্ভুত বিক্রম ;
সম্প্রহারে আমারও হৈল বহু শ্রম ;
তখন সে শিবদত্ত ত্রিশূলপ্রহারে,
একেবারে বিলুণ্ঠিত কৈনু সবাকারে।
দেবের যে মৃত্যু, সবে এবে সে মূর্চ্ছায়—
কত কাল না ভুগিব আর সে জ্বালায় ॥"
শুনিতে শুনিতে, রুদ্রপীড়-সর্ব্বকায়
লোমহর্ষ দেখা দিল উৎসাহ-ছটায় ;
বিস্ফারিত নেত্র, উরঃস্থল বিস্ফারিত—
গুণ-ছিন্ন হৈলে যথা ধনু প্রসারিত,
অথবা ক্রোধিত ফণী যথা ফণা ধরে,
ব্যালগ্রাহি-কোলাহল শুনিলে অন্তরে—
সেই ভাবে রুদ্রপীড় চাহিয়া জনকে
ছাড়িল নিশ্বাস দীর্ঘ, হলকে হলকে।
কহিল "হা পিতঃ, মম না ঘটিল ভাগে
যুঝিতে সে দেবাসুরযুদ্ধে অনুরাগে ;
সুযোগ তাদৃশ আর ঘটন দুষ্কর—
চির আশা এত দিনে হইল অন্তর!"
বৃত্রাসুর কহে "পুত্র, না ভাব বিষাদ,
কহ এবে শুনি তব নৈমিষ-সম্বাদ।
বহু খ্যাতি কৈলা লাভ সে কার্য্য সাধনে,
পূরিছে অমরা তব যশের কীর্ত্তনে।"
পিতার আদেশে রুদ্রপীড় আদি-অন্ত
প্রকাশ করিলা জিনে যেরূপে জয়ন্ত ;
কহিলা জিনিতে যত পাইলা আয়াস,
আনিলা যেরূপে শচী করিলা প্রকাশ।

শুনিয়া ঐন্দ্রিলা মহা-আনন্দে মগন,
মুখঘ্রাণ লৈয়ে, শীর্ষ করিলা চুম্বন ;—
কেমন দেখিতে শচী, কিরূপ বরণ,
কিরূপ আকৃতি, কিবা অঙ্গের গঠন,
কিরূপ বসন, ভূষা, চলন কিরূপ,
কত বয়ঃ, কার মত, কিবা তার রূপ ;
হাব, ভাব, হাসিভঙ্গি, নাসা, ওষ্ঠাধর,
বক্ষ, বাহু, কটি, উরু, অঙ্গুলী, নখর,
দেখিতে কিরূপ—জিজ্ঞাসয়ে শত বার ;
জিজ্ঞাসয়ে কেশপাশ, ভুরু কি প্রকার ;
তিল তিল করি শচীরূপের বর্ণন,
শত বার শত ছলে করিলা শ্রবণ।
রুদ্রপীড় কহে "শচী অতি রূপবতী ;
বর্ণিতে সে রূপ নাহি আইসে ভারতী ;
রূপ হৈতে গাম্ভীর্য্য গভীর অতিশয়,
ক্ষণিক আমার(ই) চিত্তে সম্ভ্রম-উদয় ;
বসিল নৈমিষে যবে পুত্র কোলে করি,
দেখিয়া সে মূর্ত্তি চিত্ত উঠিল শিহরি ;
দেবী বটে, বটে শচী শক্রের বনিতা,
তথাপি সে মূর্ত্তি চিত্তে আছে প্রভাম্বিতা।
শুনিয়া উথলে ঐন্দ্রিলার চিত্তবেগ ;
বদন ঢাকিল যেন ঘোরতর মেঘ।
বহুদিন হৈতে শচীরূপের গরিমা,
বহুদিন হৈতে তার গর্ব্বের মহিমা,
শুনিত ঐন্দ্রিলা পূর্ব্বে—কখন কদাচ ;
আঁচে শুনা, আঁচে জানা, কটুতার আঁচ
পরাণে আছিল অগ্রে ; শুনিত ভুলিত ;
শচীও না ছিল কাছে, ধরাতে থাকিত।
এবে নিত্য নিত্য তার শুনি রূপ গুণ,
হৃদয়ে জ্বলিল যেন জ্বলন্ত আগুন।

হিংসার ভাজন যদি থাকে বহু দূরে
হিংসকের চিত্ত তবু কালকূটে পূরে ;
নিকটে আইলে বিষ উথলে তখন,
অসহ্য, হৃদয়ে জ্বলে, চিতার দহন।
আছিল বিশ্বাস অগ্রে, গরবে কেবল,
শচীর সুখ্যাতি ব্যাপ্ত ত্রিলোকমণ্ডল ;
সৌরভ যে এত তার, মাধুর্য্য নির্ম্মল,
না জানিত, এবে শুনি হইল পাগল ;
তাহে পুত্র-মুখে তার রূপের বাখানি—
জ্বলন্ত গরলে যেন পূরিল পরাণী।
লুকাইতে ঈর্ষাবেগ না পারিয়া আর,
বৃত্রাসুরে কহে দর্পে নখে ছিঁড়ি হার—
"যে আইসে সেই কহে এমন তেমন,
রতি কহে নাহি শচীরূপের তুলন ;
সত্যই কি শচী তবে এতই রূপসী ?
আমার অঙ্গের বর্ণ তার অঙ্গে মসী!
আমার এ কেশ, তার কুন্তল তুলায়,
চারুতায়, মৃদুতায় শুনি লজ্জা পায়!
এ শরীরে নাহি তার দেহের গরিমা ?
এ গ্রীবাতে নাহি সেই গ্রীবার ভঙ্গিমা ?
জানে না চরণ মম চলন-প্রণালী ?
সিংহীর চলনি তার, আমি সে শৃগালী ?
শুন, হে দানবপতি, শুন তোমা কহি,
আর সে তিলার্দ্ধকাল বিলম্ব না সহি,
এখনি আনহ শচী, কিঙ্করীর বেশে
দাঁড়াক আসিয়া পার্শ্বে, রূপব্যাখ্যা শেষে ;
রূপ আছে, আছে তার, রূপ কেবা চায় ?
দেখি আগে কেমন সে চামর ঢুলায় ;
দেখি আগে হাতে দিয়া তাম্বুল-আধার,
দেখি সে কেমন জানে অঙ্গ-সংস্কার ;

কেমন পরায় বাস, সাজায় ভূষণ,
জানে কি না ভালরূপে কবরী-রচন ;
জানে যদি ভালমত হাব ভাব হাস,
রাখিব নিকটে তারে, শিখাবে বিলাস ;
নতুবা যেমন সিংহী—সিংহীর আচারে
থাকিবে পিঞ্জরাগারে চতুষ্পথ ধারে ;
দেখাইতে আছে রূপ, দেখাইবে সবে,
পাবে সুখ, রূপব্যাখ্যা পথিকের রবে।
আন তারে, দৈত্যপতি, বিলম্ব না কর,
চল আজ মহোৎসবে সুমেরুশিখর ;
পশ্চাতে চলুক মম শচী গরবিনী,
হইয়া বসনভূষাতাম্বুল-বাহিনী ;
দেখুক দানব সবে গৌরব কাহার—
পুলোমদুহিতা কিম্বা দৈত্য-মহিলার !"
শুনিয়া জননী-বাক্য, বিনীত-বচনে
রুদ্রপীড় কহে, "মাতঃ, কষ্ট কি কারণে ?
দাসী হৈতে আসিয়াছে হইবে সে দাসী ;
মহত্ত্ব হারাও কেন লঘুত্ব প্রকাশি ?"
পুত্রের বচনে, চাহি ব্যাঘ্রীর সদৃশ,
কটাক্ষ করিয়া কূট, নেত্র অনিমিষ
ঐন্দ্রিলা কহিলা, "পুত্র, তুমি শিশু অতি,
কি জানিবে আমার এ চিত্তের যে গতি ?
বামন কি পারে কভু শিখর পরশে ?
গরুড়ের নীড়ে সাধ করে কি বায়সে ?
নারীমাঝে আমা হৈতে অন্য যদি কেহ
অধিক গৌরব ধরে, দহে যেন দেহ—
হৃদে জ্বলে হলাহল—সে যদি না মম
কাছে থাকি সেবা করে কিঙ্করীর সম ;
শুন কহি ঐন্দ্রিলার সুদৃঢ় বচন—
অলক্তে রঞ্জিবে শচী আজি এ চরণ ॥"

কৈলাসে ঐন্দ্রিলাবাক্য শুনিলা ঈশানী ;
শচীরে ভাবিয়া হৈল আকুল পরাণী ॥
কহিলা মহেশে, মহেশের ক্রোধানল
জ্বলিল প্রদীপ্ত করি গগনমণ্ডল ;
বাজিল প্রলয়শৃঙ্গ শ্রুতি-বিদারণ ;
বহিল ঘন হুঙ্কারে ভীষণ পবন ;
সংহার-ত্রিশূলাকৃতি জ্যোতিঃ বায়ুস্তরে
ভ্রমিতে লাগিল দীপ্ত বৈজয়ন্ত পরে।
চমকিল ব্যোমমার্গে ভাস্করের রথ ;
অতল ছাড়িয়া কূর্ম্ম উঠে অদ্রিবৎ ;
বাসুকি গুটায় ফণা, মেদিনী কম্পিত ;
উত্তাল উল্লোলময় সিন্ধু বিধূনিত ;
ভয়েতে ভুজঙ্গকুল পাতালে গর্জ্জয় ;
সদ্যজাত শিশু মাতৃস্তন ছাড়ি রয় ;
বিদীর্ণ বিমানমার্গ, গিরিশৃঙ্গ পড়ে ;
চেতনে জড়ের গতি, গতিপ্রাপ্ত জড়ে ;
টলমল্ টলমল্ ত্রিদশ-আলয় ;
মূর্চ্ছিত দেবতা-দেহে চেতনা-উদয় ;
দোদুল্য সঘনে শূন্যে সুমেরু-শিখর ;
ঘোর বেগে বৈজয়ন্ত কাঁপে থর থর !
ঐন্দ্রিলার হস্ত হৈতে খসিল কঙ্কণ ;
রুদ্রপীড়-অঙ্গে হৈল লোম-হরষণ ;
নিঃশঙ্ক বৃত্রের নেত্রে পলক পড়িল,
"রুদ্রের ক্রোধাগ্নি-চিহ্ন" বলিয়া উঠিল ॥

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

দ্বিতীয় খণ্ড

দ্বাদশ সর্গ

কহ, মাতঃ শ্বেতভুজে, স্বয়ম্ভুনন্দিনি,
কি হইলা অতঃপর বৈজয়ন্ত-ধামে ?
শিবের ক্রোধাগ্নি-শিখা, ব্যাপি ব্যোমদেশ,
ত্রাসিত করিলা যবে ত্রৈলোক্য-মণ্ডল।

কি করিলা বৃত্রাসুর, কি ভাবিলা চিতে,
শুনিয়া সে ভয়ঙ্কর প্রলয়-বিষাণ ?
দাম্ভিকা গন্ধর্ব্ব-বালা দৈত্যেন্দ্র-মহিষী,
সে দৈব উৎপাতে, কহ, চিত্তে কি ভাবিলা ?

ইন্দ্রপুরী প্রবেশিয়া পুলোমানন্দিনী
যাপিলা কিরূপে কাল রিপুদল মাঝে ?
কি করিলা দেবগণ দানবে দণ্ডিতে ?
কিরূপে যুঝিলা স্বর্গ, শচী উদ্ধারিতে ?

কেমনে দেবেন্দ্র ইন্দ্র, অভীষ্ট সাধিতে,
লভিলা দধীচি-অস্থি ? বিশ্বকর্ম্মা তায়
কিরূপে গঠিলা বজ্র—ভীম প্রহরণ ?
বধিলা কিরূপে ইন্দ্র বৃত্র মহাসুরে ?

কহ, মাতঃ, অমরার কোন্ স্থানে এবে
শিব-শক্তিধর বৃত্র ?—কি চিন্তা-পীড়িত ?
শূন্য কেন বৈজয়ন্ত-সভাগৃহ আজি ?
হে দেবি, করিয়া দয়া, কহ সে ভারতী।

উত্তুঙ্গ সুমেরু-শৃঙ্গ উঠেছে যেখানে
অনন্ত গগনমার্গে—স্বর্গ শোভা করি,

মস্তকে বিশাল শৃঙ্গ ধরি যেন সুখে,
হর্ষে হাসিতেছে নিজ সামর্থ্য নিরখি,

শূল হস্তে দৈত্যপতি একাকী সেখানে
দাঁড়ায়ে ভূধর-অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া,
একদৃষ্টি শৃঙ্গদেশে কটাক্ষ হানিছে—
যেখানে শিবের ক্রোধ-বহ্নি দেখা দিল।

অপূর্ব্ব দেখিতে চিত্র!—সুমেরু অচলে
বৃত্রের বিশাল বপু, গিরি যেন কোন(ও)
অন্য কোন(ও) গিরি-অঙ্গে পড়েছে হেলিয়া,
পরীক্ষা করিছে শক্তি দেহে কার কত!

ভীমদৃষ্টি ভয়ানক, কুঞ্চিত ভ্রূভাগ,
তিমিরে আচ্ছন্ন মুখ তিন চক্ষু জ্বলে,
মেঘেতে আচ্ছন্ন যেন গগন গম্ভীর
বিদ্যুতের ছটা ধরি! ভাবে বৃত্রাসুর,—

"শিবের ক্রোধাগ্নি কি এ? শিবের বিষাণ
গর্জ্জিল কি অইখানে ত্রৈলোক্য কাঁপায়ে?
জাগাতে নিদ্রিত বৃত্রে—জানাতে তাহারে
তাহার দিবস অস্ত! কৃতান্ত-শর্ব্বরী

আসিছে তমসা-জালে ঢাকিতে দানবে?
দর্পে যার প্রকম্পিত, পল্লবের প্রায়,
ভূলোক, দ্যুলোক, শূন্য! ভুজবলে যার
স্বর্গে, মর্ত্তে দৈত্য-নাম নিত্য পূজনীয়!

মুণ্ড কাটি করি তপ কত কল্পকাল,
গঙ্গাধরে তুষ্ট করি অভীষ্ট লভিনু!
সিদ্ধ হইনু শিব-বরে খ্যাতি ত্রিভুবনে—
সে সৌভাগ্য-শিখা এবে হবে কি নির্ব্বাণ?

পণ্ড শিব-আরাধনা ? সামর্থ্য নিষ্ফল ?
অবিশ্রান্ত রণ-ক্লেশ অশেষ যাতন,
দুর্ব্বার সংহারশূল শঙ্কর-অর্পিত,
সব ব্যর্থ ?—দৈব-বহ্নি ঘোষিল কি ইহা ?

অথবা উন্মাদ আমি অলীক আতঙ্কে
ভ্রান্ত হয়ে ভাবি মনে ?—তবে কি কারণ
সহসা ত্রিনেত্রে মম পলক পড়িল ?
শিব-ক্রোধানল ভিন্ন বৃত্র ভীত কিসে ?

হবে বা দয়ার্দ্রচিত্ত দেব আশুতোষ
ক্রুদ্ধ হৈলা ইন্দ্রজায়া শচী-কারাবাসে ?
জানাইলা রোষ তাঁর—ভক্তপ্রিয় দেব—
জ্বালাইয়া ক্রোধানল গগনমণ্ডলে !"

এত ভাবি, দৈত্যপতি নিশ্বাসি গভীর
কটাক্ষ হানিলা তীব্র শূন্যেতে আবার ;
নমিলা উদ্দেশে রুদ্রে ; শিবদত্ত শূলে
সম্ভ্রমে পূজিয়া যত্নে ফিরিলা আলয়ে ।

ইন্দ্রপুরী-দ্বারে দৈত্যা ঐন্দ্রিলা সুন্দরী,
দ্রুত কৈলা আলিঙ্গন দানবে দেখিয়া,
সাদর-সম্ভাষ মুখে, নেত্রে প্রেমশিখা,
যতনে ধরিলা হস্ত অপাঙ্গ হেলায়ে ।

দৈত্যনাথ চিন্তামগ্ন, না কৈল উত্তর ।
চতুরা ঐন্দ্রিলা ভাব বুঝিলা ভঙ্গিতে,
ধরিলা গম্ভীর মূর্ত্তি ; ধীর পাদক্ষেপে,
হস্ত ধরি, ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশিলা ।

বসাইল রত্নাসনে,—হায়, যে আসনে
ইন্দ্র, ইন্দ্রজায়া, পূর্ব্বে লভিত বিশ্রাম,

ত্রিদিবে যখন দেব মাতিত উৎসবে,
দৈত্য-রণে জয়ী হয়ে যত্নে আজি তায়

বসাইলা বৃত্রাসুরে, গন্ধর্ব্ব-নন্দিনী
বসিলা নিকটে, বার্ত্তা সুধাইলা কত ;
করিলা কতই যত্ন দানবে তুষিতে !
কুঞ্জরপালক যথা মত্ত করিরাজে

তোষে নানা স্তোক-বাক্যে, যবে করিরাজ
পাদক্ষেপে পরাঙ্মুখ উর্দ্ধে শুণ্ড তুলি !
তখন দনুজেশ্বর বৃত্র বলবান্
চাহিয়া ঐন্দ্রিলা-মুখ কটাক্ষ হানিলা,

কহিলা গম্ভীর স্বরে—নগেন্দ্র-গহ্বরে
গর্জ্জিল পবন যেন ভীষণ নিস্বনে—
"ঐন্দ্রিলে—ঐন্দ্রিলে, জান না কি হেমকুম্ভ
ভাঙ্গিলে দ্বিখণ্ড করি চরণ-আঘাতে !

বিশাল সাম্রাজ্য এই ;—ব্রহ্মাণ্ড যুড়িয়া
বৃত্রের দোর্দ্দণ্ড দাপ ; হেথা এই সুখ,—
এই স্বর্গে, ইন্দ্রধামে, অমর-বাঞ্ছিত
ঐশ্বর্য্য অপরিসীম খ্যাতি চরাচরে ;

বৃত্রের সম্বল—চন্দ্রশেখরের দয়া ;
চিরদীপ্ত চিরন্তন প্রাক্তনবিভাস ;
সকলি হইল ব্যর্থ তোমা হৈতে বামা—
দানবি, দৈত্যের কুল উন্মূল তো হতে !

ক্রোধান্বিত বিশ্বনাথ, শচী-অপমানে,
জানাইলা রুদ্র-রোষ বিষাণে নিনাদি,
জাগাতে নিদ্রিত বৃত্রে—দণ্ডিতে, ঐন্দ্রিলে,
গন্ধর্ব্ব-কন্যার দর্প দনুজে আঘাতি।

চেয়ে দেখ অন্তরীক্ষে সে বহ্নির রেখা
এখন(ও) ভাতিছে মৃদু সুমেরু-উপরে—
দীপ্ত অন্ধকার যথা !” বলিয়া নীরব
দনুজ-ঈশ্বর, শিবভক্ত মহাসুর ।

ঐন্দ্রিলা তখন—“দেব ! দৈত্যকুলনাথ,
ঐন্দ্রিলা-বল্লভ, দম্ভী, শম্ভুশূল-ধারী,
হেন অসম্ভব দ্বিধা অন্তরে তোমার ?
অম্বুনিধি আন্দোলিত শুশুক-ফুৎকারে ?

নগেন্দ্র-ভূধর-কম্প পতঙ্গ-নিশ্বাসে !
খগেন্দ্রে ভুজঙ্গ-ভয় ! কি প্রমাদ হায় !
কি দেখিলা—কোথা রুদ্র-ক্রোধ-হুতাশন ?
কোথা বা বিষাণ-শব্দ ?—উন্মাদ কল্পনা !

কে কহিলা তোমারে এ, হে দনুজেশ্বর,
হাস্যকর উপন্যাস—রোগীর প্রলাপ ?
জান না কি শূর—স্বর্গে নিসর্গের খেলা,
অনন্ত-মাঝারে হয় নিত্য কত রূপ ?—

কিবা জ্বালা চক্ষু ধাঁধি জ্বলে শূন্যদেশে,
যখন প্রকাণ্ড কোন(ও) গ্রহের মণ্ডল
খণ্ড খণ্ড হয়ে ছোটে ব্রহ্মাণ্ড ঝলসি !
কিবা ভয়ঙ্কর ধ্বনি শ্রবণ বিদারি

ভ্রমণ করয়ে শূন্যে নক্ষত্রে যখন
নক্ষত্র আঘাতি ধায় গম্ভীর অম্বরে,
দৈব আকর্ষণ-বলে !—হে দনুজ-নাথ,
দেখেছ শুনেছ পূর্ব্বে কত দৈব হেন ।

অথবা মায়াবী দেব, দনুজে ছলিতে,
সবে একত্রিত এবে যুদ্ধ-আড়ম্বরে,

ইন্দ্রজাল ইন্দ্রপুরে দেখায় অদ্ভুত,
দুর্ব্বল করিতে ছলে দৈত্যভুজবল।

শিবভক্ত শিবপ্রিয়, তুমি দৈত্যরাজ,
তোমাকে বিমুখ শম্ভু ? চিত্তে দেহ স্থান
হেন কাল্পনিক চিন্তা ?—কলঙ্ক তোমার,
কলঙ্ক, হে শিবভক্ত ধূর্জটির নামে !

আমি যদি দৈত্যপতি তোমার আসনে
হতেম, দেখিতে তবে আমার কি পণ !—
ভয়, চিন্তা, দ্বিধা, দয়া, আমার হৃদয়ে
স্থান না পাইত পণ অসিদ্ধ থাকিতে !

প্রতিজ্ঞা করিলে—দানবের পণ, প্রভু,
মনে যেন থাকে—দেব-সেনাপতিবৃন্দে
জিনিয়া সমরে, বান্ধি আনি অমরায়,
ইন্দ্রের মন্দিরে বসি বন্দনা শুনিবে।

সে প্রতিজ্ঞা নহে সিদ্ধ ! হাসে দেবগণ,
আপনি হইলা বন্দী আপন সংশয়ে !
বৃথা নিন্দ ঐন্দ্রিলারে, দনুজ-ঈশ্বর,
অলীক স্বপনে মুগ্ধ তুমি সে আপনি !”

“বামা তুমি”—বলি দৈত্য তুলিলা নয়ন ;
হেরিলা ঐন্দ্রিলা-মুখ, গর্ব্বিত, গম্ভীর,
দন্তে ওষ্ঠ প্রস্ফুটিত, চারু বিম্বাধর
বিস্ফারিত ঘন ঘন, প্রদীপ্ত নয়ন !

সে চিত্র নিরখি বৃত্র আবার নীরব।
লাবণ্য-মণ্ডিত গণ্ড—দন্তের ছটায়
চিত্ত প্রতিবিম্ব যেন প্রজ্বলিত এবে
সর্ব্ব অঙ্গে, অবয়বে, ললাট, গ্রীবায় !

যেন বা কি দৈব বাণী, অন্যের অশ্রুত,
গোপনে শুনেছে বামা,—তাই সে প্রত্যয়
দৃঢ়তর এত মনে,—তাই উপহাস
করিছে দনুজ-বাক্যে দনুজ-মহিষী।

দেখিয়া দৈত্যের(ও) মনে দর্প উপজিল ;
ঐন্দ্রিলার গর্ব্বে যেন চিত্তে ক্ষণকাল
জন্মিল প্রত্যয় হেন—তাঁহারি সে ভ্রম !
ঐন্দ্রিলা কহিলা তবে কটাক্ষ হাসিয়া,

"বামা আমি"—বলি দম্ভে সম্ভাষি গম্ভীর,
দাঁড়াইল মহাদর্পে শির উচ্চ করি,
ভুজঙ্গী ঘাতকে লক্ষ্যি দংশিবার আগে
সঘন গর্জ্জিয়া যেন প্রসারয়ে ফণা।

কিম্বা যেন রাজহংসী পদ্মবন লুটি
মৃণাল-আহারে তুষ্ট স্বচ্ছ সরোবরে,
চঞ্চুতে পঙ্কজ-শোভা, পক্ষ সাপটিয়া
মধ্যহ্রদে স্থির হ'য়ে গ্রীবা উচ্চ করে !

"বামা আমি—দনুজেন্দ্র, রমণী কি হেয় ?
তুচ্ছ কীট-পতঙ্গ সদৃশ কি হে বামা ?
পুরুষের বন্ধু বামা—মন্ত্রী পুরুষের,
বীরের একই মাত্র সহায় রমণী।

শুন, অহে দৈত্যনাথ, 'বামা' সত্য আমি,
ঐন্দ্রিলা ত্রিলোকখ্যাত গন্ধর্ব্বদুহিতা ;
সামান্যা অবলা নহে দানবী ঐন্দ্রিলা ;
ঐন্দ্রিলা তোমার ভার্য্যা, শুন হে দানব।

সত্যই যদ্যপি শচী-হরণে ত্র্যম্বক
ক্রুদ্ধ হ'য়ে ক্রোধানল জ্বালিলা গগনে,

সত্যই যদ্যপি হয় সে উচ্চ নিনাদ
প্রলয়-বিষাণ-শব্দ—স্তব্ধ কেন তায় ?

খণ্ডন অসাধ্য এবে সংঘটন যাহা ;
ক্রুদ্ধ যদি উমাপতি, সে ক্রোধ নির্ব্বাণ
হবে না, জানিহ, পুনঃ,—ভাবনা কি তবে ?
ভাবনা কার্য্যের আগে, সাধন এখন।

স্খলিত হিমানীস্তূপ কম্পিত ভূধরে
ঘর্ঘর নিনাদি, চূর্ণ করি শৃঙ্গমালা,
ধায় যবে ধরাতলে অরণ্য উজাড়ি,
কে নিবারে গতি তার—কার সাধ্য হেন ?

তেমতি জানিও ইহা ;—নতুবা দৈত্যেশ,
দানবেন্দ্রনামে ঘোর কলঙ্ক লেপিতে
বাসনা যদ্যপি থাকে, স্বর্গজয়ী নাম
ঘুচাইতে চাও যদি—শচী ফিরে দাও,

ফিরে দাও শচী তার পতির নিকটে
নিজে ভেটবাহী হ'য়ে, নিঃশঙ্ক দানব।
নহে কহ আমি তার দাসী হ'য়ে যাই,
করযোড়ে ইন্দ্রাণীরে সঁপি ইন্দ্র-করে !"

দেখিলা দানবরাজ গরিমার ছটা
ঐন্দ্রিলার মুখপদ্মে—যথা সে পঙ্কজে
সূর্য্যের কিরণমালা, অরুণ যখন
অরুণস্যন্দনে চাপি, নীলাম্বর পথে

আনন্দে চালায় রথ ; মৃদু কলস্বরে
জাগায় মানবে সুখে বিহঙ্গমব্রজ।
নিরখি পূর্ণেন্দুমুখ, দৈত্যরাজ-মুখে
ভাতিল অতুল জ্যোতি,—শশাঙ্ক-কিরণ

চূর্ণ মেঘস্তরে যথা ! ঢাকিল আবার
(ঢাকে যথা মেঘচূর্ণ পূর্ণশশধরে)
দনুজেন্দ্র-মুখকান্তি চিন্তার ছায়াতে ।
কহিলা মহাদানব চিন্তি ক্ষণকাল,

"বামা তুমি ইন্দুমুখী গন্ধর্ব্বনন্দিনি,
এ নহে নিসর্গখেলা—তা হ'লে কি কভু
আতঙ্কে আমার নেত্রে পলক পড়িত !—
নিসর্গ-ক্রীড়ার রঙ্গ দেখেছি সে কত ।"

কহিলা—"এ মহেশের ক্রোধ(ই) যদি হয়,
কি চিন্তা এখন তাহে ? জান না ঐন্দ্রিলে,
মৃত্যুঞ্জয় আশুতোষ—ক্রোধ নাহি রয় !
শচীরে ছাড়িব আমি তুষিতে মহেশ ।"

এত কহি রতিরে কহিলা দৈত্যপতি
"শীঘ্র যাও, মদনমোহিনি, শচীপাশে,
কহ তারে আসিতে এথায় ; কায়ক্লেশ
ঘুচাব তাহার অচিরাৎ ।" দ্রুতগতি

দৈত্যপতি হইলা বাহির ; মহাবেগে
উঠিল প্রাচীরে চাহি দেখিলা চৌদিকে,—
দৈত্যদৃষ্টি যত দূর—দূরপ্রান্তে তার,
অধিত্যকা, উপত্যকা আচ্ছাদন করি

জ্বলিছে দেবের তনু গভীর নিশীথে !
স্থানে স্থানে রাশি রাশি—কোথাও বিরল—
কোথা অবিরল শ্রেণী দু'একটি কোথা !
দিগন্ত ব্যাপিয়া শোভা ! দেখিতে তেমতি

হে কাশি, তোমার তটে—জাহ্নবীসলিলে
ভাসে যথা দীপমালা তরঙ্গে নাচিয়া

কার্ত্তিকের অমানিশা-অন্ধকার হরি,—
মত্ত যবে কাশীবাসী দেওয়ালী-উৎসবে !

অথবা দেখিতে, আহা, নক্ষত্র যেমন—
নক্ষত্র নিশীথ-পুষ্প—নীলাম্বর মাঝে
শোভে যবে অন্ধকারে গগন আবরি !
দীপ্ত সে আলোকে নানা বর্ম্ম, প্রহরণ,

খড়্গ, অসি, শূল, ভল্ল, নারাচ, পরশু ;
কোদণ্ড বিশাল-মূর্ত্তি, গদা ভয়ঙ্কর,
জ্যোতির্ম্ময় দীপ্ত-তনু তূণীর, ফলক,
তোমর, মার্গণ, টাঙ্গী ভীম খরশান !

কোনখানে স্তূপাকার জ্বলিছে তিমিরে
বিবিধ অস্ত্রের রাশি, কোথাও উঠিছে
রথের ঘর্ঘর শব্দ—নেমি দীপ্তিময় ;
কোথা শ্রেণীবদ্ধ রথ, কোথাও মণ্ডলে।

তুরঙ্গের হ্রেষারব, করীর বৃংহিত,
মহিষের ঘোর শব্দ উঠিছে কোথাও,
গাঢ়তর রজনীর নিঃশব্দতা হরি ;—
কোথাও মাধুর্য্যপূর্ণ অমরের বাণী।

কোন বা শিবির'পরে শিখিপুচ্ছ শোভে ;
কোন শিবিরের চূড়ে মৃগাঙ্ক অঙ্কিত ;
হেমকুম্ভ কার(ও) ধ্বজে, কার(ও) ধ্বজে তারা,
কোন বা শিবির-ধ্বজে জ্বলন্ত পাবক।

কত স্থানে স্তূপাকার মেঘের বরণ
বিশাল শরীর, মুণ্ড, ভুজদণ্ড, উরু,
রুধিরাক্ত দৈত্যবপু, দেখিতে ভীষণ,
ভয়ঙ্কর করিয়াছে দেবরণস্থল।

দেখিতে দেখিতে নিশি প্রভাত হইল,
স্বর্গের দিবার জ্যোতি উদিল পূর্ব্বেতে,
দন্ত কড়মড়ি দৈত্য, নিশ্বাসে হুঙ্কারি,
ফিরিল আকুল-চিত্ত মন্ত্র-সভাতলে।

উচ্ছলিত হৃদিতল অশুভ চিন্তায়,
ক্রোধে, তাপে, প্রজ্বলিত রণক্ষেত্র হেরি,
ভুলিতে চিত্তের ব্যথা সমর-প্রাঙ্গণে
প্রতিজ্ঞা করিলা দৈত্য ; সুমিত্রে ডাকিয়া

আজ্ঞা দিলা সেনাবৃন্দে সমরে সাজিতে।
অমরা-উত্তর-দ্বারে—যেথা মহারথ
অমরসেনানীগণ কার্ত্তিকেয় আদি—
সাজিতে লাগিল সৈন্য ভীম কোলাহলে।

ত্রয়োদশ সর্গ

নগেন্দ্র-অঞ্চলে—যেথা নগেন্দ্র-সম্ভবা
তটিনী অলকনন্দা কল কল স্বরে
কহিছে, অটবী-অঙ্গ ধীরে প্রক্ষালিয়া,
"দিনমণি অস্তগত"—উরিলা সুরেশ

ছাড়িয়া অম্বরপথ। বিশাল বিস্তৃত
রম্য সে অরণ্যদেশ!—সন্ধ্যার তিমির,
গাঢ়তর স্নেহে যেন দিয়া আলিঙ্গন,
আদরে ধরেছে সুখে অটবী-সখীরে!

অরণ্য, ভিতরে কত মহীরুহরাজি—
পলাশ, শিরীষ, বট, অশ্বত্থ, শাল্মলী,
জটে জটে, স্কন্ধে স্কন্ধে, জড়ায়ে জড়ায়ে
নিঃশব্দে ভাবিছে যেন ভীম বাত্যা-তেজ

বিরাজিছে অরণ্যানী—দেখিতে তেমতি,
হাসি, কান্না, ক্রোধ যেন একত্রে মিশ্রিত !
কোথা শান্ত স্থির ভাব, কোথা ভয়ঙ্কর,
কোথা বা তমসা-পূর্ণ বিবর্ণ মলিন !

ধীর-পদে, শর্ব্বরীর ঘোর অন্ধকারে
চলিলা বাসব বক্র অরণ্য-বর্ত্মেতে,
শুনিতে শুনিতে কত—ফেরু-ঝিল্লি-রব,
বিকট তক্ষকনাদ ভল্লুক-চীৎকার,

পেচকের ঘোর ধ্বনি, কেশরিগর্জ্জন
ভয়াতুর বিহঙ্গের পক্ষের নিস্বন,
শাখাচ্যুত পল্লবের শব্দ মৃদুতর,
পবনের স্বন্ স্বন্ সুঘোর নিশ্বাস ।

নিবিড় তিমিরাচ্ছন্ন পল্লব-রাজিতে
দেখিলা খদ্যোতদ্যুতি শোভিছে কোথাও
সাজাইয়া তরুরাজি অপরূপ রূপে—
কোটি মণিখণ্ড যেন অটবী-মস্তকে !

কোথাও আবার শাখা-জটা ভয়ঙ্কর—
নিশাচর যেন ঘোর ঘন অন্ধকারে
প্রসারণ করে কর !—দেখিতে দেখিতে
চলিলা অমরনাথ কৌতুকে মগন ।

নিরখিলা এক স্থানে আসি কিছু দূরে
রমণী-মণ্ডলী-শোভা বন-অন্ধকারে—
রজনী-সীমন্তে যথা তারকার দাম
শোভে, শূন্য শোভা করি, মৃদুল রশ্মিতে !

আলিঙ্গন পরস্পরে, মধুর সম্ভাষ
জিনি কলকণ্ঠ-ধ্বনি— সুখের মিলনে

প্রবাসী ভাসয়ে যথা স্বদেশী লভিয়া !
নির্ব্বাসিত কিম্বা যথা ফিরি নিজালয়ে !

দেখিতে লাগিলা ইন্দ্র পৌলোমীবল্লভ
সে সুদৃশ্য মনোহর অদৃশ্য ভাবেতে,
মহাকুতূহল-মগ্ন ; দেখিলা বিস্ময়ে,
কেহ বা শিখণ্ডী-মূর্ত্তি ছাড়িয়া সুন্দর,

ধরিছে সুন্দরতর, সুর-বিমোহন,
অপূর্ব্ব অঙ্গনারূপ, লাবণ্যমণ্ডিত !
কেহ সুখে কুহু-কণ্ঠ-রূপ পরিহরি
নিন্দিছে শশাঙ্ক-জ্যোতি রূপের ছটায় ।

কুরঙ্গিনীতনু ত্যজি কোন মনোরমা
কুরঙ্গলাঞ্ছন নেত্রে তরঙ্গ তুলিছে,
তাপসের চিত্ত-হর ! কোন সীমন্তিনী
ছাড়িয়া শার্দ্দূল-বেশ, দেহে প্রকাশিছে

অনুপম চারু কান্তি রতিকান্তি জিনি !
কহিছে কোন ললনা,—সুচামর কেশ
লুটিছে চরণ-পার্শ্বে—ভ্রমিছে যেমন
মধুকরকুল রক্ত-কমল উপরে !

কহিছে, "হা কত কাল, অদৃষ্ট রে আর,
সুরাঙ্গনা এ দুর্গতি ভুঞ্জিবে ধরায় !
ধিক্ দেবগণে দৈত্য-রণে পরাজিত !
ধিক্ ইন্দ্রে,—জিষ্ণু নামে কলঙ্ক তাঁহার ।"

হেন কালে অগ্রসরি সুরেন্দ্র বাসব
রমণী-মণ্ডলী-পার্শ্বে দিলা দরশন ;
পৃষ্ঠেতে কার্ম্মুক দীপ্ত, রত্ন-বিভাময়,
জ্বলিছে উজ্জ্বল করি অরণ্য বিশাল ।

হরষিত হংসীকুল নিরখিলে যথা
মরালে মণ্ডল-মাঝে, হরষিত তথা
দেবাঙ্গনাগণ ইন্দ্রে ঘেরিলা চৌদিকে,
দ্রুত সুধাইলা স্বর্গ উদ্ধার কি রূপে ?

কহিলা, "হে শচীনাথ, দারুণ যন্ত্রণা
এত দিনে অবসান ; আর না হইবে
সহিতে প্রবাস-ক্লেশ, হৃদয়ের দাহ,
পশুপক্ষীরূপে ছদ্মবেশে ধরাবাসে।

ত্রিদিবে অসুরদল-প্রবেশ অবধি
পলাইনু মোরা সবে—দাবাগ্নি যেমন
প্রবেশিলে বনে, ধায় কুরঙ্গিনীদল—
তদবধি অনন্ত যাতনা হে সুরেশ ;

কেহ বিহঙ্গিনী-রূপে বৃক্ষের আশ্রয়ে,
কেহ বা কুরঙ্গী, কেহ ক্রৌঞ্চীবেশ ধরি,
মাতঙ্গী, শার্দ্দূলী কেহ, কেহ বা মহিষী,
হা অদৃষ্ট—কেহ রূপে বরাহী, জম্বুকী !

সে দুর্দৈব অবসাদন এত দিনে দেব,
অমরী-উদ্দেশে আ(ই)লা স্বর্গ উদ্ধারিয়া—
হে সুরেন্দ্র, শচীপতি, আ(ই)স এইখানে
অভিষেক করি তোমা অমর উৎসবে।"

বলি ধা(ই)লা নানা জনে পুষ্প-অন্বেষণে,
গাঁথি মালা সাজাইতে মহেন্দ্র-শীর্ষক,
ঝুলাইতে পুষ্পহার সুরেশ-গলায়,—
অমর-সঙ্গীতে বন পুলকিত করি।

ক্ষুব্ধচিত্ত পুরন্দর—যথা বলহীন
কেশরী পিঞ্জর মাঝে—ছাড়িলা নিশ্বাস

গভীর প্রবল বেগে ! হায় রে ভূতলে
দেবেন্দ্র ভিক্ষুক আজি দৈত্য-ভুজদাপে ;

আশ্বাসে করিলা শান্ত সুরকন্যাদলে ;
সুমন্দ গম্ভীর স্বরে কহিলা প্রকাশি
কি হেতু ধরায় গতি ; কহিলা যে হেতু
গতি তাঁর দধীচি-আশ্রমে শিবাদেশে ;

যে বারতা দিলা তাঁরে কুমেরুশিখরে
ইন্দ্র-বাক্যে হরষ-বিষাদে ভাগ্যদেব ।
কহিলা অঙ্গনাদল, "হে পৌলোমী-নাথ,
কিছু অগ্রে দধীচির পবিত্র আশ্রম।

দয়ার সাগর ঋষি ঋষিকুলচূড়া,
অদ্বিতীয় সুরলোকে । জেনেছি আমরা
যে অবধি ভূমণ্ডলে বাস, হে সুরেশ ;—
জীব-উপকারে ঋষি জগতে অতুল ।

ব্রত—পর-উপকার, স্বার্থ-পরিহার ;
কল্পনা, কামনা, চিন্তা—পরের মঙ্গল ;
কিবা কীটে, কি পতঙ্গে সদা দয়াশীল
মুনীন্দ্র কৃপার সিন্ধু—জীবচূড়ামণি ।

জীবন দিবেন তিনি দেবের কল্যাণে,
না চিন্ত ; অমরপতি !" দেখাইলা পথ ।
চলিলা সুরেশ ধীরগতি ।—কতক্ষণে
দেখিলা গগন-প্রান্তে তরুণ কিরণ,

চারু-মূর্ত্তি প্রভাকর শূন্যে সাম্যভাব !
খেলিছে কুরঙ্গরাজি ; অজিন রঞ্জিত
শোভিছে কুটীরদ্বার ; শ্রুতি-সুখকর
স্তুতিধ্বনি চারি দিকে উচ্চে উচ্চারিত ;—

কোথাও ভাস্কর-স্তোত্র-ললিত-লহরী,
গায়ত্রী-বন্দনা কোথা, সন্ধ্যা-আরাধনা,
বিশদ সুরেতে বেদ-সঙ্গীত কোথাও,
কোনখানে "মহিম্নঃ" মহাস্তবপাঠ!

শিষ্যবৃন্দ, আনন্দে ঘেরিয়া তপোধনে,
শুনিছে মহর্ষিবাক্য—অনন্যমানস;
হায় রে, যেমতি বাগীশ্বরী-বীণাধ্বনি
শুনিতে উৎসুক-চিত্ত অমরমণ্ডলী

সৃষ্টির উৎসব-দিনে—পদ্মাসনা যবে
দেব-চিত্ত-মোহকর শুনান ভারতী।
কহিছেন মহা-ঋষি, কিরূপে কলহ,
সর্ব্ব-জীব-দুখমূল, আইল ধরায়!

"এক দিন—হায় কেন উদিল সে দিন—
জলধি-সম্ভবা বিষ্ণু-জায়া স্বর্গধামে
চাহিলা বিরিঞ্চি-পাশে, সৃষ্টিতে অতুল,
অপরূপ রত্ন কোন(ও) সৃজি দিতে তাঁরে!

বিধাতা সৃজিলা ফল অতুল ভুবনে—
কান্তি, চন্দ্র-শোভা জিনি—ভ্রান্তি নিরখিলে;
সৌরভ জিনিয়া চারু সুরভি পীযূষ,
অমর-দনুজে ঘোর দ্বন্দ্ব যার লাগি,

ফিরে যবে দেবাসুর অম্বুনিধি মথি
শ্রান্তদেহে অমরায়—দগ্ধ হলাহলে!
অনন্ত যৌবন ফলে পরশিলে বামা,
পুরুষের করস্পর্শে অক্ষয় প্রতাপ।

ব্রহ্মাণী মোহিলা হেরি, চাহিলা সে ফল;
ক্রোধান্ধ কেশবজায়া; দেবীবৃন্দ মাঝে

উপজিল ঘোর দ্বন্দ্ব ;—না চিন্তি বিধাতা
নিক্ষেপিলা বিষময় ফল ধরাতলে।

তদবধি ঈর্ষা, দ্বেষ, হত্যা এ জগতে !
নর-রক্তে নিমজ্জিত এ ধরণী-তল !
রণ-স্রোত প্রবাহিত সে অবধি ভবে—
মানব-নিধনে যাহা নিত্য মহামারি !

কত দিনে বুঝিবে রে মনুজ-সন্তান
কি কুটিল ব্যাধি লোভ !—কি কূট গরল
নরকুল-দেহে দ্বন্দ্ব !—কবে সে বুঝিবে
আত্মার পশুত্ব লাভ সমর-প্রাঙ্গণে।

কুটিল, কূট-কটাক্ষী, হত্যা ভয়ঙ্করী
সাধিতে যা পারে ভবে, নারে কি রে তাহা
অমর-নন্দিনী দয়া সরলা সুন্দরী ?
কবে নরকুল—অবনী-সামন্ত-রত্ন—

মিলি সখ্যভাবে সুখে নিত্য ছড়াইবে
ভ্রাতৃত্বের সুখ-ধারা ; যথা সে সুখদা,
বিমল-তরঙ্গা গঙ্গা পুণ্যভূমি মাঝে
ছড়ান সলিলধারা মানবে রক্ষিতে !

হা দেব কমলাপতি, দেব বিশ্বম্ভর !
হর বিশ্বভার শীঘ্র এ ভ্রান্তি ঘুচায়ে—
ভ্রান্ত নরকুলে, দেব, কর চিরসুখী !
হৃষীকেশ, হও, প্রভো, মানবে সদয় !”

পৌলোমী-ভরসা ইন্দ্র, মুগ্ধ ঋষিভাষে,
অলক্ষ্যে অদৃশ্যভাবে ছিলা এতক্ষণ,
পূর্ণ জ্যোতি দেবকান্তি এবে প্রকাশিলা।
নীরদ-লাঞ্ছন কেশ প্লাবিত কিরণে,

বক্ষেতে বিশাল বর্ম্ম—ভাস্কর যেমন
প্রভাতে অরুণোদয়ে কুহেলি আবৃত।
শোভিছে অতুল তূণ, সুন্দর কার্ম্মুক—
কাদম্বিনী কোলে যাহা চির শোভাময়!

জ্বলিছে সহস্র অক্ষি, যথা তারাদল
নিশীথে শর্ব্বরীকোলে! উঠি তপোধন
সশিষ্যে, সম্ভ্রমে সুখে অতিথি সম্ভাষি,
যোগাইলা মৃগচর্ম্ম—পবিত্র আসন।

জিজ্ঞাসিলা সুশীতল গম্ভীর বচনে
"আশ্রমে কি হেতু গতি? কিবা অভিলাষ?"
ভগ্নচিত্ত আখণ্ডল নেহারি নির্ম্মল
কৃপালু ঋষির মুখ,—ভগ্নচিত্ত যথা

দয়ালু দর্শক-বৃন্দ নবমীর দিনে
যূপকাষ্ঠে বান্ধে যবে নির্দ্দয় কামার,
মহিষমর্দ্দিনী দশভুজা-মূর্ত্তি আগে,
অসহায় ছাগ, মেষ, পূজায় অর্পিতে!

কে পারে আনিতে মুখে, সে নিষ্ঠুর বাণী—
কে পারে চাহিতে অন্যে প্রাণ ভিক্ষাদান,
না পেয়ে হৃদয়ে ব্যথা? কে হেন দারুণ
প্রাণীমাঝে?—নিস্পন্দ, নিস্তব্ধ পুরন্দর!

হেরি ঋষি, ক্ষণকালে, ধ্যানেতে জানিলা
অতিথির অভিলাষ; গদ গদ স্বরে
মহানন্দে তপোধন কহিলা তখন,
"পুরন্দর, শচীকান্ত?—কি সৌভাগ্য মম,

জীবন সার্থক আজি—পবিত্র আশ্রম!
এ জীর্ণ পঞ্জর অস্থি পঞ্চভূতে ছার

না হ'য়ে অমরোদ্ধারে নিয়োজিত আজি !
হা দেব, এ ভাগ্য মম স্বপ্নের(ও) অতীত !"

এতেক কহিয়া ধীরে মহাতপোধন,—
শুদ্ধচিত্তে পট্টবস্ত্র, উত্তরীয় ধরি,
গায়ত্রী গম্ভীর স্বরে উচ্চারি সঘনে,
আইলা অঙ্গন-মাঝে ; কৈলা অধিষ্ঠান

সুনিবিড়, সুশীতল, পল্লব-শোভিত,
শতবাহু বটমূলে। আনি যোগাইলা,
সাশ্রুনেত্রে শিষ্যবৃন্দ, আকুল-হৃদয়,
যোগাসন গাঙ্গেয় সলিল সুবাসিত।

জ্বালিলা চৌদিকে ধূপ, অগুরু, গুগ্‌গুল,
সর্জ্জরস ; সুগন্ধিত কুসুমের স্তর
চর্চ্চিত চন্দনরসে রাখিলা চৌদিকে,
মুনীন্দ্রে তাপসবৃন্দ মাল্যে সাজাইলা।

তেজঃপুঞ্জ তনুকান্তি জ্যোতি সুবিমল
নির্ম্মল নয়নদ্বয়ে, গণ্ড, ওষ্ঠাধরে !
সুললাটে আভা নিরুপম ! বিলম্বিত
চারু শ্মশ্রু, পুণ্ডরীকমাল্য বক্ষঃস্থলে !

বসিলা ধীমান্—আহা, ললিত দৃষ্টিতে
দয়ার্দ্র হৃদয় যেন প্রবাহে বহিছে !
চাহি শিষ্যকুলমুখ, মধুর সম্ভাষে
কহিলেন, অশ্রুধারা মুছায়ে সবার,

সুধাপূর্ণ বাণী ধীরে ধীরে ;—"কি কারণ,
হে বৎসমণ্ডলি, হেন সৌভাগ্যে আমার
কর সবে অশ্রুপাত ? এ ভব-মণ্ডলে
পরহিতে প্রাণ দিতে পায় কত জন !

হিতব্রত সাধনেতে হৃদয়ে বেদনা ?
হায় রে অবোধ প্রাণী—এ নশ্বর দেহ
না ত্যজিলে পরহিতে কিসে নিয়োজিবে ?
লভি জন্ম নরকুলে কি ফল হে তবে ?

অনুক্ষণ জীবনের স্রোতধারা ক্ষয়,
হয় সে কতই রূপে !—কেন তবে হেন,
ঘটে যদি কার(ও) ভাগ্যে সে দুর্লভ যোগ,
কাতর নরের চিত্ত সে ব্রত সাধনে ?

হে ক্ষুব্ধ তাপসবৃন্দ, হে শিষ্যমণ্ডলী,
জগত-কল্যাণ হেতু নরের সৃজন,
নরের কল্যাণ নিত্য সে ধর্ম্মপালনে ;
নিঃস্বার্থ মোক্ষের পথ এ জগতীতলে ।”

ঋষিবৃন্দে আলিঙ্গন দিলা এত বলি,
আশীষিলা শিষ্যগণে ; কহিলা বাসবে—
“হে দেবেন্দ্র, কৃপা করি অন্তিমে আমার
কর শুচি দেহ মম বারেক পরশি ।”

অগ্রসরি শচীপতি সহস্র-লোচন
তপোধনশিরঃ স্পর্শি সুকর কমলে,
কহিলা আকুল স্বরে—শুনি ঋষিকুল
হরষ-বিষাদে মুগ্ধ—কহিলা বাসব—

“সাধুশিরোরত্ন ঋষি তুমিই সাত্ত্বিক !
তুমিই বুঝিলা সার জীবের সাধন !
তুমিই সাধিলা ব্রত এ জগতীতলে
চির মোক্ষফলপ্রদ—নিত্য হিতকর !

জীবময় নররূপী—অকূল জলধি,
ভাসিছে মিশিছে তায় জলবিম্ব প্রায়

জীবদেহ অনুদিন ! এ ভব-মণ্ডলে
অক্ষয় তরঙ্গময় জীবন-প্রবাহ !

ক্ষুদ্র প্রাণী-দেহ ক্ষয়ে এ সিন্ধু-সলিল
হ্রাস বৃদ্ধি নাহি জানে—নিয়ত গভীর
স্রোতময় ! অহিত জগতে নহে তায়,
অহিত—নিষ্ফলে প্রাণী-দেহের নিধনে !

প্রাণী মাত্রে—কি মহৎ, কিবা ক্ষুদ্রতম—
সাধিতে পারয়ে নিত্য মানবের হিত,
সাধিতে পারয়ে নিত্য অহিত নরের,
আপন আপন কার্য্যে জীবন-ধারণে।

বালিবৃন্দ যথা নিত্য রেণু পরিমাণে
বাড়ে দিবা, বিভাবরী, সাগর-গর্ভেতে,
ক্রমে স্তূপ—দ্বীপাকার—ক্রমশঃ বিস্তৃত
বৃহৎ বিপুল দেশ তরু-গিরিময়,

তেমতি এ নরকুল উন্নত সদাই,
সাধু-কার্য্যে মানবের—প্রতি অহরহ।
কর্ত্তব্য নরের নিত্য স্বার্থ-পরিহার,
জীবকুল-কল্যাণ সাধন অনুদিন !

পরহিতব্রত, ঋষি, ধর্ম্ম যে পরম ;
তুমিই বুঝিয়াছিলে উদ্‌যাপিলে আজ।
মুছ অশ্রু ঋষিবৃন্দ,—ঋষিকুলচূড়া
দধীচি পরম পুণ্য লভিলা জগতে।

কি বর অর্পিব আর নিষ্কাম তাপস,
না চাহিলা কোন বর, এ সুকীর্ত্তি তব
প্রাতঃস্মরণীয় নিত্য হবে নরকুলে !
তব বংশে জনমি মহর্ষি দ্বৈপায়ন

করিবে জগতখ্যাত এ আশ্রম তব—
পুণ্য বদরিকাশ্রম পুণ্যভূমি মাঝে !"
বলিয়া রোমাঞ্চতনু হইলা বাসব
নিরখি মুনীন্দ্রমুখে শোভা নিরমল !

আরম্ভিলা তারস্বরে চতুর্ব্বেদ-গান,
উচ্চে হরিসংকীর্ত্তন মধুর গম্ভীর,
বাষ্পাকুল শিষ্যবৃন্দ—ধ্যানমগ্ন ঋষি
মুদিলা নয়নদ্বয় বিপুল উল্লাসে।

মুনি-শোকে অকস্মাৎ অচল পবন,
তপনে মৃদুল রশ্মি, স্নিগ্ধ নভস্তল,
সমূহ অরণ্য ভেদি সৌরভ উচ্ছ্বাস,
বনলতা তরুকুল শোকে অবনত !

দেখিতে দেখিতে নেত্র হইল নিশ্চল,
নাসিকা নিশ্বাসশূন্য, নিস্পন্দ ধমনী,
বাহিরিল ব্রহ্মতেজ ব্রহ্মরন্ধ্র ফুটি
নিরুপম জ্যোতিঃপূর্ণ—ক্ষণে শূন্যে উঠি

মিশাইল শূন্যদেশে। বাজিল গম্ভীর
পাঞ্চজন্য—হরিশঙ্খ ; শূন্যদেশ যুড়ি
পুষ্পাসার বরষিল মুনীন্দ্রে আচ্ছাদি !—
দধীচি ত্যজিলা তনু দেবের মঙ্গলে।

চতুর্দ্দশ সর্গ

অমরার প্রান্তভাগে মন্দাকিনীতীরে
মন্দির পাষাণময়, নিভৃত আলয়,
অনুতপ্ত অমরের চির চিন্তাধাম ;—
বন্দী এবে ইন্দ্রজায়া সে তপোমন্দিরে

চতুর্দ্দিকে সেই সব নিকুঞ্জ-কানন,
স্বর্গজাত তরুরাজি সৌরভ-পূরিত,
সেই পারিজাত পুষ্প—শোভা ঘ্রাণে যার
উন্মাদিত দেবচিত্ত। শোভিছে আলোকে
দূরে বৈজয়ন্তপুরী—ইন্দ্র-অট্টালিকা—
চারু কারুকার্য্যে যায় সৃষ্টিতে অতুল
করিলা অমরশিল্পী—শিল্পীকুলরাজ
বিশ্বকৃৎ; সুখিত অমর বাসগৃহ।
দূরে সে নন্দনবন শোভিছে তেমতি
প্রমোদ বিশ্রাম সুখ চিরদিন যায়
লভিলা বাসবজায়া; শোভিছে তেমতি
চির পরিচিত যত অমর-বিভব।
শচী পেয়ে পুনরায় অমরার মাঝে
অমরা হাসিছে আজি! নব কুসুমিত
নন্দনে কুসুমদল সুগন্ধ ছড়ায়ে
ভাসিছে অপূর্ব্ব সুখে। উন্মাদিত প্রাণে
পারিজাত পরিমল করি বিতরণ
খুলিছে হৃদয়দ্বার! নির্ম্মল মলয়
গন্ধে মুগ্ধ করি স্বর্গ আনন্দে ছুটিছে
হরিতে শচীর শ্রান্তি! হরষে অধীর
ছুটেছে তরঙ্গময়ী মন্দাকিনী-ধারা
প্রক্ষালি পবিত্র জলে শৈল নিকেতন—
শচী-নিকেতন আজি! মনঃশিলাতল
আরো মনোরম মূর্ত্তি শচী-সমাগমে!
কে আছে ত্রিলোক মাঝে প্রাণী হেন জন
সুদূর প্রবাস ছাড়ি স্বদেশে ফিরিয়া,
(কি পঙ্কিল, কিবা মরু, কিবা গিরিময়
সে জনমভূমি তার,) নিরখি পূর্ব্বের
পরিচিত গৃহ, মাঠ, তরু, সরোবর,
নদী, খাত, তরঙ্গ, পর্ব্বত, প্রাণীকুল,

নাহি ভাসে উল্লাসে, না বলে মত্ত হ'য়ে
'এই জন্মভূমি মম!' কে আছে রে, হায়,
ফিরিয়া স্বদেশে পুনঃ না কাঁদে পরাণে
হেরে শত্রু-পদাঘাতে পীড়িত সে দেশ!
বিজেতা-চরণতলে নিত্য বিদলিত
বলিতে আপন যাহা—প্রিয় এ জগতে!
বিজন অরণ্যভূমি—বনের(ও) কুসুম
ভুঞ্জিতে পরাণে ভয়! শত্রুর অর্চ্চনা
দেব-অর্চ্চনার আগে ত্রিসন্ধ্যা যেখানে!
কে না ভোগে নরকের যন্ত্রণা সে দেশে?
চিন্তময়ী ইন্দ্রপ্রিয়া শচীর হৃদয়ে
সে পীড়া-দহন আজি। গভীর উচ্ছ্বাসে
বহিছে হৃদয়তলে চিন্তার হিল্লোল!
নয়ন ফিরাতে চিত্তে বিন্ধে তীক্ষ্ণ শলা!
চপলা তরলমতি সে শোভা হেরিয়া
ধরিতে নারিলা ধৈর্য্য সুরেশ-জায়ারে
সম্বোধন করি ধীরে কহিতে লাগিলা,
দেখাইয়া অমরার শোভা চারি দিকে;—
"হের, সুরেশ্বরি, হের, চারি ধারে কত
অমরের কীর্ত্তিস্তম্ভ! আহা কি সুন্দর
জম্ভভেদি প্রতিমূর্ত্তি বিরাজে ওখানে!
ভগ্ন ডানি ভুজ এবে—তবু কি সুন্দর!
নমুচি-সূদন নাম যা হ'তে ইন্দ্রের,
হের, ইন্দ্ররমা, সেই নমুচি নিধন
হতেছে বাসব-হস্তে!—পাষাণে রচিত
কি সুচারু মূর্ত্তি, আহা, দেব বাসবের!
অই পাকদৈত্য পড়ে সুরেন্দ্রের শরে!
অই বলাসুর বীর রুধির উদগারি
ত্যজিছে বিশাল বপু। বিশ্বকর্ম্মা-করে
রচিত বিচিত্র আরো দেবকীর্ত্তি কত।

অই হের মনোহর সে শোভামণ্ডপ,
রত্নাগার নাম যার ; পদ্মযোনি যায়
করিতেন অধিষ্ঠান ইন্দ্রপুরে আসি !
তেমতি উজ্জ্বল শোভা এখন(ও) তাহাতে
অই সেই কমলার কোমল আসন
মণিময় পদ্মে গাঁথা ! দৈত্য দুরাচার
হরেছে কতই দেখ মণিখণ্ড তার !
বিষ্ণু-রত্নাসন-শোভা, দেখ তার পাশে !
কি বিচিত্র, আহা মরি, বেদী নিরুপম,
ত্রিভুবন-মোহকর—ত্রিদিবে অতুল,
বসিতেন আসি যায় জগতজননী
কাত্যায়নী ত্রিনয়না—শূলপাণি সহ !
অই বিরাজিছে সেই বাণীর মন্দির,
শ্বেতভুজা আনন্দে বিহ্বলা যার মাঝে,
সপ্ততার বীণা ধরি গায়িতেন সুখে
অমর-সৃজন বার্ত্তা ! পড়ে কি স্মরণে
হে দেবেন্দ্র-মনোরমা, কি আনন্দ-স্রোত
ভাসিত অমরামাঝে ? মহর্ষি নারদ
উন্মত্ত সে গীত শুনি নাচিত হরষে !
পঞ্চ তালে তাল সুখে দিতেন মহেশ !
হে সুরেশ-প্রণয়িনি, কি চিন্তা মধুর
হেরে পুনঃ এই সব ! কত সে স্মরণ
হয় গত কথা ! অনন্ত হিল্লোল
উথলিত চিত্ত-মাঝে যেন অকস্মাৎ !
আহা, প্রবাসের পরে, কিবা মনোহর
স্মৃতিরশ্মি চিন্তাপথে খেলে মৃদুতর
অস্তসূর্য্যরেখা যথা কাদম্বিনী-কোলে
খেলায় সন্ধ্যার মুখে উজলি গগন !
বিষাদ-হরষমাখা মধুর বচনে
কহিলা সুরেশকান্তা "হে চারুহাসিনি,

কোথা বল অমরার সে শোভা এখন !
কোথা সে অতুল স্বর্গ ইন্দ্ররমণীর !
কেন আর চিত্ত দাহ করিস্‌, চপলে,
শুনায়ে ও সব কথা ! শিখিব যখন
সেবিতে ঐন্দ্রিলাপদ শুনিব আহ্লাদে !
স্বর্গ নহে, চপলা, এ—ইন্দ্রাণীর কারা !"
"কি কহিলা, ইন্দ্রজায়া, কারা এ তোমার ?"
কহিলা চপলা দুঃখে অন্তরে আকুল
"চারি ধারে এই সব অমর বিভব
হাসিছে না আজ(ও) কি সে তেমতি গৌরবে ?
বলিছে না অই শোভামণ্ডিত সুমেরু,
শিখর উঠেছে যার অনন্ত বিদারি,
তোমার(ই) চরণ তার সেবিতে বাসনা ?
বলিছে না এ দেবদেউল উচ্চশিরে
'বৈজয়ন্ত শচীধাম' ? এই মন্দাকিনী
কার পদ প্রক্ষালিতে মহাগর্ব্বে হেন
চলেছে তরঙ্গ তুলি ? ভ্রমিছে হরষে
আবর্ত্ত পুষ্কর আদি অই যে অম্বরে
কারে পৃষ্ঠাসন দিতে ? অই যে বিজুলি
কার রথ-চক্রনেমি ভাতিতে ছুটিছে ?
শচী ঐন্দ্রিলার দাসী বলে কি উহারা ?
কিম্বা বলে সুরেশ্বরী মহিষী তাদের ?"
উৎসুক উৎফুল্ল মুখ হেরি চপলার,
সুক্কনে হাসির রেখা, সুরেন্দ্র-রমণী
আলিঙ্গন দিল তায় ; কহিলা "চপলে,
কহ শুনি সুখকর সে শুভ সম্বাদ,
রতি শুনাইলা যাহা সে দিন আমায়,—
জয়ন্ত-চেতনপ্রাপ্তি বারতা মধুর !
না মিটে পিপাসা মম সে কথা শুনিয়া !
সখি রে, ধরার মাঝে নৈমিষ-বিপিনে

থাকিতাম মনসুখে পুত্র কোলে করি
পেতাম যদ্যপি নিত্য তায়! কি আহ্লাদ,
আহা সখি, ভুঞ্জিনু সে দিন মর্ত্তধামে
পুত্রকোলে বসিনু যখন সে নৈমিষে!
কোথা স্বর্গ তার কাছে, হায় লো চপলে!
ক্ষিপ্ত হয়ে ভাবিলাম তা হ'তে অধিক
সুখ এ অমরালয়ে! পুত্র পেলে কোলে
জননীর স্বর্গসুখ—সর্ব্বত্র সমান!
কত দিনে চপলা রে, সে সুখ আবার
ভুঞ্জিতে পাইব চিত্তে? কত দিনে বল্
জয়ন্তে করিয়া কোলে ভুলি এ দুর্দ্দশা—
দৈত্য-করে আমার এ কেশ আকর্ষণ!"
হেন কালে কামপ্রিয়া আসিয়া নিকটে
বন্দিলা শচীর পদ! আশীষি ইন্দ্রাণী
কহিলা—"মন্মথপ্রিয়ে, সদা সুখী আমি
হেরি তোরে—ভুলিব না মমতা তোমার।
কি সুখী করিলা হায় শুনায়ে সে দিন
জয়ন্ত-চেতন-বার্ত্তা—মধুর সংবাদ!
কহিতেছিলাম এই চপলারে পুনঃ
শুনাতে সে সুসম্বাদ।—হও চিরসুখী।
কি বারতা কহ আজি? কহ, ইন্দুবালা—
চারুমতি দৈত্যবধূ—কি কহিলা শুনি
সে উত্তর? ভাবিলা নিদয়া বুঝি মোরে—
নিদয়া যেমন দৈত্যমহিষী ঐন্দ্রিলা?
কত সাধ, কামবধূ, শুনি তোর মুখে
ইন্দুবালা-বিবরণ, দেখিতে তাহারে!
কিন্তু ভাবি পাছে তার বাসনা পূরালে,
পাপীয়সী ঐন্দ্রিলা পীড়য়ে সে বালায়।"
উত্তরিলা মন্মথরমণী—হাস্যছটা
বিম্বাধরে সদা মনোহর!—"হে বাসব-

মনোরমে, বাসনা পুরিল এত দিনে !
মনোবাঞ্ছা পুরাইলা বিধি ! দিলা মোরে,
সুরেশ্বরি, শুনাতে তোমায় এ সম্বাদ !
মৃত্যুঞ্জয় এত দিনে সদয় তোমায় !
এত দিনে হৈমবতী হেরম্ব-জননী
চাহিলা তোমার মুখ ! শিব-ক্রোধানলে
(জ্বলিল যে ক্রোধানল সে দিন অম্বরে)
ত্রাসিত ত্রিদিবজয়ী দনুজ-ঈশ্বর
ভাবিলা ছাড়িবে তোমা মহেশে তুষিতে।
হে সুরেশ-রমা, দৈত্যনাথ কহিলা আমায়
'শীঘ্র যাও, মদনমোহিনি, শচীপাশে,
কহ তারে আসিতে হেথায়' ; অচিরাৎ
কারাবাস শেষ তব, সতি !" নীরবিলা
কামকান্তা মধুরহাসিনী প্রিয়ম্বদা।
ঝটিকার আগে যথা গম্ভীর আকাশ,
পুলোম ঋষির কন্যা—পুরন্দর-জায়া
তেমতি গম্ভীর ভাব ! ভাবিতে লাগিলা
অনঙ্গমহিলা-বাক্যে চিন্তিত অন্তর !
কত ক্ষণ পরে—"না রতি" কহিলা ধীরে
"মায়াবী অসুর ছলে ছলিল তোমায় !
না বুঝিলে, কামবধূ, কালভুজঙ্গিনী
ঐন্দ্রিলার কূটখেলা ! ছাড়িবে আমায় ?
হে অনঙ্গ-সহচরি, এ কথা কিরূপে
হৃদয়ে আশ্রয় দিলে ? যার তরে চর
ধরামাঝে পাঠাইয়া কেশে ধরাইয়া
আমায় আনিল হেথা, তার বাক্য হেলি,
দৈত্যপতি ছাড়িবে শচীরে ! কহ শুনি
কি ছলনে ভুলিলে এ ছলে ? সত্য যদি
ভাবিলে তা, বলো বা কিরূপে—সুসম্বাদ
ভাবিলে ইহায় ? রতি, শুভ সমাচার

শুনাতে আমায়, যদি শুনাইতে আজ
তাপিতশরীর নাথ বাসব আপনি
প্রবেশিলা অমরায়—স্বহস্তে মোচন
করিতে ভার্য্যার দুঃখ। কিম্বা পুত্র মম
জয়ন্ত জননী-ক্লেশ করিয়া নিঃশেষ
আসিছে বসিতে কোলে। হে অনঙ্গরমে,
শচী কি সে দানবের আজ্ঞাবহ দাসী,
আদেশে ছুটিবে তার বলিবে যেখানে ?
মোচন করিতে আমা' নাহি কি সে কেহ,
অকূল অমরকুল থাকিতে এখানে ?
না রতি, কহ গে দৈত্যে—চাহি না উদ্ধার,
সহিব এ কারাবাসে অশেষ যন্ত্রণা,
পতি-হস্তে যত দিন মুক্তি নহে মম !"
এত কহি স্থির নেত্রে শূন্য দেশে চাহি
উচ্ছ্বাসিলা চিত্তবেগ—"হে শিবে শৈলজে,
জীবদুঃখ-বিনাশিনি, শচী নিজালয়ে
সেবিবে ঐন্দ্রিলা-পদ—দেখিবে তা তুমি ?"
নীরবিলা বাসব-বাসনা সুরেশ্বরী।
স্থলপদ্ম তুল্য, মরি, উৎফুল্ল বদনে
শোভা দিল অপরূপ !—প্রভাতিল যেন
তাড়িত কিরণ স্থির তুষার-রাশিতে
আভাময়,—আভাময় করি দশ দিক্ !
  শিহরিলা অনঙ্গ-মোহিনী হেরি শোভা ;
ভাবি মনে অসুরের ক্রোধন মূরতি,
কাঁদিয়া চলিলা ধীরে ঐন্দ্রিলা-আগারে !

পঞ্চদশ সর্গ

গেলা যবে দৈত্যপতি উত্তর তোরণে
দণ্ডিতে অমরদর্প—দণ্ডিতে সমরে
মহাবল বায়ুকুলপতি প্রভঞ্জনে,
দণ্ডিতে দুর্জ্জয় পাশী জলকুলেশ্বরে,
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডদেবে, শাসিতে সংগ্রামে
ভীম শিখিধ্বজ শিবসুতে,—গেলা বরি
রুদ্রপীড়ে সেনাপতি-পদে। দম্ভ ছাড়ি
দ্বারে দ্বারে ফিরিতে লাগিলা দৈত্যসুত।
পূর্ব্বদ্বারে ঘোর রণ দেবতা-অসুরে—
ভীমরঙ্গে যুঝিছে অনল, যুঝে সঙ্গে
ইন্দ্রসুত জয়ন্ত কুমার ধনুর্ধর।
বাজিছে অমরবাদ্য সমর-উল্লাসে ;
দৈত্যরণবাদ্য বাজে অম্বুনিধি-নাদে ;
ভয়ঙ্কর কোলাহল বিদারে অম্বর!
অগ্রসরি চমূমুখে কোদণ্ড টঙ্কারি
দাঁড়াইল রুদ্রপীড়—বাজে ঘোর রণ!
ছুটিল অমর ঠাট ত্রিদিব আকুলি ;
ছুটিল দানব গর্জ্জি জলদ-গর্জ্জনে ;
ঘন ঘন টলে স্বর্গ বীরপদভরে।
কভু ক্ষণকাল, দেবসৈন্য অগ্রসর
বিমুখি দনুজে—কভু নিন্দি দৈত্যসেনা
অমরবৃন্দেরে, ধায় ঘোর কোলাহলে।
ঝটিকা-তাড়নে যথা তরঙ্গ উত্তাল
খেলে রঙ্গে বেলাসঙ্গে সাগরের কূলে—
কভু জলরাশি দম্ভে ছুটে উঠে তীরে,
আবার পালটি ধায় সিন্ধুর গর্ভেতে—
তেমতি সমর-রঙ্গ অমর-দানবে!
লঙ্ঘিয়া প্রাচীর ক্রমে উঠিতে লাগিলা

অমর-বাহিনী ; অগ্নি অগ্নিময়-তনু,
জয়ন্ত ভীষণ, দেব-সেনাদল আগে
ছুটিছে উৎসাহে, সিংহনাদে সুরকুল
করি উৎসাহিত ! পড়ে দেব-অস্ত্রাঘাতে
দৈত্য-অনীকিনী, পড়ে শিলাখণ্ড যথা
আছাড়ি আছাড়ি, ছাড়ি উচ্চ গিরিশৃঙ্গ,
কিম্বা যথা দ্রুমরাজি ঝড়ে মড়মড়ি।
ঘোর উচ্চস্বরে বহ্নি—"হে অমরচমূ,
আর(ও) ক্ষণকাল বীর্য্য দেখাও এমনি,
দেবহস্তগত তবে হয় এ নগরী।—
অই স্থান, হে বীরেন্দ্র বাসবতনয়,
লঙ্ঘিলে, দানবশূন্য নিমেষে এ দ্বার !
দেখিবে অচিরে সে চির আনন্দধাম,
দেখো নাই দেব-চক্ষে বহু কল্প যাহা,—
অমরার চিররত্ন নন্দন উদ্যান।"
বলি অগ্নি, স্ফুলিঙ্গ-মণ্ডিত কলেবর
লম্ফে লম্ফে সর্ব্ব অগ্রে উঠিলা প্রাচীরে,
ছুটিলা জয়ন্ত দ্রুত সসৈন্য পশ্চাতে।
নারে রুদ্রপীড়সেনা সে বেগ ধরিতে ;
বৃত্রসুত যুঝিলা অদ্ভুত পরাক্রমে,
নারিলা ফিরাতে নিজদলে ; ভঙ্গ দিলা
সেনা সঙ্গে, সর্ব্ব অঙ্গে শোণিতের ধারা !
এথায় উত্তর দ্বারে অমর-সুরথী
যুঝিছে দানবসঙ্গে ; সমরে মাতিয়া
দেখাইছে সুরবৃন্দ অমর-বিক্রম,
নিবারি দৈত্যেন্দ্র-ভুজবল ভয়ঙ্কর।
সুরক্ষিপ্ত শররাশি, ঝলসি গগন,
ছুটিছে আকুলি দিক্—বিদারি যেমন
বিদ্যুৎতরঙ্গ ধায় অনন্ত শরীরে—
উগারি অনলরাশি বিভীষণ-শিখা।

পড়ে ভীম জটাসুর, (সঙ্গে ফিরে যার
দ্বিকোটি দানব নিত্য) দৈত্য মহাকায়,
দন্ত কড়মড়ি, ভীম গদার প্রহারে ;
ঘুরাই ঘর্ঘরে যাহা বায়ুকুলপতি,
হানিছে চৌদিকে, নাশি দনুজের দল,
একা লণ্ডভণ্ড করি দ্বিকোটি দানবে।
কালাগ্নি জ্বলিছে অঙ্গে, ধাইছে মার্ত্তণ্ড
উজলি সমর-সিন্ধু—উজলি যেমন
বাড়বাগ্নি ধায় জ্বালি সিন্ধু শত ক্রোশ—
ঘুরায়ে প্রচণ্ড চক্র অসুরে নাশিছে।
পলাইছে দন্তচক্রে দানব দুর্ম্মতি,
(অমর জর্জ্জরতনু দন্তাঘাতে যার,
ভয়ে যার লবণ-সমুদ্র প্রকম্পিত)
পলাইছে স্বদল সহিত ভীম বেগে ;
লক্ষ লক্ষ দৈত্যসেনা ছুটিছে পশ্চাতে—
যথা ঘোর রঙ্গে ধায় ঘুরিতে ঘুরিতে
ঘূর্ণবায়ু সঙ্গে বৃক্ষ, লতা, পত্রকুল !
শত খণ্ডে খণ্ড করি মুণ্ড দানবের
ফেলিলা মার্ত্তণ্ড দেব ; নিমেষে নাশিলা
সহস্র দনুজ বীর, শূন্যে ঘুরাইয়া
দীপ্ত চক্র ভয়ঙ্কর। পড়িলা সমরে,
দুরন্ত বরুণ-হস্তে দানব দুর্জ্জয়
সিংহতুণ্ড—সিংহের সদৃশ মুণ্ড গ্রীবা !
কাঁপিত নাবিকবৃন্দ সদা যার ভয়ে
পশিতে পিঙ্গলার্ণবে—পশিতে যেমনি
কৃতান্ত-ভবনে পাপী। কেশরিগর্জ্জনে
বরুণে নেহারি দৈত্য প্রসারি দ্বিভুজ
(উন্নত বিশাল শালতরুকাণ্ড যথা)
ছুটিলা বিকট বেগে গগন আঁধারি।
দিলা রড় বরুণের অনুচর সেনা

দেখিয়া অদ্ভুত কাণ্ড। গর্জ্জিলা বরুণ—
গর্জ্জিলা যে রূপে পূর্ব্বে, যবে অহিরাজ
উগারিলা কালকূট—নীলকণ্ঠ পেয়!
কহিলা—"যা পলায়ে, রে ভীরু ফেরুপাল
লুকা গিয়া নরকান্ধকারে সুরাধম!
অমরকুলকলঙ্ক! ভঙ্গ দিলি রণে,
পৃষ্ঠদেশে থাকিতে বরুণ? হা পামর!
দেখ, দেবকুলাঙ্গার, দেখ দূরে থাকি,
সে সাহসও থাকে যদি, পাশীর কি তেজঃ।'
বলি হুঙ্কারিলা, যথা হুঙ্কারি প্রলয়ে
আন্দোলি অতলতল তরঙ্গ ছুটান;
ধরিলা সাপটি মহাপাশ—দিলা ছাড়ি!
মেঘমন্দ্র মন্দ্রিল অম্বরে; পড়ে দৈত্য
ভীম নাদে, নখে দন্তে মনঃশিলা ঘাতি,—
ছাইল সমরাঙ্গণ দৈত্যশবদেহ।
যুঝিছে অমরসৈন্য প্রাচীরশিখরে,
নিম্নদেশে হীনবল দনুজবাহিনী,
নিরখি মহাদানব গর্জ্জিলা ভীষণ—
বাসুকিগর্জ্জন ভীম যথা; মহাদন্তে
হানিলা প্রাচীরমূলে ঘোর পদাঘাত;
টলিল অটল ভিত্তি বিশাই নির্ম্মিত!
পড়িল ভাঙ্গিয়া শত খণ্ডে খণ্ড হয়ে,
ভূকম্পনে ভাঙ্গে যথা ভূধরশরীর।
তুলিলা তখন মহাখড়্গ—ভিন্দিপাল—
দুই হস্তে মুষ্টিতে সাপটি; পরশিল
বিশাল অনন্ত প্রান্ত সে খড়্গ ভীষণ।
আক্রুদ্ধ বৃষভ তুল্য বিক্রমে দৈত্যেশ,
খণ্ড খণ্ড করি শূন্য ভীম ভিন্দিপালে,
মথিতে লাগিলা বেগে দেব-চমূরাশি।
উড়িল অমরতনু আচ্ছাদি অম্বর,

যথা সে কার্পাসরাশি উড়ায় ধূনারি
টঙ্কারি ধূননযন্ত্র ক্ষিপ্র দণ্ডাঘাতে।
প্রবাহিল শ্বেত স্বচ্ছ অমর-শোণিত ;
দেব-অঙ্গে বহিল তরঙ্গাকারে ধারা
মনোহর— সৌরভে পূরিয়া অপরূপ।
অক্ষত দেবের তনু অস্ত্রের আঘাতে,
(অশরীরী মারুত যেমন) ছিন্ন নহে
ক্ষণকাল সে ভীম প্রহারে—কিন্তু দেহ
দহে অস্ত্রদাহে, দহে যথা নরদেহ
কূট হলাহলে ঘোরতর। সুরবৃন্দ
জ্বলনে অস্থির, দৈত্যপ্রহারে আকুল,
ছাড়ি স্বর্গতল শীঘ্র উঠিলা বিমানে ;
উঠিলা নিমিষে শূন্যে কোটি ব্যোমযান
আভাময়— দেব-অঙ্গ-শোভা অঙ্গে ধরি
অযুত নক্ষত্র যেন উদিল সহসা
নীলাম্বরে ! অপূর্ব্ব কিরণ অভ্রময়
ছুটিতে লাগিল শূন্যে শতাঙ্গ-লহরী
নিনাদি মধুর নাদে ; ছুটিল চকিতে
শিখিধ্বজ মহারথ ইরম্মদগতি ;
ছুটিল সূর্য্যের একচক্র সুস্যন্দন
উত্তাপে ঝলসি নভশ্চর প্রাণিকুল ;
অপূর্ব্ব নিনাদে পাশী বরুণ স্যন্দন
ছুটিতে লাগিল চক্রে চূর্ণি মেঘদল ;
মনোরথগতি বায়ু-রথ দ্রুতবেগে
আকুল করিল ব্যোমদেশ। বৃষ্টিধারে
দেবপুরী অমরা-উপরে বরষিল
শরজাল—দৈত্যচমূ মুণ্ড, গ্রীবা, বক্ষ,
বাহু ভেদি ; চমকে উজলি অভ্রতনু—
তড়িত-নির্ঝর যথা। দনুজবাহিনী
অনুপায় !—দূর শূন্যে অমর সুরথী

না পারে স্পর্শিতে অস্ত্রে কিম্বা ভুজপাশে।
লাগিল পড়িতে, পলকে পলকে দৈত্য-
সেনা অগণন। নিরখিলা বৃত্রাসুর—
ত্রিনেত্র ঘুরিল ঘন বহ্নিচক্র প্রায়
উজলি বিশাল ভাল; দন্তে হুহুঙ্কারি
বাড়ায়ে বিপুল বপু করিলা দীঘল—
দীঘল ভূধর মেরু যথা; কিম্বা যথা
ফণীন্দ্র বাসুকি সিন্ধু-মন্থন-প্রলয়ে।
দাঁড়াইলা রণস্থলে দনুজেন্দ্র শূর;
প্রসারি সঘনে বাহু, ঘন লম্ফ ছাড়ি,
প্রচণ্ড চীৎকারধ্বনি হুঙ্কারি নাসায়,
দূর শূন্যে দেবযান ধরিতে লাগিলা,
আছাড়ি আছাড়ি চূর্ণ কৈলা ক্ষণকালে
রথ অশ্ব অস্ত্রকুল সুদূরে নিক্ষেপি।
দেবসেনাপতিবৃন্দ ত্রাসিত তখন
আরো দূরতর ঘোর অন্তরীক্ষপথে
চালাইলা দিব্য যান, দিব্য অস্ত্রকুল
চাপে বসাইলা দ্রুত, শিঞ্জিনী টঙ্কারি
ঘোর নাদে; মহাতেজে ছুটিল সঘনে
অস্ত্রকুল, বিশ্বহর প্রলয় পবন
ছুটে যথা ভাঙ্গি গিরিশৃঙ্গরাজি—ভাঙ্গি
দ্রুমকাণ্ড-শাখা বেগে;—মুহূর্ত্তে উড়িল
দশ দিকে, লক্ষ লক্ষ দৈত্য মহাকায়;
লণ্ডভণ্ড দৈত্যব্যূহ। ভয়ঙ্কর বেগে
ছুটিল বারীশ-অস্ত্র মহাপ্রহরণ;—
ত্রিভুবন স্তম্ভিত, কম্পিত চরাচর;
প্রলয়-প্লাবন-রঙ্গে টলিল ভূধর;
ভাসিল দনুজ-দল উত্তাল হিল্লোলে;
শূন্যে ঘুড়ি পড়িতে লাগিলা ঊর্দ্ধপদ
অযুত দনুজতনু দূর নিম্নে বেগে—

পর্ব্বত, ভূতল, সিন্ধু, অতল আচ্ছাদি।
ঘন হাহাকার শব্দ দৈত্যমণ্ডলীতে!
বিকট মৃত্যু-আরাব—দন্তের ঘর্ষণ!
দহিছে দিতিজগণে প্রচণ্ড ভাস্কর
বরষি প্রখর কর—কালানল যেন—
রণক্ষেত্রে অন্য দিকে। যুঝিছে কৌশলী
সমরপণ্ডিত ধীর শূর উমাসুত;
দেখি বৃত্রে অন্য শরে অভেদ্যশরীর
হানিছে সুতীক্ষ্ণতর শর চমৎকার;—
শূন্য ব্যাপি একেবারে বাহিরিছে যেন
কোটি ভুজঙ্গমমালা; মালার আকারে
ঘেরিছে অসুর-অঙ্গ বিন্ধি খরতর,
বিন্ধে যথা বিষদন্ত বিষাক্ত তক্ষক
যমদূত। শরদাহে আকুল অসুর,
লক্ষ্য করি শিবসুতে ধরিলা সাপটি
সংহারীর শেষ শূল—দিলা শূন্যে ছাড়ি।
চলিলা সে অস্ত্রবর অম্বর উজলি,
জ্বলিল দুর্জ্জয় শিখা ঝলকে ঝলকে;
ব্রহ্মাণ্ড পূরিল শূল-গর্জ্জনে ভৈরব।
ঘোর রঙ্গে ভ্রমে অস্ত্র—গ্রহপিণ্ড যেন
হইলে স্বস্থানচ্যুত ভ্রমে শূন্যদেশে—
কভু বক্র চক্রগতি, কভু স্থির ভাব,
কখন নক্ষত্র তুল্য গতি অদভুত!
স্তম্ভিত দনুজ দেব, অস্থির আকাশ,
নেহারি শম্ভুর শূল। কুমার-আদেশে
অদৃশ্য হইলা সূর্য্য আদি ক্ষণকালে—
লুকাইয়া তনু-আভা গভীর তিমিরে!
ডুবিল, মরি রে, যেন আঁধারি গগন
কোটি তারকার বৃন্দ! হরিল দেবতা
দেবতেজে, গগনের তেজোরাশি যত—

না রহিল শর-লক্ষ্য অন্তরীক্ষে আর !
এক মাত্র প্রজ্বলিত শূলের কিরণ
জ্বলিতে লাগিল শূন্যদেশে ক্ষণে ক্ষণে।
প্রান্তে প্রান্তে গগনের ভ্রমিলা ত্রিশূল
ঘুরি অন্তরীক্ষময়, লক্ষ্য না হেরিয়া
ফিরিলা দৈত্যেন্দ্র-করে অভিমানে নত।
দেখিলা দনুজপতি সে অস্ত্র-আলোকে
রণস্থল—ভীম শবস্থল এবে ! একা
সে প্রাঙ্গণ-মাঝে ! যথা নগরাজচূড়া
মৈনাক, মীনেন্দ্র তিমি বেষ্টিত সাগরে,
গজকূর্ম্ম-রণে যবে উড়ে বৈনতেয়।
দেখিলা অদূরে, হায়, ধূলিবিলুণ্ঠিত
দনুজবিজয়-কেতু ! নেহারি দুঃখেতে
দৈত্যনাথ স্বহস্তে ধরিলা সে পতাকা ;
ধীরগতি আলয়ে ফিরিলা চিন্তাকুল।

ষোড়শ সর্গ

নিকুঞ্জ সুন্দর, নন্দন ভিতর,
চারু শোভাময় মুনি মোহকর,
নবীন পল্লবে ঝর ঝর ঝর
নিনাদ মধুর ; থর থর থর
মঞ্জরী দোলে।
সুগন্ধ-মোদিত নিকুঞ্জ কাননে
সুমন্দ মারুত আনন্দিত মনে
ঢলিয়া ঢলিয়া মধুর নিস্বনে
ছুটিছে চৌদিকে—পড়িছে সঘনে
কুসুম-কোলে॥
হাসে ফুলকুল তরুণ সুন্দর ;
সুললিত শোভা, রসে ভর ভর,

শ্বেত রক্ত নীল পীত কলেবর
থরে থরে থরে—হাসি মনোহর
মুকুল-মুখে।
ঝরে সুধাকণা তনু স্নিগ্ধ করি
ঝরে হিম যথা নিশিগন্ধা'পরি ;
ছোটে কুঞ্জময় মধুর লহরী
সঙ্গীত-বাদন—শ্রুতিমূল ভরি
অতুল সুখে॥
ডালে ডালে ডালে ডাকে পাখীকুল ;-
স্বরগ-বিহঙ্গ আনন্দে আকুল ;
কেলি করে সুখে খুঁটিয়া মুকুল
উড়ি ডালে ডালে ; কুরঙ্গ ব্যাকুল
বেড়ায় ছুটে।
ভ্রমে পঞ্চবাণ, পিঠে পুষ্পধনু
হাতে পুষ্পশর, সুমোহন তনু,
অরুণ অধরে প্রভাতয়ে জনু
সুহাসি বিজলী ; নেত্র-কোণে ভানু
তরঙ্গে লুটে॥
ঐন্দ্রিলা কহিছে "শুন হে মদন,
রচিলা নিকুঞ্জ বাসনা যেমন ;
আশার(ও) অধিক এ সুরভি বন
ত্রিদিবে অতুল—সফল সাধন
তোমার স্মর।
দৈত্যপতি হেরি এ কুঞ্জ সুন্দর
বাখানিবে তোমা, শুন গুণধর,
রণশ্রান্ত যবে মহাদৈত্যবর
ফিরিবে এখানে ;—রতি-মনোহর
সুখে বিহর॥"
বলি কুঞ্জে পশি, ঐন্দ্রিলা সুন্দরী
হাসে চারু হাসি সুদর্পণ ধরি ;

হাসে চারু হাসি পীন-পয়োধরী
হেরি বিম্বাধর,—অপাঙ্গ-লহরী
নয়নে খেলা।
"বামা আমি, অহে দৈত্যকুলেশ্বর"
কহে দৈত্যরামা অর্দ্ধ-মৃদু-স্বর,
"শচী ছাড়ি নাথ, আমায় কাতর
করিবে ভেবেছ—ইচ্ছায় আমার
এতই হেলা॥
আমি, দৈত্যনাথ, রমণী তোমার,
বাসনা পূরাতে আছে অধিকার
তোমার(ও) যেমন তেমতি আমার,
হে দনুজপতি, দেখিবে এবার
বামা কেমন।"
হেন কালে শুনি ভূষণের ধ্বনি
ফিরিলা ঐন্দ্রিলা—যেন ভুজঙ্গিনী
ডমরুর রবে, ফিরয়ে তখনি
ফণা ছুলাইয়া—ভাবিয়া ইন্দ্রাণী
করে গমন॥
দেখিলা একাকী অনঙ্গমোহিনী
রতি আসে ধীরে, বাজিছে কিঙ্কিণী;
চিন্তা-অবনত চারু চন্দ্রাননী—
যথা সূর্য্যমুখী, যবে সে যামিনী
হয় আগত।
জিজ্ঞাসে ঐন্দ্রিলা "মদন-মহিলা,
ইন্দ্রপ্রিয়া শচী কোথায় রাখিলা?
বাসব-বনিতা, কহ, কি কহিলা
শুনে সে বারতা,—শিরোপা কি দিলা
মনের মত॥"
"দৈত্যেশ-মহিষি, আমি তব দাসী,
কেন ব্যঙ্গ কর, মুখে নাই হাসি;

ইন্দ্রের কামিনী যে অভিমানিনী
জান ত সকলি—গন্ধর্ব্ব-নন্দিনি,
শচী না আসে।
না চাহে মোচন, চির কারাবাসে
রবে ইন্দ্রজায়া—এ স্বর্গ-নিবাসে,
শচী নাহি চাহে আপন মঙ্গল
দনুজ-প্রসাদে—সহিবে সকল
না ভাবে ত্রাসে॥”

প্রফুল্ল-আনন গন্ধর্ব্ব-কুমারী
নয়ন-কোণেতে রতিরে নেহারি,
খেলায়ে অপাঙ্গে তড়িত-তরঙ্গ
দংশিলা অধর—করি গ্রীবাভঙ্গ
ক্ষণেক থাকি॥

কহিলা, “কি, রতি, ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী
না আসিবে হেথা? সাবাস মানিনী!
বৃথা কি হবে সে অসুরের বাণী
‘শচীর উদ্ধার’?—যাব লো আপনি
এ সব রাখি॥

সাজা দেখি, রতি, ভাল ক’রে মোরে,
কেশ-বেশন্যাস আসে ভাল তোরে;
সাজা লো তেমতি যেন হাসিডোরে
বাঁধি দৈত্যরাজে—রতি, মন ভ’রে
সাজা আমায়।

জিনিয়া সমর ফিরিলে অসুর,
রণশ্রান্তি তাঁর করিব লো দূর
এ নিকুঞ্জ-বনে।—মরি কি মধুর
মদন-কৌশল! মবি কি প্রচুর
সুগন্ধ বায়!”

সাজাইলা রতি গন্ধর্ব্ব-কুমারী,
(ধন্য রতি, তোর গুণে বলিহারি!)

নীলোৎপল যথা ধু'লে ধারাবারি—
ঐন্দ্রিলার মুখ ; অলকার সারি
ভ্রমর তায়।
সাজিলা ঐন্দ্রিলা ; মধুর মাধুরী
বসন ভূষণে পড়ে যেন ঝুরি ;
পড়ে যেন ঝুরি চারু পয়োধরে !
লাবণ্য-তরঙ্গ থরে থরে থরে
নাচিল পায় !
বসন্ত-সময়ে কিবা সাজে রতি
ভুলাতে কন্দর্পে—রূপকুলপতি ?
শিবের সমাধি ভাঙ্গিতে পার্ব্বতী
সাজিলা বা কিবা ? মোহিনী যুবতী
সুধা-তুমুলে ?
নিন্দিয়া সে সব ঐন্দ্রিলা রূপসী
সাজিলা সুন্দর, বাসে কটি কসি ;
কুন্তলে রতন ঝলিছে ঝলসি
তারকার মালা—মন্মথপ্রেয়সী
আপনি ভুলে !
অসুর-মোহিনী নেহারে মুকুরে
সে বেশ-লাবণ্য, গরবেতে পূরে ;
শচীরে পাইবে ভুলায়ে অসুরে
ভাবিল নিশ্চিত ; কোকিলা-কুহরে
কহে, "লো রতি,
সাজা এইখানে যত অলঙ্কার,
যত বেশভূষা আছে লো আমার ;
রতন-মুকুট, মণিময় হার,
জয়লব্ধ ধন,—ধনেশ-ভাণ্ডার
ঢাল যুবতি ॥
আন যান, পুষ্পরথ, অশ্ব, গজ,
নেতের পতাকা, হেমময় ধ্বজ ;

আন বীণা, বেণু, মন্দিরা, মুরজ,
আমার যা কিছু ;—মানস-পঙ্কজ,
ফুটাব আজ।
বল্ চেড়ীদলে সশস্ত্র সাজিয়া
দাঁড়াক সকলে এখানে আসিয়া,—
ত্রিজটা, ত্রিগুণা, কপালী, কালিকা,
যে যথা আছে লো গন্ধর্ব্ব-বালিকা
দানবী-সাজ।
যাও, হে অনঙ্গ, ফিরিলে অসুর
জানাই(ও) বারতা, নিকুঞ্জে মধুর
ভ্রমি কিছু কাল।"—বাজিল ঘুঙ্ঘুর
নাচিয়া কটিতে—চরণে নূপুর
মধুর তায়।
"ঐন্দ্রিলার গতি কে ফিরাতে পারে"
কহিলা দানবী মৃদুল ঝঙ্কারে ;
"হে দনুজনাথ, ঐন্দ্রিলা হে নারে
বাসনা ছাড়িতে—বাসব-প্রিয়ারে
ধরাব পায়।"
হেন কালে কাম কহিলা সংবাদ
ফিরিছে দৈত্যেন্দ্র সাধি নিজ সাধ
জিনিয়া সমরে—যথা সে নিষাদ
উজাড়ি অরণ্য, পূরাইয়া সাধ
কুটীরে যায়॥
সুগম্ভীর গতি, অতি ধীর ভাব,
ভাবে দৈত্য মনে "এ জয়ে কি লাভ ?
সমূহ বাহিনী সংগ্রামে অভাব
করিল অমর—এ রূপে দানব
ক দিন রবে ?
আমি যেন রণে লভিনু বিজয়,
আমার(ই) যেন এ শরীর অক্ষয়,

প্রতি রণে যদি দৈত্যকুল ক্ষয়
হয় হেন রূপে—কারে লয়ে জয়
ভুঞ্জিব তবে ?”
চলিল ঐন্দ্রিলা আশু বাড়াইয়া,
বসন্ত-সখারে সংহতি লইয়া,
চলন-ভঙ্গিতে তরঙ্গ তুলিয়া
ভুলায়ে কন্দর্প—মধুর অমিয়া
হাসিতে ঢালি।
দিলা আলিঙ্গন প্রফুল্ল লোচন ;
নেহারি অসুর দানবী-বদন
ভুলিলা সকল ভাবনা-বেদন
যা ছিল অন্তরে—নিমেষে ক্ষালন
মনের কালি !
কহিলা, “ঐন্দ্রিলে, এ কি মনোহব
শোভা হেরি আজ ! মরি কি সুন্দব
রুধিরে ফুটিছে সু-ওষ্ঠ, অধর—
অরুণের রাগে ! তনু-স্নিগ্ধকর
এ ভুজলতা !”
“বণশ্রান্তি, নাথ, ঘুচাতে তোমার,
আমাব আদেশে বিরচিলা মার
মধুর নিকুঞ্জ ; শোভা হেরি তাব
সাজিনু আপনি !—রণচিন্তা-ভার
ঘুচাব চল।”
রুণু রুণু ধ্বনি কিঙ্কিণী, নূপুরে,
আশু হৈলা ধনী ধীরে ধীবে ধীরে,
অদীঘল-তনু এবে দৈত্যববে
বাঁধি ভুজপাশে—চারু অঙ্গে ঝরে
শশাঙ্ক-আলো !
প্রবেশি নিকুঞ্জে শিহরে দানব !
চারি দিকে মৃদু মধুর সুরব,—

যেন উথলিছে মাধুরী-অর্ণব
ঢলিয়া চৌদিকে !—মুকুল, পল্লব,
অনঙ্গ-শর ।
অচেতন দৈত্য ভুঞ্জিয়া মাধুরী !
জাগাইল হাসি ঐন্দ্রিলা সুন্দরী ;
রণ-শ্রান্ত শূরে সুরে শান্ত করি,
চলিলা ভ্রমণে—ভুজপাশে ধরি
অসুরবর ॥
কিছু দূরে গিয়া কহে দৈত্যরাজ
"এ কি হেরি, প্রিয়ে, তব ভূষা, সাজ !
কেন এ সকল কেন হেথা আজ
পড়িয়া এ ভাবে ? চেড়ীরা সসাজ !—
এ কি সময় ?"
"কোথা তবে আর রাখিব এ সব,
কহ শুনি অহে হৃদয়-বল্লভ !
কার গৃহ, হায়, ভবন ও সব
দেখিছ ওখানে ?—অমর-বিভব !
শচী-ভবন !
অমরার রাণী !—ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী !
কহিলা রভিরে, কহিলা বাখানি,
এ ভুবন তার !—কহিলা কি জানি
তস্কর আমরা ?—চাহে না সে ধনী
কারা-মোচন ।
'দৈত্য-বাক্য ছার'—কহিলা আবার
'কারামুক্তি, হায়, কে করে রে কার ?'
শুন হে দানব, পুলোমকন্যার
এ সুখ-ঐশ্বর্য্য !— তার(ই) অধিকার
হেথা সকলি !
কি জানি কখন্ আসিবে সে ধনী,
মনোদুখে তাই আইনু আপনি

লতার নিকুঞ্জে !—ছাড়িব যখনি
শচী আজ্ঞা দিবে।”—নীরব রমণী
এতেক বলি।
শুনিতে শুনিতে ক্রোধেতে অধীর
বাড়িতে লাগিল অসুর-শরীর
পর্ব্বত-আকার, নিশ্বাস-সমীর
বহিল সবেগে—কহিল গম্ভীর
“রতি কোথায় ?”
রতি কাঁপি কাঁপি আসি দৈত্যপাশে
কহে—“ইন্দ্রপ্রিয়া রবে কারাবাসে;
নাহি চাহে শচী আপন মঙ্গল
দৈত্যেশ-প্রসাদে—সহিবে সকল
থাকি এথায়।”
রক্তবর্ণ আঁখি ঘুরিল সঘনে,
ফুলিল অধর ভীষণ বদনে,
কড় কড় ধ্বনি রদনে রদনে
উঠিল বিকট—কহিলা গর্জ্জনে
ভীম অসুর।
“আমার আদেশ হেলিলি ইন্দ্রাণি ?
বিফল করিলি দৈত্যরাজ-বাণী ?”
বলি' ছিঁড়ি কেশ দুই হস্তে টানি
ছুটিল হুঙ্কারি ;—হেরি দৈত্যরাণী
বামা চতুর।
নিল ফুলধনু আপনার হাতে ;
বাঁকাইল চাপ (ফুলবাণ তা'তে)
আকর্ণ পূরিয়া ; বসি হাঁটু গাড়ি
(সাবাস সুন্দরি !) বাণ দিল ছাড়ি
ঈষৎ হাসি।
অব্যর্থ সন্ধান ! মদনের বাণ
আকুল করিল দনুজ-পরাণ ;

ফিরিয়া দেখিল স্থির সৌদামিনী
হাসিছে ঐন্দ্রিলা—দানব-কামিনী
লাবণ্য-রাশি।
দাঁড়াইলা শূর। আসিয়া নিকটে
ঐন্দ্রিলা কহিলা মধুর কপটে
"এ নহে উচিত, হে দনুজনাথ,
তুমি যাবে সেথা করিতে সাক্ষাৎ
শচীর সনে।
তবে গর্ব্ব তার হবে যে সফল—
সেই স্বর্গরাণী! হবে কি বিফল
দাসীর আদেশে দৈত্যরাজ-বল?
ঐন্দ্রিলা-বাসনা জান ত সকল,
আছে ত মনে!"
কহে দৈত্যপতি "তোমায়, সুন্দরি,
দিলাম সঁপিয়া ইন্দ্র-সহচরী;
যে বাসনা তব, তার দর্প হরি,
পুরাও মহিষি;—ফণা চূর্ণ করি
আনো ফণিনী।"
হরষে উন্মত্ত হাসিল ঐন্দ্রিলা;
সুখে দৈত্যবরে আলিঙ্গন দিলা;
চেড়ীদল সঙ্গে গরবে চলিলা
গজেন্দ্র-গমনে; কটাক্ষে হানিলা
ঘোর দামিনী।

সপ্তদশ সর্গ

দেবারি দনুজনাথ দৈত্যসভা-মাঝে
বেষ্টিত অমাত্যবর্গ; সমর-কুশল
মহাবল সেনাপতিবৃন্দ চারি ধারে।
নিকটে বসিয়া ধীর সুমিত্র ধীমান্

কহিছে গম্ভীর স্বরে—"দৈত্যকুলেশ্বর,
দিন দিন মরে দৈত্য দেবের উৎপাতে ;
মরিলা যে কত, হায়, না হয় গণনা—
বীরবংশ ধ্বংসপ্রায় দেবতার তেজে।

ক্রমে দর্প, সাহস বাড়িছে দেবতার ;—
বাড়ি' বরিষায় যথা তরঙ্গিণী-ধারা
ধায় রঙ্গে ভাঙ্গি বাঁধ দুকূল উছলি,
গৃহ, শস্য, পশু, প্রাণী নাশি অগণন।

হের দুর্নিবার তেজে জয়ন্ত, অনল,
সমরে অসুরে জিনি অসম সাহসে
প্রবেশিলা পূর্ব্ব দ্বারে—লঙ্ঘিলা প্রাচীর
অসংখ্য অমর-সৈন্য ; হে দৈত্যশেখর,

অর্দ্ধেক অমরাবতী ভুজবলে দেব
অধিকার কৈলা এবে। উত্তর তোরণে,
আবার সাজিছে রণে দেবসেনাপতি—
মহারথী কুমার, বরুণ, সূর্য্য, বায়ু।

ভাবিলা, হে দনুজেন্দ্র, পলাইলা তারা
লুকাতে ত্রিশূল-ভয়ে পাতালে আবার,
সে আশা নিষ্ফল, প্রভু, ইন্দ্রজালে ছলি
করিছে কপট রণ অমর মায়াবী।

হৈলা দেব অসুর-কণ্টক! কি উপায়ে,
বুঝিতে না পারি, হায়, এ সুবর্ণ-পুরী
হবে সুররথী-শূন্য—দুঃসহ সমর
সহিবে ক দিন আর এরূপে দানব ?"

দানবকুল-ঈশ্বর বৃত্রাসুর তবে—
"সত্য যা কহিলা, মন্ত্রি! কিন্তু কহ, সুধি,

কি ফল বাঁচিয়া স্বর্গ ছাড়ি !—যার লাগি
কত তপ কৈনু কত যুগ নিরাহারে ;

জিনিতে সমরে যায় কত মহারথী
দৈত্যবীরকুলশ্রেষ্ঠ ত্যজিলা পরাণ ;
যার লাগি অসংখ্য অসংখ্য দৈত্যসেনা
পড়ে রণে, বীরদর্পে, শমনে না ডরি ।

জনম বীরের কুলে—মরণ(ই) সফল
শত্রু ঘাতি রণস্থলে ! হে সচিবোত্তম,
কে কোথা রাজত্ব ভুঞ্জে বিনা যুদ্ধ পণে—
মৃত্যুভয়ে সমরে বিরত কবে শূর ?

কবে সে বীরের চিত্তে কৃতান্তের ভয়
হানিতে সমরে শত্রু ? ত্যজিতে পরাণ
যুঝি রঙ্গে রিপু সঙ্গে সমর-প্রাঙ্গণে ?
শুন, মন্ত্রি, যত দিন এ দনুজকুলে

একমাত্র অস্ত্রধারী থাকিবে জীবিত,
পারিব ধরিতে অস্ত্র এ প্রচণ্ড ভুজে,
বহিবে রুধির-স্রোত এ দেহে আমার,—
নহি ক্ষান্ত তত দিন এ দুরন্ত রণে।”

হেন কালে রুদ্রপীড়, বীর-চূড়ামণি,
মণ্ডিত সমর-সাজে আসি দাঁড়াইলা
নতশির, পিতার সম্মুখে কর যুড়ি।
শীর্ষক উজ্জ্বল শিরে, অঙ্গে সুকবচ,

রত্নময় অসিমুষ্টি ঝলসে কটিতে—
সারসনে ; পৃষ্ঠদেশে নিষঙ্গ ঝলসে।
কহিলা, “হে তাত, তোমা দেখাতে এ মুখ,
পাই লাজ ; হে বীরেন্দ্র, তব পুত্র আমি

চির অরিন্দম রণে—সমরে হারিনু
নারিনু রক্ষিতে পুরী তিন দিন কাল।
হারিনু অনল-হস্তে! জয়ন্ত বালক
অধিকার কৈল দ্বার রক্ষিত আমার!

রণে ভঙ্গ দিল, পিতঃ, দনুজবাহিনী—
আমি যার সেনাপতি! জীবিত থাকিয়া
তাহা চক্ষে নিরখিনু! এ নিন্দা ঘুচাব,
ত্রিলোকবিজয়ী দৈত্য-পতি, রণস্থলে;

সমর-বহ্নিতে—যথা দাবাগ্নিতে বন—
দহিব অমর-সৈন্য; সমর-কুশল
জিনিব অনল দেবে—জয়ন্তে জিনিব;
নতুবা, হে তাত, এই শেষ দরশন

ও চরণ-অরবিন্দ!—আজ্ঞা দেহ সুতে।"
বলি পিতৃপদ-ধূলি ধরিলা মস্তকে।
শুনিয়া পুত্রের বাণী বৃত্রেব নয়নে
দেখা দিল বাষ্পবিন্দু; দ্বিভুজ প্রসারি

পুত্রে দিলা আলিঙ্গন, কহিলা দৈত্যেশ—
"এ প্রতিজ্ঞা, বীরশ্রেষ্ঠ, উচিত(ই) তোমার,
দনুজ-কুলতিলক পুত্র রুদ্রপীড়!
চির অরিন্দম তুমি—কিন্তু শুনি পুনঃ

সুরেন্দ্র আসিছে রণে, পশিবে সত্বর
অমরায়—সুরনাথ দুর্জ্জয় সমরে;
না পারে যুঝিতে তারে ত্রিভুবনে কেহ,
মৃত্যুজয়ী বৃত্র বিনা, রক্ষঃ, সুরাসুরে।

তার সনে সমরে পশিবি একা তুই?—
রে সুধন্বি, একমাত্র পুত্র তুই মম।"

বলি পুনঃ গাঢ়তর দিলা আলিঙ্গন
রুদ্রপীড়ে বক্ষে ধরি দনুজ-শেখর।

কহিলা আবার ছাড়ি ঘন দীর্ঘশ্বাস
"কিন্তু বীর তুই—বীরপুত্র—মহারথী—
কেমনে নিবারি তোরে? কেমনে বা বলি
যাও, বৎস—দৈত্যকুল-রবি, অস্তে যাও।"

"হে পিতঃ" কহিলা বৃত্র-নন্দন তখন
"কি ফল জীবনে, হেন কলঙ্ক থাকিতে?
কি ফল তোমার(ই), তাত, হেন বংশধরে?
নিন্দা যার আজীবন ত্রিলোক ঘুষিবে,

হাসিবে অসুর, সুর, যক্ষ যার নামে—
জীবনে, জীবন-অন্তে, জগতে ঘৃণিত।
ত্রিলোকবিজয়ী পিতঃ, কহিবে সকলে,
কুলাঙ্গার,—কাপুরুষ—তনয় তাঁহার!

পলাইলা প্রাণভয়ে—না ফিরিলা রণে
পুনর্ব্বার! এ কলঙ্ক নহিলে মোচন
জীবন নিষ্ফল মম! হে দনুজনাথ,
মরিব বীরের মৃত্যু সমরে পশিয়া।"

উৎসাহ-প্রফুল্ল নেত্রে, আনন্দে অসুর,
নিরখিলা পুত্রমুখ ছটা-বিমণ্ডিত—
ভানু-বিমণ্ডিত যথা কনক-অচল
সহস্র-কিরণমালী উদিলে শিখরে।

কহিলা সম্বরি বেগ "না নিবারি তোমা,
যাও রণে অরিন্দম, পুত্র, রণজয়ী;
পালো বীরধর্ম্ম—ভাগ্যে যা থাকে আমার।"
বলি কৈলা আশীর্ব্বাদ অশ্রুবিন্দু মুছি।

বন্দি পদ জনকের আনন্দে চলিলা
রুদ্রপীড় ; জননী-নিকটে গেলা দ্রুত।
দেখিলা ঐন্দ্রিলা চেড়ীদলে সুসজ্জিতা
চলে মন্দাকিনী-তীরে শচীরে বান্ধিতে।

আনন্দে জননী-পদ বন্দিলা বীরেশ ;
কহিলা "জননি, সুতে দেহ পদধূলি,
দিলা আশীর্ব্বাদ পিতা ;—প্রতিজ্ঞা আমার
নির্দেব করিব স্বর্গ-পুরী। কিন্তু, মাতঃ,

কে কহিতে পারে ক্রূর সমরের গতি,
না হেরি যদ্যপি আর ও পদযুগল,
ও পদযুগলে, মাতঃ, এ মিনতি মম
রেখো মা, চরণে ইন্দুবালা সরলারে,

পতিগতপ্রাণা সতী স্নেহেতে পালিতা,
রক্ষা করো, জননি গো, স্নেহদানে তারে।"
হায় রে, ঝরিল অশ্রু বীরেন্দ্র-নয়নে !
স্মরি সে হৃদয়-ইন্দু—ইন্দুবালা-মুখ !

এ বিদায়ে কার, হায়, না আর্দ্রয়ে হিয়া ?
ঐন্দ্রিলার(ও) শিলাময় হৃদয় তিতিল ;
বাষ্প-বিন্দু নেত্রকোণে, কহিলা দানবী
তনয়ের মুখঘ্রাণ ল'য়ে ঘন ঘন,

"এ অশুভ কথা, বৎস, কেন রে শুনালি ?
কাজ কি সমরে তোর ? একা দৈত্যনাথ
নাশিবে অমরকুল শঙ্কর-ত্রিশূলে।—
দৈত্যকুল-পঙ্কজ, সমরে নাহি যাও।"

"না, মাতঃ, অন্তর জ্বলে অনন্ত শিখায়
সুরহস্তে হারি রণে, নির্ব্বাণ-আহুতি

সমর্পিব এবে তায় অমরে দণ্ডিয়া ;—
তনয়ের শেষ ভিক্ষা মনে রেখো, মাতঃ !

পেয়েছি চরণধূলি জনকের ঠাঁই,
দেহ পদধূলি তব।" এতেক কহিয়া
ভক্তিভাবে প্রণমিলা জননী-চরণে !
পুত্রে কোলে করি স্নেহে দানব-মহিষী

বান্ধিলা শীর্ষক-চূড়ে বিল্ব সচন্দন,
কহিলা আশ্বাসি "বৎস, এ অর্ঘ্য সতত
অলক্ষ্যে রক্ষিবে তোরে—এ মম আশীষ ;
যাও রণে, রণজয়ী অরিন্দম বীর।"

হেথা চারু ইন্দুবালা, কল্পতরু-মূলে,
(শুভ্র কুসুমের মালা লুটিছে উরসে)
বসি শ্বেত শিলাতলে, সখিদলে মেলি,
শুনিছে রণসংবাদ ভাসি অশ্রুনীরে।

আহা, সুমলিন মুখ ! হৃদয় কাতর !
যেন রে নিদয় কেহ বিহঙ্গ ধরিয়া
হেমন্তের দেশ হ'তে আনিলা গ্রীষ্মেতে !
ভাবিছে দানববালা তেমতি আকুল !

কে পারে সহিতে, প্রাণ সুকোমল যার,
সমরের ঘোর শিখা—জ্বলিলে চৌদিকে ?
অহরহ দিবানিশি রণ-কোলাহল ?
করুণ ক্রন্দনাঘাত নিত্য শ্রুতিমূলে ?

কহিতে লাগিলা শেষে ব্যাকুল হইয়া
"কত দিনে, হায়, সখি, এ সমর-স্রোত
শুকায়ে নিঃশেষ হবে ? কত দিনে, পুনঃ
ধরিবে পূর্ব্বের ভাব এ অমরাবতী ?

পুত্রশোকাতুরা, আহা, মাতার রোদন,
সখি রে, বিদরে হিয়া!—বিদরে লো প্রাণ
স্বামিহীনা রমণীর করুণ ক্রন্দন!—
ভগিনীর খেদ-স্বর ভ্রাতার বিয়োগে!

হায়, সখি, বল তোরা—বল কি উপায়ে
দনুজের এ দুর্দ্দশা ঘুচাইতে পারি?
এ দেহ কবিলে দান হয় যদি বল
নিবাই সমরানল তনু সমর্পিয়া!

সখি রে, বুঝিতে নারি, কিরূপে এ সব
অসুর-অমর-কুলে মহাবীর যত
(নিদয় নহে লো তাবা) আপনা পাশরি
জীবনঘাতক অস্ত্র হানে পরস্পরে?

না ভাবে মমতা লেশ, নাহি ভাবে দয়া,
সদাই উন্মাদপ্রায় নিঠুর সমরে;
হানি অস্ত্র বধে প্রাণী, ভাবে না অন্তরে
কত যে যাতনা জীবে—জীবন-নিধনে!

সমর-সুবাতে, হায়, অমর, দানব,
হয় কি এতই, সখি, অজ্ঞান উন্মাদ?
কিম্বা, কি সে পরাণীর(ই) প্রকৃতি স্বভাব—
কুটিল, কপটাচাবী প্রাণীমাত্র সবে?

কেমনে বা ভাবি তাহা? হৃদয়বল্লভ
আমার যিনি লো সই, কপটতা তাঁরে
না পরশে কোন কালে—তবু কি কারণ
সমরে নাশিতে প্রাণী না হন বিমুখ?

দিব না দিব না নাথে সমর-প্রাঙ্গণে
প্রবেশিতে পুনরায়; রাখিব বাঁধিয়া

হৃদয় উপরে এই ভুজলতা-পাশে—
নিদারুণ হ'তে তাঁরে দিব না লো আর।"

হেন কালে রুদ্রপীড় বৃত্রের তনয়
সজ্জিত সমর-সাজে, সুধীর-গমন,
অধোমুখে ধীরে ধীরে উদ্যানে প্রবেশি,
অগ্রসর ক্রমে সেই কল্পতরু-মূলে।

দূর হৈতে দেখি পতি, উঠিয়া শিহরি,
ছুটিলা উতলা হয়ে ইন্দুবালা বামা;
পড়িলা বক্ষেতে তাঁর বাহু জড়াইয়া,
তরুলতা তরুদেহ ঘেরে যথা সুখে।

কহিলা—কোকিলাধ্বনি কণ্ঠে কুহরিল,
(হায়, যবে ভগ্ন-স্বরে ডাকে পিকবধূ)
কহিলা "হে নাথ, কেন দেখি হেন সাজ!—
রণসাজে কেন পুনঃ সাজালে সুতনু?

এখন(ও) সমর-ক্লেশ দূর নহে তব;
এখন(ও) নিশিতে, নাথ, নিদ্রা নাহি যাও;
কত স্বপ্ন সারা নিশি শুনাও প্রাণেশ—
আবার এ বেশ কেন দহিতে আমায়?

ছলিতে আমায় বুঝি সাধ ছিল মনে—
ইন্দুবালা ভাবে ভয় সমরের বেশে,
তাই ভয় দেখাইতে, আইলে প্রাণেশ?
খোল, প্রভু, রণসাজ—না পারি সহিতে!

কি নিষ্ঠুর, হায়, তুমি!—ললনা-হৃদয়
মথিতে আইলে, প্রিয়, ছলনা করিয়া।
ত্যজ রণসাজ শীঘ্র; দেখা(ই)ও না আর
বিভীষিকা, তরুণীর হৃদয় তাপিতে।"

"প্রেয়সি, নিষ্ঠুর আমি, সত্যই কহিলা ;
পালিতে বীরের ধর্ম্ম, দিলাম বেদনা
তোমার হৃদয়ে, প্রিয়ে,—লভিতে বিদায়
এসেছি, বিদায় দেহ যাই রণস্থলে।"

"যাবে নাথ"—বলি, ধীরে চারু চন্দ্রাননী
তুলিলা বদন-ইন্দু পতিমুখ-তলে ;—
প্রদোষ-কমল যথা মুদিতে মুদিতে,
নেহারে শিশিরে ভিজি অস্তগত ভানু !

"যাবে নাথ ?—যাবে কি হে ছিঁড়িয়া এ লতা ?
বেঁধেছি তোমায় যাহে এত সাধ করি !
ছিঁড়ে কি হে তরুবর, ঘেরে যদি তায়
তরুলতা, ধীরে ধীরে আশ্রয় লভিয়া ?

ছিঁড়িলে, তবুও, নাথ, লতিকা ছাড়ে না—
গতি তার কোথা আর বিনা সে পাদপ ?
কোথা, নাথ, বলো বলো তরঙ্গের গতি
বিনা সে সাগরগর্ভ ? হে সখে, নির্ঝর

খেলিতে না বাসে ভাল শৈলঅঙ্গ বিনা ;
শত ফেরে ঘেরি তারে করয়ে ভ্রমণ
ঝর ঝর নাদে সদা—তেমতি হে আমি
থাকিব তোমার এই হৃদয়ে জড়ায়ে !"

শুনি, স্নেহভরে বীর ধরিলা তরুণী,
চারু চন্দ্রানন চুম্বি, ফেলি অশ্রুধারা ;—
শুকাইল ইন্দুবালা ! নিদাঘে যেমন
শুকায় কুসুমলতা ভানুর পরশে।

কহিলা সরলা বালা—নয়নের জলে
ভিজিল বীরের বর্ম্ম, হৈম সারসন—

"যাবে যদি, নাশো আগে এই লতাকুল
পালিনু যে সবে দোঁহে যত্নে এত দিন ;

এই পুষ্প-তরুরাজি, কিসলয়ে ঢাকা—
হের দেখ কত পুষ্প ঢুলি ডালে ডালে
অধোমুখে ভাবে যেন দুঃখিনীর কথা—
স্বহস্তে অর্জ্জিনু যায় কতই আদরে !

নাশো আগে এই সব বিহঙ্গমরাজি
রঞ্জিত বিবিধ বর্ণে—নয়নরঞ্জন !
প্রতি দিন পালিলা যে সবে দুগ্ধ-দানে ;
ক্ষুধার্ত্ত দেখিলে যায় হইতে কাতর !

নাশো এই সখীগণে, আজীবন যারা
সুখের সঙ্গিনী মম—আজীবন কাল
সম্প্রীতে পালিলা, সদা—সেবিলা, প্রাণেশ,
প্রাণ, মন, দেহ স্নেহ-রসে মিশাইয়া।

নাশো পরে এ দাসীরে, জীবন নাশিতে
নাহি ত তোমার মায়া, বীর তুমি, নাথ—
পাতিয়া দিলাম বক্ষ, হানো এ হৃদয়ে
সে রক্ত-পিপাসু অসি—রণে যাও বীর !"

বলি মূর্চ্ছাগত ইন্দুবালা ইন্দুমুখী ;
সখীরা যতনে পুনঃ করায় চেতন ;
রুদ্রপীড় স্নেহে চুম্বি অধর, ললাট,
শিবিরে চলিলা দ্রুত চঞ্চল গতিতে।

নীরবে, চাহিয়া পথ, থাকি কত ক্ষণ
কহিলা দানবকন্যা চারু ইন্দুবালা—
"হায়, সখি, সংগ্রামের মাদকতা হেন !
শিখিব সংগ্রাম আমি ফিরিলে প্রাণেশ।"

হায়, ইন্দুবালা, তুমি কি জানিবে বলো
জীবের হৃদয়ার্ণবে কি অদ্ভুত খেলা ?
মূর্ত্তিমতী সরলতা তুমি জীবকুলে ।
দানবকুলের চারু কোমল নলিনী !

আকুল সরলা বালা— ব্যথিত চঞ্চল,
থাকিতে নারিলা স্থির স্নিগ্ধ শিলাতলে,
স্নিগ্ধ কুসুমের দাম অন্তরে নিক্ষেপি,
তরু-ছায়া ত্যজি গৃহে করিলা প্রবেশ ।

পতিগত-প্রাণা সতী ভাবিলা তখন
করিবে শিবের পূজা— পতির মঙ্গল
কামনা কবিয়া চিতে ; লভি শুভ বর
নিবারিবে চিত্তবেগ শান্তির সলিলে ।

আজ্ঞা দিলা সখীগণে পূজা-আয়োজন
করিতে বিধানমত, পবিত্র আগারে ;
পরিলা সুপট্ট বাস, স্নানে শুচি-তনু,
প্রবেশিলা পূজাগারে সাধ্বী শুদ্ধমতি ;

সুবিল্ব, চন্দন, পুষ্পমাল্য, সুবসন
অর্পি শিবমূর্ত্তি'পরে স্থির ভক্তি সহ
ধ্যানে শিবমূর্ত্তি ভাবি, জপি শিবনাম,
বর মাগিবার আগে উঠিলা সুন্দরী—

উঠিলা সবিল্ব জল ঢালিতে মস্তকে ;
ধরিলা মঙ্গলঘট ভক্তির উল্লাসে ;—
হায় রে, বিমুখ যারে বিধাতা যখন
কোন সে কামনা সিদ্ধ নাহি হয় তার !

সহসা কাঁপিল হস্ত দানববালার,
কাঞ্চন মঙ্গলঘট পড়িল খসিয়া

মহাদেব-মূর্ত্তি'পরে—খণ্ড খণ্ড হ'য়ে,
বিল্বপত্র, জল, পুষ্প ছুটিল চৌদিকে।

অধীর হইলা হেরি ইন্দুবালা সতী ;
দর দর দুনয়নে ঝরিল সলিল ;
শিহরিল শীর্ণ তনু ; "হে শম্ভু" বলিয়া
ভূতলে পড়িল বামা স্বামিমুখ স্মরি।

সখীগণে মেলি সবে করি কোলাকুলি
পূজাগৃহ-বাহিরে লইল ইন্দুবালা ;
রতি আসি নানা মত বুঝাইলা তায় ;
সান্ত্বনা করিয়া কিছু, করিলা সুস্থির।

চেতন পাইয়া ঘন ফেলি দীর্ঘশ্বাস,
কহে দৈত্যরাজ-বধূ দারুণ আক্ষেপে—
"হে শঙ্কর উমাপতি, দাসীর কপালে
এই কি আছিল শেষে ?—রতি লো, আমার

পতি-আরাধনা ভার এত কি মহেশে ?
কি দোষে দোষী লো দাসী প্রমথেশ-কাছে ?
পাব না কি, রতি, আর হৃদয়েশে মম—
জানি না সে পাদপদ্ম বিনা ত্রিভুবনে।"

কহিলা মদনপত্নী "হে দানব-বধূ,
ভাবিতে কি আছে হেন—এ অশুভ কথা
বদনে এনো না, সতি, ইথে অকুশল—
প্রিয়জন-অকুশল অশুভ চিন্তায়।

নাহি কি ভাবিতে অন্য—হৃদয়-বেদনা
জুড়াতে নাহি কি আর উপায়, সরলে ?
সমদুঃখী পরাণীর যাতনা সকলি
ভুলিলে কি চারুমতি ?—ভুলিলে শচীরে ?

অমরায় ফিরে যবে আ(ই)লা তব প্রিয়
নৈমিষ অরণ্য হৈতে শচীরে বান্ধিয়া,
হে ইন্দুবদনা, তুমি কাঁদিলা কতই—
শচী-দুঃখে কত দুঃখ করিলা তখন !

সে পুলোম-কন্যা এবে নিভৃত মন্দিরে
নিরানন্দ দিবানিশি ! ভুলি দুঃখ তার,
বৃথা ভয়ে হেন ভাবে ভাবিছ আপনি ?—
আপন হৃদয়-ব্যথা এতই কি, সতি ?"

রতিবাক্যে ইন্দুবালা সলজ্জবদনা,
স্মরি মনে মনে পতি, স্মরি শচীকথা,
অধোমুখে ভাবিতে লাগিলা অশ্রুমুখী ;—
হিমবিন্দু-সিক্ত যেন শশাঙ্ক মলিন !

অষ্টাদশ সর্গ

কুলু কুলু ধ্বনি !—চলে মন্দাকিনী ;
দেবকুলপ্রিয়, পবিত্র তটিনী ;
লতায়ে লুটিছে সুর-মনোহর
মন্দার দুকূলে—দুকূল সুন্দর
সুরভি বিমল ফুল-শোভায় ।

যে ফুলের দলে সুরবালাগণে
হেলাইত তনু বিহ্বলিত মনে ;
না হেলিত ফুল সুর-তনু ধরি,
খেলিত যখন অমর অমরী
সিতপুষ্পরেণু মাখিয়া গায় ॥

যখন অমরা ছিল অমরের,
সুরধামে দম্ভ ছিল না দৈত্যের ;
সুরবালা-কণ্ঠে সঙ্গীত ঝরিত,
যে গীত শুনিয়া কিন্নরী মোহিত ;
কন্দর্প অনঙ্গ যে গীত শুনে !

যখন পৌলোমী আখণ্ডল-বামে
বসিত আনন্দে চিরানন্দধামে ;
দেবঋষিগণ আনি পুণ্ডরীক
অমৃত হ্রদের—বাক্যে অমায়িক
দিত শচী-করে গরিমা গুণে ॥

সেই মন্দাকিনীতীরে ম্রিয়মনা,
মন্দির-অলিন্দে, শচী সুলোচনা ;
কাছে সুহাসিনী চপলা সুন্দরী,
রতি চারু বেশে, বসি শোভা করি—
ঘেরেছে মাধুর্য্যে অমরা-রাণী

প্রভাতের শশী চারু ইন্দুবালা
শচীপদতলে, বসি কুতূহলা
হেরিছে শচীর বিমল বদন
শুনিছে কৌতুকে—বালিকা যেমন—
ইন্দ্রাণীর মৃদু মধুর বাণী ॥

কহিছে পৌলোমী কোথা ব্রহ্মলোক,
দেখিতে কিরূপ, কিরূপ আলোক
প্রকাশে সেখানে ; কিরূপ উজ্জ্বল
কনক-নির্ম্মিত ব্রহ্মার কমল,
সতত চঞ্চল কারণ-জলে !

কিবা অদভুত সে রেণু-সমুদ্র ;
বীচিমালা তায় কি বিপুল, ক্ষুদ্র ;
কত অপরূপ সৃজনের লীলা
প্রকাশ তাহাতে ; কিরূপ চঞ্চলা
পরমাণুময়ী মহী সে জলে ॥

কোথা বিষ্ণুলোক বৈকুণ্ঠ-ভুবন ;
ভকতবৎসল কিবা জনার্দ্দন ;
কিবা সে লক্ষ্মীর অক্ষয় ভাণ্ডার,
কতই অনন্ত দান কমলার ;
কিবা শ্রীপতির পালন প্রথা ;

দেখিতে কিরূপ শ্রীবৎসলাঞ্ছন ;
কি শোভা কৌস্তুভে—কেশব ভূষণ ;
কমলা-লাবণ্যে কি চারু মাধুরী,
ক্ষীরোদ মধুর যে মাধুর্য্যে পূরি ;
কিবা সুধাময় রমার কথা ॥

কৈলাস ভুবন কিরূপ ভৈরব ;
ভৈরব কিরূপ জটাধারী ভব ;
কিরূপে ত্রিশূলী করেন প্রলয়—
ত্রিলোক ব্রহ্মাণ্ড যবে রেণুময়—
প্রলয়-বিষাণ কিবা সে ঘোর !

কিবা দয়াময়ী শঙ্করগৃহিণী ;
ভবে শুভঙ্করী, দুর্গতিহারিণী ;
জীবদুঃখে উমা কতই কাতর,
কি দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, নর,
ভক্তজন-স্নেহে সদাই ভোর ॥

আগে সে কিরূপে বাসবে তুষিতে
বিধি, হরি, হর অমর-পুরীতে
আসিতেন সুখে—আসিতেন উমা,
রাগ-মাতা বাণী, রমা পদ্মালয়া
ইন্দ্রত্ব-উৎসব যে দিন স্বরে।

ঘুচাইতে ইন্দুবালা-মনোব্যথা
শুনাইলা শচী সে অপূর্ব্ব কথা,
হরষে ত্রিদিব মাতিত যখন,
ধরি পঞ্চ তাল নিজে পঞ্চানন
গায়িতেন যোগী গভীর স্বরে ;

গণপতি জ্ঞানী সে গীত শুনিয়া,
ছাড়ি যোগ ধ্যান, ভাবেতে ডুবিয়া
মিশাতেন স্বর সে স্বর সহিত ;
কমলা উতলা, বিধি রোমাঞ্চিত
আনন্দে অধীরা ভবেশজায়া।

শুনি গূঢ় তত্ত্ব হরিগান ভুলি,
ছাড়ি তুম্ব-যন্ত্র ঊর্দ্ধে বাহু তুলি,
নাচিত নারদ হরষে বিহ্বল,
পঞ্চ তালে ঘন ঘাতি করতল,
আনন্দ-সলিলে ভিজায়ে কায়া॥

শুনাইলা শচী দনুজবালায়—
ত্রিদিবে আসিয়া থাকিত কোথায়
মনুষ্য-জীবনে সফল-সাধন
সাধু, পুণ্যশীল প্রাণী যত জন—
আত্মা-সুখ-ভোগ কিবা সেথায়।

কহিলা ইন্দ্রাণী "শুন রে সরলে,
এই স্বর্গধামে আছে কত স্থলে,
সুপবিত্র ঋষি-আত্মা মোহকর
কত নিরুপম মাধুরী সুন্দর,
দিতিসুতগণ না জানে যায় ॥"

শুনি ইন্দুমুখী ইন্দুবালা বলে
"হে অমর-রাণি, আমি সে সকলে,
শুনাইলে যাহা মধুমাখা স্বরে,
পাব কি দেখিতে ?—শুনিয়া অন্তরে
কত কুতূহল উথলে, হায় !"

কাতর-হৃদয় কহে ইন্দ্রপ্রিয়া,
চারু ইন্দুবালা-চিবুক ধরিয়া,
মৃদুল নিশ্বাসে নাসিকা কম্পিত,
মৃদুল মধুর অধর স্ফুরিত,
বাষ্পবিন্দু ধীরে নয়নে ধায় ;—

"রহিল এ খেদ শচীর অন্তরে—
অনুগত জনে, মনে আশা ক'রে,
না পাইল ফল তাহার নিকটে !
বল, ইন্দুবালা, বল অকপটে
কি দিয়া এখন তুষি তোমায় ।"

কহিলা সরলা সুশীলা দানবী,
(যেন নিরমল সরলতা-ছবি)
"ইন্দ্রপ্রিয়ে, মম চিত্তে অভিলাষ—
চিরদিন তব কাছে করি বাস,
বচনে তোমার সুখেতে ভাসি ।

চল, দেবি, চল আমার আলয়ে,
আমি নিত্য তোমা গন্ধ পুষ্প লয়ে
করিব শুশ্রূষা ; হৃদয়ের সুখে
হেরিব সতত, শুনিব ও মুখে
বীণা-বিনোদন বচন-রাশি ।

কেন, ইন্দ্রপ্রিয়ে, এ কারা-মন্দিরে
দুঃখে কর বাস ? আমি মহিষীরে
করি অনুনয়, রাখিব তোমারে
আপন আলয়ে—অশেষ প্রকারে
করিব যতন তোমার লাগি ।

স্বামী গেলা রণে কাতর হৃদয়,
তোমা কাছে পেলে তবু স্নিগ্ধ হয়
এ দগ্ধ অন্তর—চল, সুরেশ্বরি,
আমার আলয়ে ; হে সুর-সুন্দরি,
নিকটে তোমার ইহাই মাগি ।”

শুনি ইন্দ্রজায়া বাক্যেতে মৃদুল,
“হায় রে, সরলে, তুই দৈত্যকুল
করিলি উজ্জ্বল” কহিলা বিস্ময়ে,
নেহারি সঘনে, ব্যথিত হৃদয়ে,
তরুণীর আর্দ্র নয়নদ্বয় ।

হেন কালে রতি চকিত, চঞ্চল,
(হরিণী যেমন কিরাতের দল
হেরিলে নিকটে) বলে, “ইন্দ্রপ্রিয়া,
হের দেখ অই—চেড়ীদল নিয়া
ঐন্দ্রিলা আসিছে বাঘিনী-প্রায় ;

"ইন্দুবালা, হায়, লুকা কোন(ও) স্থানে,
এখনি দানবী বধিবে পরাণে;
না জানি ললাটে আমার(ই) কি ঘটে—
মহেন্দ্ররমণি, এ ঘোর সঙ্কটে
কি করি, সত্বর কহ উপায়?"

ইন্দুবালা ভয়ে, রতির বচনে,
চাহি শচীমুখ কহে, "কি কারণে
লুকাইব আমি? কেন, সুরেশ্বরি,
বধিবে আমায় দৈত্যেশ-সুন্দরী?
কোন্ দোষে আমি দোষী গো তাঁয়?"

উত্তর করিলা সুরেশ-রমণী,
(তানপূরাতারে যেন তারধ্বনি)
মীনকেতু-জায়া কি হেতু এ ভয়,
ইন্দ্রপ্রিয়া শচী অমরী কি নয়?
নারিবে রক্ষিতে আশ্রিতে তার?

যাও, লো চপলে, যেখানে অনল
রণজয়ী সুর—কহিও সকল,
কৈও তাঁরে মম আশীষ-বচন,
সত্বরে এথায় করিয়া গমন,
করুন দনুজ-বালা উদ্ধার।

থাকো অইখানে থাকো ইন্দুবালা,
কি ভয় তোমার? কপটীর ছলা
শিখো না কখন(ও), মেখো না হৃদয়ে
পাপ-পঙ্ক হেন, কোন(ও) প্রাণী-ভয়ে;—
কপট আচারে অনন্ত জ্বালা।

যাও কামবধূ, প্রাণে যদি ভয়,
লুকাইয়া থাকো ;—শচী রতি নয়,
দানবী-ঝঙ্কারে নহে সে অস্থির,
আছে সে সাহস এখন(ও) শচীর,
পারিবে রক্ষিতে এ চারু বালা।"

লুকাইল রতি। হেরে ইন্দ্রজায়া,
হেরে ইন্দুবালা, (যেন প্রাণী-ছায়া),
আসিছে সাজিয়া চেড়ীরা করাল,
কিরণে জ্বলিছে প্রহরণ-জাল,
ভানু মাখি যেন তরঙ্গ-থর ;

চলেছে কালিকা ঘন-নিতম্বিনী
মৃদু মন্দ গতি—যেন কাদম্বিনী
বিজুলি পরিয়া করিছে নর্ত্তন—
জ্বলিছে কবচ ভীম দরশন,
হাতে প্রভান্বিত শাণিত শর।

চলেছে ত্রিজটা বিশাল-লোচনা,
সিন্দূরের ফোঁটা ভালে বিভীষণা,
ভীম ভল্ল হাতে—মদমত্ত করী
ধায় যেন রঙ্গে শুণ্ড উচ্চে ধরি—
দুলিছে ত্রিবেণী চলেছে বামা।

প্রচণ্ডা-কপালী চলে খড়্গ তুলি,
পৃষ্ঠদেশে কেশ পড়িয়াছে খুলি ;
চামুণ্ডা-করেতে অসি খরশান,
ধামলী-পৃষ্ঠেতে নিষঙ্গেতে বাণ,—
চলে মহাদম্ভে শতেক রামা।

চেড়ীদল-সঙ্গে চলেছে রে রঙ্গে
ঐন্দ্রিলা সুন্দরী, লাবণ্য-তরঙ্গে
সুবর্ণ উজলি ; ঝরে যেন অঙ্গে
বিদ্যুত-লহরী—নয়ন অপাঙ্গে
খেলে কালকূট-গরলশিখা।

নিকটে আসিয়া, চিত্ত চমকিত,
নেহারে ঐন্দ্রিলা হইয়া স্তম্ভিত,
অমরার রাণী ইন্দ্রাণী-বদন ;
চারু দীপ্তিময় অতুল কিরণ
সুচিত্রে যেমন স্বপনে লিখা!

কোথা রে ঐন্দ্রিলে, তোর বেশভূষা ?
অভূষিত তনু জিনি চারু উষা
ভাতিছে আপনি ; প্রকাশিয়া বিভা
তনু-শোভাকর, মনের প্রতিভা
উছলি হৃদয় জ্বলিছে মুখে।

হায় রে মলিন শশাঙ্ক যেমন
হেরি দিনমণি, দানবী তখন
মলিন তেমতি শচীর উদয়ে,
ঈর্ষা-বিষ-দাহ জ্বলিল হৃদয়ে,
শচীরে নেহারি অধীর দুখে।

ক্ষণে ধৈর্য্য পেয়ে, চাহি ইন্দুবালা,
ঢালি নেত্রকোণে অনলের জ্বালা
কহিলা—"দানবকুল-কলঙ্কিনি,
বধূবেশে তুই কালভুজঙ্গিনী,
বসিলি রিপুর চরণতলে ?

আমার কিঙ্করী,—তার পদতলে
স্থান নিলি তুই ? অসুর-মণ্ডলে
অশ্রাব্য করিলি ঐন্দ্রিলার নাম,
পুরাইলি, হায়, শচী-মনস্কাম ?
কি কব হৃদয়ে গরল জ্বলে !

এখনি মুছায়ে এ কলঙ্ক-মসি,
ভিজাতাম তোর শোণিতে এ অসি,
কি বলিব, হায়, পুত্র-অনুরোধ
না দিলা লইতে সেই পরিশোধ—
চেড়ীহস্তে তোর বধিব প্রাণ।”

পরে ব্যঙ্গ স্বরে বলিলা—“ইন্দ্রাণি,
জানিতাম তুমি অমরার রাণী ;
বালিকা ছলিতে শিখিলা সে কবে ?
ঐন্দ্রজাল-শিক্ষা স্বর্গে আছে তবে ?—
হায়, এ ত্রিদিব অপূর্ব্ব স্থান !”

বলি, ক্রোধে ভীমা তুলিলা চরণ
শচী-বক্ষঃস্থল করি নিরীক্ষণ ;
বন্ধন ছিড়িয়া ছুটিল কুন্তল,
যেন ফণা তুলি দোলে ফণিদল ;—
সুন্দরী রমণী-ক্রোধ কি কটু !

চেড়ীদলে আজ্ঞা করিলা নিদয়া
বান্ধি আনি দিতে রুদ্রপীড়জায়া,
বান্ধিতে শৃঙ্খলে ইন্দ্রের অঙ্গনা ;—
ছুটিল কিঙ্করী করালবদনা,
ভীমাজ্ঞা পালিতে সতত পটু।

হেন কালে রণবেশে বৈশ্বানর,
চপলার সনে, আসিয়া সত্বর
বন্দিলা শচীরে ; জয়ন্ত কুমার,
করতলে অসি ধরি খরধার,
নমিলা আসিয়া জননীপদে।

পুত্রে কোলে করি শচী সুলোচনা,
বহ্নিরে তুষিলা, পীযূষ-তুলনা
বচনে মধুর ; চাহি ইন্দুবালা
অনলে কহিলা—"সত্বরে এ বালা
লয়ে কোন(ও) স্থানে রাখ বিপদে ;

বধিতে উহারে দানব-মহিলা
দেখ দাঁড়াইয়া" বলি সুধাইলা
চাহি পুত্রমুখ, কুশল সম্বাদ ;
কোলে পেয়ে পুনঃ অসীম আহ্লাদ
যতনে নয়নে হৃদয়ে ধরে।

ইন্দ্রজায়া-বাক্যে হ'য়ে অগ্রসর
ইন্দুবালা-পার্শ্বে উগ্র বৈশ্বানর
চলিলা তখনি ; সতৃষ্ণ নয়নে
হেরে দৈত্যবধূ শচীর বদনে,
কপোল বাহিয়া সলিল ঝরে।

দেখি ইন্দুবালা-বদন-মুকুল—
হায় রে, যেমন নিদাঘের ফুল
নব তরুশিরে কিরণ-তাপিত—
পুরন্দরজায়া শচী ব্যাকুলিত,
হৃদয়ের বেগ ধরিতে নারে ;

ভাবিতে লাগিলা বুঝি আকিঞ্চন,
"কিরূপে একাকী করিবে গমন
চারু ইন্দুবালা ? এ চারু লতায়
স্নেহনীর দানে কে পালিবে, হায় ?
কে জুড়াবে তপ্ত হৃদয় তার ?"

অয়ি নিরুপমা সুরেশ-রমণি,
নিখিল-ব্রহ্মাণ্ড-মানসের মণি,
তব চিত্তে বিনা হেন মধুরতা
কার চিত্তে শোভে এ স্নেহ, মমতা
বিপক্ষ-বধূরে কে করে আর ?

জয়ন্ত শচীরে করি অনুনয়
বুঝাইলা কত—ত্যজি সে আলয়
জুড়াতে সন্তপ্ত হৃদয়ের তাপ ;
কহিলা "হা মাতঃ, এ দাসের পাপ
ঘুচাও আদেশ করিয়া দাসে,

নারিনু রক্ষিতে নৈমিষে তোমায়,
সে মনোবেদনা, জননি গো, যায়
এ কারা-বন্ধন ঘুচালে তোমার ;
আজ্ঞা কর, মাতঃ, দনুজবামার
দর্প চূর্ণ করি বাঁধিয়া পাশে।"

দনুজরাজেন্দ্র-বনিতা ঐন্দ্রিলা,
যথা বিস্ফারিত ধনুকের ছিলা,
ছিলা এত ক্ষণ ; সহসা তখন
সাপটি ধরিয়া তুলিলা ভীষণ
চামুণ্ডার দীপ্ত খর কৃপাণ,

মনঃশিলাতলে শচীতনুভাতি
প্রভান্বিত যেথা, চরণে আঘাতি
সঘনে তাহায়, দাঁড়াইল বামা ;—
নিশুম্ভ-সমরে যেন দম্ভে শ্যামা
দাঁড়ায় নিনাদি বিকট স্বান।

হেরি ক্রোধে বহ্নি জ্বলিতে লাগিলা,
জয়ন্ত টংকারে কোদণ্ডের ছিলা ;
লজ্জিত আবার ভাবে দুই জনে
বামা-অঙ্গে শর হানিবে কেমনে,
কিরূপে দমন করে ভীমায় !

আসি হেন কালে দাঁড়ায় সম্মুখে
বীরভদ্র বীর, ব্যোম শব্দ মুখে,
হাতে মহাশূল, শিরে বহ্নি জ্বলে,
শিবাজ্ঞা শুনায়ে জয়ন্ত, অনলে,
সত্বরে দোঁহারে করে বিদায়।

সঙ্গে করি পরে ইন্দ্র-রমণীরে
চলে শিবদূত ; চলে ধীরে ধীরে
শচী সুলোচনা, জননীর স্নেহে,
জড়াইয়া বাহু ইন্দুবালা-দেহে,
কনক ভূধর সুমেরু যেথা ;

হাসিল ত্রিদিব—শচী-পদতলে
ত্রিদিব-কুসুম দলে দলে দলে
লুটিতে লাগিল ফুটিয়া ফুটিয়া,
যেন মনে সাধ সে পদ ধরিয়া
চিরদিন তরে রাখিবে সেথা।

বীরভদ্র বীর কহে ঘোর বাণী
চাহি ঐন্দ্রিলারে "শুন রে দৈত্যানি,
রবে ইন্দ্রপ্রিয়া সুমেরুশিখরে
যত দিন বৃত্র সমরে না মরে—
অসুর-নিধন নিকট অতি।"

মহোরগ যথা মহামন্ত্রে বশ,
শুনি শিবদূত-নির্ঘোষ কর্কশ
তেমতি ঐন্দ্রিলা—রহিলা স্তম্ভিত,
কে যেন চরণযুগলে জড়িত,
করিয়া শৃঙ্খল নিবারে গতি।

ঊনবিংশ সর্গ

গভীর ধরণীগর্ভে, গাঢ় তমোময়
নির্জ্জন দুর্গম স্থান বিশাল বিস্তৃত,
বিশ্বকর্ম্মা-শিল্পশাল ; ভীম শব্দ তায়
উঠিছে নিয়ত কত বিদারি শ্রবণ ;
প্রকাণ্ড মুদ্গর-ধ্বনি কোটি কোটি যেন
পড়িছে আঘাতি শূর্ম্মী ; নিনাদি বিকট
সহস্র বাসুকি-গর্জ্জ ভয়ঙ্কর যথা,
দগ্ধ-ধাতুস্রোত বেগে ছুটিছে সলিলে।
ধূম-বাষ্প-পরিপূর্ণ গভীর সে দেশ,
সপ্তদীপ-শিল্পশালা একত্রিত যেন
হইলা গহ্বরে আসি ; গাঢ়তর ধূম,
ভস্মরাশি, বাষ্পরাশি, দগ্ধ-বায়ুস্তর
উঠিছে নিশ্বাস রোধি তীব্র ঘ্রাণ সহ।
প্রবেশিলা পুরন্দর সে কেন্দ্র-গহ্বরে
লইয়া দধীচি-অস্থি। উচ্চ স্তম্ভ'পরে
দেখিলা জ্বলিছে ঊর্দ্ধে, জিনি সূর্য্য-আভা,

তড়িৎপিণ্ডের শিখা, দীপের আকারে—
উজলি ভূমধ্য-দেশ। দেখিলা আলোকে
ভীমবলী আখণ্ডল ধাতুস্তরমালা,
পাংশুল, পাটল, শুভ্র, কৃষ্ণ, রক্ত, পীত,
বক্রগতি সর্পাকৃতি চৌদিকে ভেদিছে
মহাদেহ ; নানা বর্ণে রঞ্জিত তেমতি
যথা ঘনস্তর-দল নানা আভাময়
পশ্চিম গগন-প্রান্তে ভানুরশ্মি ধরি।
কোনখানে ধূমবর্ণ লৌহ-ধাতুরাশি
পশিছে পৃথিবীগর্ভে,—শত শত যেন
মহাকায় অজগর পুচ্ছে পুচ্ছ বাঁধি
ছুটিছে মহীজঠরে ; কোনখানে শোভে
শুভ্র খড়ীকের স্তর তড়িত-আলোকে
আভাময় ; রক্তবর্ণ তাম্রের তবক
কোনখানে—রুধিরাক্ত তরঙ্গ আকৃতি ;
রজত সুবর্ণরাজি অন্য ধাতু সহ
নিরখিলা আখণ্ডল সে মহীজঠরে
শোভাকর,—শোভাকর যথা অন্ধকারে
বিজুলি উজ্জ্বল আভা কাদম্বিনীকোলে।
জ্বলিছে ভূমি-অঙ্গার-স্তর কত দিকে,
কোথাও বা শিখাময়, কোথা গুমি গুমি,
ছড়ায়ে বিকট জ্যোতি ; যথা ধূমধ্বজ
গৃহদাহে, কভু দীপ্ত কভু গুপ্ত বেশ।
পীতবর্ণ হরিতাল-স্তূপ কোন স্থানে
ধরে শিখা নীলবর্ণ—দীপ্তি খরতর ;
কোথাও পারদরাশি হ্রদের আকারে,
কোথা স্রোতে তরঙ্গিত ছুটিছে ধরায়।
অগ্রসরি কিছু দূরে দেখিলা বাসব
অগ্নিপ্রজ্বালন-যন্ত্র,—যেন বা আগ্নেয়
শৈলশ্রেণী, সারি সারি বদন প্রসারি

উগারে অনলরাশি ধাতুরাশি সহ।
মিশেছে সে সব যন্ত্রে বায়ু-প্রবাহক
বিশাল লৌহের নল শত দিক্ হ'তে—
জরায়ু সহিত যথা গর্ভিণীজঠরে
গর্ভস্থ শিশুর নাড়ী মিলিত কৌশলে।
নলরাজি অন্য মুখে প্রকাণ্ড ভীষণ
উঠিছে পড়িছে জাঁতা, ধাতুবিনির্ম্মিত,
ভয়ঙ্কর শব্দ করি,—ছুটিছে পবন
কভু ধীরগতি, কভু ঘোরতর বেগে।
যন্ত্রমণ্ডলীর মাঝে বিপুল শরীর,
প্রসারিত বক্ষদেশ, বাহু লৌহবৎ,
দেবশিল্পী ঘুরাইছে চক্র লৌহময়
ঘর্ম্মাক্ত, ললাটঘর্ম্ম মুছি বাম করে।
ঘুরিতেছে একেবারে শিল্পশাল যুড়ি,
সংযোজিত পরস্পরে অদ্ভুত কৌশলে,
লক্ষ লক্ষ লৌহযন্ত্র সে চক্রের সহ;
শূর্ম্মীঘাতি পড়ে কোটি ভীষণ মুদ্গর,
ছুটিছে শূর্ম্মীর পৃষ্ঠে শত শত স্রোতে
গলিত কাঞ্চন, লৌহ, তাম্র আদি ধাতু;
মুহূর্ত্ত ভিতরে তায় শলাকা বৃহৎ,
সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর তার, ধাতু-পত্র নানা,
গঠিত আপনা হ'তে; গঠিত নিমেষে
কত মূর্ত্তি—সুবলনি গঠন সুন্দর।
শ্বেত কৃষ্ণ শিলাখণ্ডে কত স্থানে সেথা
বিচিত্র সুন্দর মূর্ত্তি, চারু অবয়ব,
বাহির হইছে নিত্য; কত স্তম্ভরাজি
স্ফটিক-লাঞ্ছন আভা— শোভে চারি দিকে!
কখন বা বিশ্বকৃৎ লৌহচক্র ছাড়ি
শর্ব্বলা ধরিয়া হস্তে প্রচণ্ড আঘাতে
ভেদিছে ভূধর-অঙ্গ, তখনি সে ঘাতে

শত ধ্বনি প্রতিধ্বনি ছাড়িতে ছাড়িতে
বিদীর্ণ গিরির অঙ্গে তরঙ্গ ছুটিছে
শিল্পশালে, বারিকুণ্ড পূর্ণ করি নীরে।
কখন বা সুরশিল্পী খুলিছেন ধীরে
ধরা-অঙ্গে আগ্নেয় পর্ব্বত-আচ্ছাদন,
শিল্পশাল-বহ্নিধূম-বাষ্প নিবারিতে,—
গর্জ্জিয়া গভীর মন্দ্রে তখনি ভূধর
উগারিছে অগ্নিরাশি, পাংশু, ধাতুক্লেদ,
কাঁপিতে কাঁপিতে ঘন ; শূন্য ভয়ঙ্কর
পরিপূর্ণ ধূমাশ্রিত বহ্নির শিখায় !
শিলাচূর্ণ ধাতুস্রাব ভস্ম বরিষণে
ভস্মীভূত কত দেশ অবনীপৃষ্ঠেতে—
শত শত নগরী নিমগ্ন রেণুস্তরে !
গঠে শিল্পী কত সেতু, কত অট্টালিকা,
প্রাচীর-দেউল-দুর্গ-প্রকরণ কত,
সুতৈজস, অস্ত্র, বর্ম্ম, দেখিতে অদ্ভুত।
নিরখি চলিলা ইন্দ্র ; সত্বর আসিয়া
দাঁড়াইলা শিল্পী-পাশে। বিশ্বকর্ম্মা হেরি
দেবেন্দ্র বাসবে সেথা ক্ষান্ত দিলা শ্রমে ;
মুছি ঘর্ম্ম, আসি কাছে, হইয়া প্রণত
কহে সুরশিল্পিরাজ "কি ভাগ্য আমার—
আমার এ ধূম্রশালে, দেবেন্দ্র আপনি !
সফল আয়াস মম এত দিনে, দেব !"
এতেক কহিয়া শচীনাথ-আগে-আগে
দেখায়ে চলিলা পথ ; খুলিলা অপূর্ব্ব
অন্যের অদৃশ্য দ্বার রত্ন-গিরিদেহে ;
প্রবেশিলা ইন্দ্র সহ সুরম্য আলয়ে ;—
রজত-নির্ম্মিত গৃহ, কারুকার্য্য চারু
প্রাচীর-পটল-অঙ্গে দিব্য বাতায়নে ;
খচিত কাঞ্চন, মণি, হীরক, প্রবাল,

চারি ধারে স্তম্ভরাজি ; চারু শোভাময়
চারু মূর্ত্তি চারি দিকে সুন্দর বলনি—
কমনীয় বামাতনু পুরুষ সুঠাম
নিরুপম হেম, মণি, রজত নির্ম্মিত
চলিতেছে, বসিতেছে, নর্ত্তন বাদনে
রত সদা ; সচেতন যেন বা সকলি !
কত রঙ্গে কত দিকে বাজিছে বাজনা
ললিত মধুর স্বরে ! কত অদভুত
রহস্য বিস্ময়কর সে হর্ম্ম্য-ভিতরে ;
কে বর্ণিতে পারে, হায়, দেবশিল্পী-খেলা !
মণ্ডিত হীরকখণ্ড সুবর্ণ-আসনে
বসাইলা আখণ্ডলে—পার্শ্বে দাঁড়াইলা
শিল্পিগুরু ; সুধাইলা কি হেতু দেবেন্দ্র
সে গহ্বরে ? কি মহৎ কার্য্য হেন তাঁর
সুরেন্দ্র আপনি যাহা আসেন সাধিতে,—
উদ্দেশে স্মরিলে আজ্ঞা সুসিদ্ধ যাঁহার ?
"হে বিশাই, দেবশিল্পি, শিল্পিকুলেশ্বর
সুনিপুণ !" কহিলা সুরেশ স্বর্গপতি,
"কোথা স্বর্গ ? কোথা বসি স্মরিব তোমায় ?
বৃত্রাসুর পাপমতি এখনও ধ্বংসিছে
সুরপুরী ! উদ্ধারিতে তায়, শিবাদেশে
এ ধরণীগর্ভে গতি মম ; না মরিবে
দনুজ-ঈশ্বর অন্য শরে, বজ্র-বাণ
হে কৌশলি, করহ নির্ম্মাণ ত্বরা করি ;—
এই অস্থি,—মহর্ষি দধীচি দিলা যাহা
দেবের মঙ্গলে তনু ত্যজি আপনার,—
লহ, বিশ্বকৃৎ, অস্ত্র গঠ অচিরাৎ ;
কহিলা পিনাকী ইথে যে অস্ত্র গঠিবে
সংহারত্রিশূল তুল্য তেজঃ সে আয়ুধে ;
প্রলয়-বিষাণ-শব্দে হুঙ্কারিবে সদা ;

ত্রিদিবে না রবে আর দানব-উৎপাত,
বজ্র নামে সেই অস্ত্র হবে অভিহিত।”
শুনি দুঃখে দেবশিল্পী কহিলা “সুরেশ,
ত্রিদিব-উদ্ধার নহে আজও ; হের দেখ
সাজাইতে সে সুবর্ণময়ী অমরায়
করিয়া কতই যত্ন কতই গঠিনু
সুভূষণ ! এখনও দনুজ দগ্ধ করে
সে নগরী ? এত শ্রম বিফল আমার !
পালিব আদেশ তব সুরকুলপতি,
ক্ষমা কর ক্ষণ কাল।” বলিয়া প্রাচীরে
বসাইলা অতি ক্ষুদ্র রজতকুঞ্চিকা,
অমনি সুহেমঘট পূর্ণ হিমজলে,
স্বর্ণ থালে সুরস অমরখাদ্য আহা !
কে পারে বর্ণিতে—কোথা আম্র সুধাফল
ক্ষিতিতলে ! রাখিলা বাসব-সন্নিধানে ;
কহিলা বিশাই—“তব অভ্যর্থনা, দেব,
কি আতিথ্য সম্ভবে আমায় ? দীন আমি
ভোগবতী-বারি—এই স্বাদু সুশীতল।”
সম্প্রীত আতিথ্যে স্বরীশ্বর শচীনাথ
কহিলেন “হে শিল্পিশেখর বিশ্বকৃৎ,
সংকল্প করেছি আমি না ছুঁইব কিছু
পেয় ভোজ্য ত্রিজগতে, ত্রিদিব উদ্ধার
না হইলে,—নহিলে এখনি সুখে আমি
পূরাতাম অভিলাষ তব ; পূর্ণপ্রীতি
আতিথ্যে তোমার।” শুনি আখণ্ডলব্রত
অস্থি লয়ে কর্ম্মশালে ফিরিলা সত্বর
শিল্পিরাজ ; পুরন্দর ফিরিলা পশ্চাতে।
দিলা ঘুরাইয়া চক্র ;—স্বান্ স্বান্ ডাকি
পড়িতে লাগিল জাঁতা, প্রবেশিল বায়ু
অগ্নিপ্রজ্বালন-যন্ত্রে, খরতর তেজে

যন্ত্রগর্ভ শিখাময় ; মুহূর্ত্ত ভিতরে
অষ্ট জ্বালযন্ত্রে অষ্ট কটাহ বৃহৎ
বসাইলা সুরশিল্পী ভীম ভুজবলে ;
দিলা অষ্ট ধাতু তায়—লৌহাদি কাঞ্চন ;
দাঁড়াইলা শূর্ম্মী-পাশে সাপটি মুদ্গর।
ছুটিল ধাতুর স্রোত কটাহ হইতে
অষ্ট ধারে একবারে—দৃশ্য ভয়ঙ্কর ;
ঘন ঘন মুদ্গরের প্রচণ্ড আঘাত
পড়িতে লাগিল তায় বধিরি শ্রবণ।
এইরূপে ধাতুস্রাব একত্রে মিশায়ে,
করি ভীম পিণ্ডাকৃতি, শিল্পিকুলরাজ,
নিষ্কাশিল মহাধাতু অদ্ভুত প্রকৃতি,
গলিত না হয় যাহা অত্যুষ্ণ অনলে ;
সে ধাতু, দধীচি-অস্থি ; এক পাত্রে রাখি
উত্তাপিলা বিশ্বকর্ম্মা দুরন্ত উত্তাপ
ধরি তড়িত্তাপযন্ত্র ;—দুই কেন্দ্র ছাড়ি
ছুটিল বিদ্যুৎস্রোত বিপুল তরঙ্গে,
মহাতেজে তেজোময় করি সে গহ্বর ;
কাঁপিতে লাগিল ধরা ঘন ভূকম্পনে,
মাটিতে ছুটিল ঢেউ, উন্নত ভূধর
ডুবিয়া হইল হ্রদ ধরণী-অঙ্গেতে,—
সে ঘোর উত্তাপে ধাতু গলিল নিমেষে।
অষ্টধাতুপিণ্ড সহ সে পিণ্ড মিশায়ে
মহাশিল্পী আরম্ভিলা বজ্রের গঠন,
প্রকাশি কৌশলে যত নিপুণতা তাঁর।
সুবিশাল দণ্ডাকৃতি গঠিলা প্রথমে,
পরে মধ্যগত স্থূল কোণে বাঁকাইয়া
পিটিয়া গঠিলা ফলা অপূর্ব্ব মূরতি—
দুই মুখ দ্বিবিধ আকৃতি, বিভীষণ।
পশাইলা অস্ত্র-অঙ্গে ভীম যন্ত্রযোগে

প্রদীপ্ত প্রচণ্ড তেজঃ, বিদ্যুৎ-অনল
জ্বলিতে লাগিল পৃষ্ঠ, ফলা ভুজদ্বয়ে।
গঠিলা হরিচন্দনত্বকে করত্রাণ,
নহে দগ্ধ যে পাদপ তড়িত-উত্তাপে ;
অস্ত্রকোষ গঠিলা তাহাতে মনোহর।
বিবিধ বিচিত্র চিত্র দিব্য শোভাকর
যন্ত্রযোগে দেবশিল্পী সহর্ষ অন্তরে,
আঁকিলা অস্ত্রের দেহে ; মূর্ত্তি নানাবিধ
(চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, গ্রহ, সাগর, সুমেরু)
অনলরেখায় দীপ্ত—জ্বলিতে লাগিলা !
আঁকিলা অমরোৎসব এক ফলাদেহে,
পারিজাত মাল্য পরি অমর-অঙ্গনা
রত নৃত্য গীত বাদ্যে ; দেবতামণ্ডলী
দেখিছে সহর্ষচিত্ত দাঁড়ায়ে অন্তরে।
আঁকিলা অন্য ফলকে কৃতান্তনগরী ;
ভীষণ নরককুণ্ড পার্শ্বে যমদূত
দণ্ড হাতে দাঁড়াইয়া ভীম আঘাতিছে
নারকী প্রাণীর মুণ্ডে ; আঁকিলা কোথাও
কুম্ভীপাক ঘোর হ্রদ ; কোথাও ভীষণ
উচ্ছ্বাস নরককুণ্ডে প্রাণিকলরব ;
বহিছে রুধিরহ্রদে তরঙ্গ কোথাও ;
কোথাও শীতোষ্ণ কুণ্ডে কাঁপিছে পাতকী

সপ্ত দিবা নিশাভাগ ব্যাপিত এরূপে
শিল্পশালে দেবশিল্পী—অষ্টম দিবসে
পূর্ণ-অবয়ব বজ্র সৃষ্টি সমাধিলা।

অস্ত্র গড়ি বিশ্বকর্ম্মা সহাস্য বদন
কহিলা সুরেন্দ্রে চাহি "নিক্ষেপের প্রথা
নিবেদি চরণে, দেব, কর অবধান ;
মধ্যভাগে এইরূপে দৃঢ় আকর্ষিয়া,
করত্রাণে ঢাকি কর, ঘুরায়ে ঘুরায়ে

ছাড়িতে হইবে দ্রুত ; তখনি দম্ভোলি
(রিপুদন্তবিনাশন দ্বিতীয় এ নাম)
শত্রু নাশি ক্ষণ কালে ফিরিবে নিকটে।”
হেন কালে অকস্মাৎ তিন দিক্ হ'তে,
দীপ্ত করি শিল্পশালা, তিন মহাতেজঃ,
লোহিত শ্যামল শ্বেত বরণ সুন্দর,
জ্বলিতে জ্বলিতে অস্ত্র-অঙ্গে প্রবেশিলা।
প্রণমিলা পুরন্দর তিন তেজঃ হেরি
স্মরি বিধি, বিষ্ণু, হরে ; তখনি গভীর
গরজিল ভীম নাদে দম্ভোলি ভীষণ।
দেবশিল্পী দগ্ধপ্রায় সে প্রখর তেজে
না পারি ধরিতে অস্ত্র, এবে গুরুভার
ছাড়ি দিল অকস্মাৎ, ঘন ঘন ঘন
কাঁপিল ধরণীকেন্দ্র প্রচণ্ড আঘাতে।
মহানন্দে শচীনাথ নিরখি দম্ভোলি
তুলিলা দক্ষিণ হস্তে, করিলা উদ্যম
পরখিতে অস্ত্রবরে ; বিশ্বকর্ম্মা ভয়ে
করযোড়ে পুরন্দরে নিবারি কহিলা—
“না নিক্ষেপ(ও) অস্ত্র, দেব, এ মম আলয়ে,
এখনি উৎসন্ন হবে এ বিশাল পুরী ;
বহু পরিশ্রমে, প্রভু, করেছি সঞ্চয়
এ সকল ;—হবে ভস্ম বজ্রের নিক্ষেপে।”
নিরস্ত, বিশাই-বাক্যে, দেবকুলপতি
সুরীশ্বর, আশীর্ব্বাদ করিলা তাঁহারে ;
সানন্দ অন্তরে শীঘ্র ছাড়ি কেন্দ্র-গুহা
বজ্র লয়ে শূন্যপথে আরোহিলা পুনঃ।

বিংশ সর্গ

বাজিল দুন্দুভি রণ-রণ-নাদে,
অসুর অমর উন্মত্ত সে হ্লাদে ;
ছাড়ে সিংহনাদ, ছাড়ে হুহুঙ্কার,
চলে দৈত্যসেনাদল অনিবার,
তরঙ্গ যেমন তরঙ্গ কাছে ।

ঘনস্তর যথা গগন-মণ্ডলে
বায়ুমুখে গর্জ্জি, মহাবেগে চলে,
চলে দৈত্যসেনা যোজন-বিস্তার ;—
দুই পক্ষে দুই বাহিনী-প্রসার,
মধ্যে অক্ষৌহিণী প্রধান বল ।

সুসজ্জ সমর-সাজে বীরবর
চলে রুদ্রপীড় মহাধনুর্ধর,
চলে ভীম ধনুঃ সঘনে টঙ্কারি ;
দুই পক্ষ-নেতা দুই অমরারি—
কালভদ্র-বীর সুন্দনাসুর ।

চলেছে বাহিনী-অগ্রবর্ত্তী-সেনা,
অস্ত্রমুখে ঘন অনলের ফেণা
হতেছে নির্গত, ঝলকে ঝলকে,
বহ্নি তাল তাল পলকে পলকে
ছুটিছে নিক্ষিপ্ত নক্ষত্র প্রায় ।

হেরি দেবদল ভাঙি দুই দলে
জয়ন্ত-অনল-আদেশেতে চলে ;
ঘন ধনুর্ঘোষ, ঘন সিংহনাদ,—
দেবতনু দীপ্ত কিরণের বাঁধ
তিমির-তরঙ্গে যেন ভেটিতে ।

অগ্নি অগ্নিময় চাপ ধরি করে,
দৈত্যসেনা'পরে শরবৃষ্টি করে ;—
বহ্নিবৃষ্টি যেন দেখিতে ভীষণ ;
জয়ন্ত-কার্ম্মুকে বাণ-বরিষণ
যেন শিলাপাত দনুজে ঘাতি।

ক্রমে অগ্রসর দুই মহাবল,
মহাশব্দে যেন ধায় জলদল,
বরুণ যখন আপনি সারথি,
মহাসিন্ধু-বারি শত চক্রে মথি,
শতচক্র রথ চালান বেগে।

মিলিল দু'দল,—দুই মহানদ
মিলে যেন রঙ্গে ফুটিয়া উন্মদ,
ফেন রাশি রাশি তরঙ্গে তরঙ্গে
ছুটে কোলাহলি দুই নদ-অঙ্গে
দু'নদ-বিস্তার সমূহ যুড়ি।

শিঞ্জিনী-নির্ঘোষ ঘন ঘন ঘন ;
অস্ত্রে অস্ত্রাঘাত শব্দ বিভীষণ ;
সেনার গর্জ্জন, তূরী-শঙ্খ-নাদ,
রথচক্রধ্বনি, অশ্ব-হ্রেষা-হ্রাদ ;
বিপুল তুমুল সমর-স্রোত।

ধূলি ধূমজালে গগন আচ্ছন্ন,
রথচক্র অশ্ব-ক্ষুরেতে উৎসন্ন
অমরা-নগরী ; ঘোর অন্ধকার
দৃষ্টি নাহি চলে, দীপ্ত অস্ত্রধার
চমকে চমকে নয়ন ধাঁধে।

ছোটে রুদ্রপীড়-রথ ভয়ঙ্কর,—
ভীম রুদ্রমূর্ত্তি ভীম ধ্বজে যার,—
ছোটে জয়ন্তের অরুণ-স্যন্দন,
ছোটে বহ্নিরথ ঘোর দরশন
স্ফুলিঙ্গ ছড়ায়ে যোজন-পথ।

কালভদ্র কৃষ্ণ তুরঙ্গ-উপরে
মহাখড়্গ করে ফিরিছে সমরে ;
সুন্দন অসুর ভীষণ করাল,
ঘোর গদা হাতে জিনি তরু শাল,
ফিরিছে উন্মত্ত মাতঙ্গবৎ।

পড়ে সৈন্যগণ সংখ্যা অগণন,
শস্য-স্তম্ভ-রাশি অগ্রাণে যেমন
কৃষকের অস্ত্র-আঘাতে লুটিয়া
পড়ে শস্যক্ষেত্রে ভূতল ছাইয়া
খেলাইয়া ঢেউ ধরণী-অঙ্গে ;

শালবনে কিম্বা যথা পত্রকুল,
উড়িয়া পবনে উত্তাপে আকুল,
নিদাঘ-আরম্ভে পড়ে রাশি রাশি
নীরস, পিঙ্গল বরণ প্রকাশি
যোজন-বিস্তার অরণ্য ঢাকি।

পড়ে দেবসেনা থরে থরে থরে—
পুষ্পরাশি যেন রণস্থল 'পরে,
কিম্বা বহ্নিগর্ভ বাজি শূন্যে উঠি
শূন্যপথে যেন ভাঙ্গি পড়ে লুটি
ছড়ায়ে সহস্র কিরণকণা !

ভীষণ সমর-হুতাশন জ্বলে
অমরা-ভিতরে, স্থলে স্থলে স্থলে
যোঝে দলে দলে দেবতা অসুর ;
রণতেজে ঘন কাঁপে সুরপুর
ঘোর আড়ম্বর বীর-আরাব।

সুমেরু-শিখরে চপলা চাহিয়া
দেখাইছে শচী অঙ্গুলি তুলিয়া
"হের লো চপলে, কিবা ভয়ঙ্কর
রণ অইখানে—কি ঘোর ঘর্ঘর—
একাদশ রুদ্র যোঝে ওখানে ;

ভৈরব বিক্রমে যুঝিছে দানব,
মহাখড়্গ ধরি—মুখে ভীম রব—
হানিছে চৌদিকে, পড়িছে অমর ;
কোন্ বীর, রতি, অই খড়্গধর,
ক্রোধিত বৃষভ ছুটিছে যেন ?

সর্ব্ব অঙ্গে ঝরে রুধির-প্রবাহ,
সর্ব্ব অঙ্গে জ্বলে প্রহরণ-দাহ,
তবু যুঝে একা একাদশ সনে
মত্ত হস্তী যেন ভাঙ্গে নলবনে—
অমরবাহিনী দেখ্ পলায়।"

চারু ইন্দুবালা সরলা সুন্দরী
সুধিলা—"ইন্দ্রাণি, বলো গো কি করি,
এ ঘোর আঁধার শর-ধূমময়
শূন্যপথে দৃষ্টি কিরূপেতে হয়,
কিরূপে দেখিতে পাও এ দূরে ?

আমি ত কিছুই নারি নিরখিতে,
শুধু মাঝে মাঝে চকিতে চকিতে
হেরি অস্ত্রজ্বালা, শুনি কোলাহল
বহু দূরে যেন চলে সিন্ধুজল
উথলি হিল্লোলে অনন্ত পথে !”

শচী বুঝাইলা দানব-বালায়
দেব-চক্ষু বিনা দেখিতে না পায়
ধূমাচ্ছন্ন দেশে, কিবা তমসায় ;
ব্রহ্মাণ্ড দেখিতে পায় দেবতায়,
দানব-মানব-নয়ন স্থূল ।

কহিছে শচীরে মদনের প্রিয়া
কালভদ্র-দৈত্য-বীর্য্য বাখানিয়া,
হেন কালে রৌদ্র অজ-রুদ্র-শর
দ্বিখণ্ড করিয়া খড়্গ খরতর
বিন্ধে কক্ষদেশে আঘাতি তায় ;

অস্থির ব্যথায় পড়িল অসুর,—
একাদশ রথচক্র, অশ্বক্ষুর
ক্ষুব্ধ করি স্বর্গ তখনি ছুটিল,
খেদায়ে দনুজ-বাহিনী চলিল,
কালভদ্রে বধি শাণিত শরে ।—

হেরি রুদ্রপীড় ভগ্ন নিজ দল
চালাইল রথ—অমরা চঞ্চল,
মহা ঘোর শব্দে কোদণ্ডে টঙ্কার,
বাণে বাণে বাণে সাজাইল হার
ভুজঙ্গের শ্রেণী যেন আকাশে ।

সুন্দনে কহিয়া পশ্চাতে থাকিতে
চলিলা বিশিখ ছাড়িতে ছাড়িতে,
রুদ্রগণে গিয়া আগে আগুলিলা,
মুহুর্মুহু গুণে বাণ বসাইলা—
যেন লক্ষ শর একত্রে ছাড়ে।

কাটিলা নিমেষে রথের ধ্বজিনী,
রথচক্র, নেমী, অশ্বের বন্ধনী ;
একাদশ রুদ্র নিমিষে নীরথ,—
ফিরিতে সুন্দন নিবারিলা পথ,
পড়ে রুদ্রগণ ঘোর বিপদে ;

মুখে বাণবৃষ্টি, বাণবৃষ্টি পিঠে
শূন্য অন্ধকার নাহি চলে দিঠে,
বহে শতধারে অমর-শোণিত
অপূর্ব্ব সুগন্ধি সৌরভ পূরিত,
অস্ত্রের দাহনে দহে শরীর।

জয়ন্ত কহিলা "হের বৈশ্বানর,
বৃত্রসুত-শরে দেহ জরজর
রুদ্র একাদশ—পশ্চাতে সুন্দন—
না পারে দানবে করিতে দমন,
অস্থির শরীর অসুর-তেজে।"

শুনি অগ্নি, বেগে চালাইলা রথ,
চক্রের ঘর্ষণে অগ্নিময় পথ,
সর্ব্ব অঙ্গে দীপ্ত স্ফুলিঙ্গ ছুটিল,
নলবনে যেন দাবাগ্নি পশিল,
তেমতি ক্রোধিত অনল-বেশ।

"সাধু রুদ্রপীড়—ধন্য মহাবল"
ছাড়িল হুঙ্কার দানবের দল ;
শরেতে অস্থির শূর বৈশ্বানর,
ভগ্ন রথ 'পরে ক্রোধে থর থর,
না পারি রোধিতে অরাতি-বাণ।

ছুটাইল রথ অনলে রক্ষিতে
জয়ন্ত-সারথি পল না পড়িতে ;
ছুটাইল রথ কুবের দুর্ব্বার,
ছুটাইল অশ্ব অশ্বিনীকুমার
অনল-সহায়ে বিজলি-বেগে।

হেন কালে বৃত্রসুত সুনিপুণ,
মহাধনুর্দ্ধর কর্ণে টানি গুণ,
হানে ভয়ঙ্কর সুশাণিত বাণ
হুতাশন-কণ্ঠ করিয়া সন্ধান ,
বিন্ধিল সে শর ভেদিয়া লক্ষ্য।

জয়ন্ত, কুবের, অশ্বিনীকুমার
ঘেরিল বহ্নিরে কাছে আসি তাঁর ,
বিশিখ-জ্বলনে অস্থির অনল
কহিল—"বীরেশ, ঐন্দ্রি মহাবল,
দেও তব রথ জানাই দৈত্যে—

বহ্নির কি তেজ।" প্রবোধিলা সবে—
"এস মহাভাগ, ক্ষণ শ্রান্তি ল'ভে,
এ যাতনা তব হ'লে কিছু দূর
রণে এস পুনঃ ; বৃত্রসুতে ক্রূর
যুঝিয়া আমরা রোধিব রণে।"

বলি ইন্দ্রাত্মজ-রথে বৈশ্বানরে
তুলিলা সকলে ; রাখিয়া অন্তরে
সমরে ফিরিলা—জয়ন্ত সুধীর
কুবেরের রথে, দুই মহাবীর
অশ্বিনীকুমার অশ্বেতে চলে।

দনুজনন্দন বহ্নিরে বিমুখি
মহাদর্পে ছাড়ে—অন্তরেতে সুখী—
তীব্র শরজাল দেব-সেনা 'পরে ;
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিন্ধিছে সে শরে
অমর-বাহিনী দহি যাতনে।

জয়ন্ত, কুবের, অশ্বিনীকুমার,
রুদ্রপীড়-রথ ঘেরিল আবার ;
আবার বাজিল সমর তুমুল
ভীম অস্ত্রাঘাতে ক্ষুব্ধ সৈন্যকুল,
শরে হুলস্থূল সমর-স্থল।

বেগে লম্ফ দিয়া কুবের তখন
গদা ঘুরাইয়া করিল গমন,
উড়াইয়া শরে শুষ্ক পত্রাকারে
ঘূর্ণবায়ুগতি গদার প্রহারে,
পদভরে ঘন কাঁপে ত্রিদিব।

সমর-কুশল অসুর-কুমার
ছাড়ি ধনুর্ব্বাণ, ছাড়ি হুহুঙ্কার,
দাঁড়াইলা রথে ভীম শেল ধরি,
কুবেরের বক্ষ স্থল লক্ষ্য করি
বেগে ছাড়ি দিলা বিপুল তেজে।

বিন্ধিল ভীষণ শেল বক্ষঃস্থলে,
দারুণ প্রহারে শ্বাস নাহি চলে,
পড়িল ধনেশ হ'য়ে হতচিত,
জয়ন্ত-স্যন্দন ছুটিল ত্বরিত,
ধনেশেরে ঐন্দ্রি তুলিলা রথে।

শিঞ্জিনী টানিয়া আকর্ষিলা বাণ
দনুজ-নন্দনে করিয়া সন্ধান ;—
শচী নিরখিয়া আতঙ্কে উতলা,
কহে ভীত স্বরে "হের লো চপলা,
যাও শীঘ্রগতি, নিবার সুতে,

না প্রবেশে রণে রুদ্রপীড় সনে,
মহাধনুর্দ্ধর দনুজ-নন্দনে
নারিবে সংগ্রামে করিতে বারণ,
যার হাতে হারে দেব হুতাশন,
তার সনে একা যুঝিতে ধায়!

নিবার নিবার নিবার চপলে,
যাও দ্রুতগতি, যাও রণস্থলে,
বাজিবে হৃদয়ে শেল সম ব্যথা
পড়ে যদি পুত্র, পড়েছিলা যথা
নৈমিষ-অরণ্যে দানবাঘাতে।"

চপলা চলিলা সুচপল-গতি
দেবদূত-বেশে যথা দেবরথী ;
কহে ইন্দুবালা "হায়, ইন্দ্রপ্রিয়া,
তব বাক্যে, সতি, কাঁদে মম হিয়া,
কেন প্রাণনাথ হেন নিদয়

কহ চপলারে আনিতে এখানে—
ঘুচাতে এ ভয় তোমার পরাণে
পুত্রে আনি কাছে ; পুরন্দরজায়া,
বুঝিবারে পারি তব চিত্তমায়া
আমার(ই) হৃদয়-বেদনা-বেগে !

হায় নাথ, যেন ব্যথিলে আমায়,
ব্যথা দেও কেন অন্যে পুনরায় ।”
বলি অশ্রুজলে বক্ষঃ ভিজাইলা ,
দেবদূত-বেশে এখানে চপলা
বাসব-কুমারে সম্ভাষি কয়—

“রণে ক্ষান্ত হও সুরেশনন্দন,
সহিতে নারিবে ভীম প্রহরণ,
রুদ্রপীড়-হাতে—জননী-আদেশ,
একাকী সমরে ক'রো না প্রবেশ,
বিঁধো না তাঁহার হৃদয়ে শেল ;

একাকী যে বীর নিবারে সমরে
একাদশ রুদ্র, যক্ষ, বৈশ্বানরে,
তারে কি সংগ্রামে পারিবে জিনিতে ?
লও অন্য স্থানে এ রথ ত্বরিতে,
কুবেরে অনলে সুসুস্থ কর ।”

বলিয়া তখনি হৈল অদর্শন,
শুনি দূতমুখে জননী-বচন
জয়ন্ত দুঃখেতে ফিরাইল রথ
ত্যজি ধনুর্ব্বাণ,—ধরি অন্য পথ
কুবেরে লইলা অনল-পাশে ।

জয়ন্তে বিমুখ দেখি বৃত্রসুত
ঘোর সিংহনাদে—শিক্ষা অদভুত—
অযুত অযুত শর নিক্ষেপিলা
দেব-চমূ ঘাতি,—রথে তুলি নিলা,
আপন সারথি, নিষঙ্গ, ধনু ,

মথিতে লাগিলা সুর-সেনাদল—
বাড়বাগ্নি যেন দহি রসাতল,
জলজন্তুকুল আকুল করিয়া
ভ্রমে সিন্ধুগর্ভে ছুটিয়া ছুটিয়া
তুরঙ্গ প্রচণ্ড ভীষণ দাপে—

অদূরে দেখিলা অশ্বিনীকুমার
যুঝিছে অবাধে বিক্রমে দুর্ব্বার ,
দিব্য অশ্ব 'পরে দেব দুই জন
হানিছে কৃপাণ সুতীক্ষ্ণ ভীষণ,
লণ্ডভণ্ড করি দনুজদল ।

ওখানে দৈত্যেশ-সুত মহাবলী
আদেশে সারথি সুরাসুরে দলি
চালাইলা রথ ঘর্ঘর নিনাদে
বেগে সেই দিকে,—রুদ্রপীড় সাধে
ধরিলা কার্ম্মুক টঙ্কারি গুণ ।

চক্ষের পলকে লক্ষ্য করি স্থির
দুই তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপিলা বীর,
নিক্ষেপিলা পুনঃ আর দুই শর
নিমেষ না ফেলি—কাঁপি থর থর
পড়ে দেব-অশ্ব আরোহী সহ ,

ভীষণ হুঙ্কার ছাড়ে দৈত্যদল,
ভঙ্গ দিল রণে অমরের বল,
পশ্চাতে চলিল দানবের সেনা
(বন্যা যেন চলে বুকে করি ফেনা)
দনুজনন্দন, সুন্দন বীর।

ধায় রণমত্ত কেশরী যেমন
ছাড়ি সিংহতুল্য ভীষণ গর্জ্জন,
দেখিতে দেখিতে অমরবাহিনী
প্রাচীর-বাহিরে তাড়িত তখনি,
লতা পত্র যথা ঝটিকা-মুখে।

দেবব্যূহ ভেদ করি মত্তগতি
চলে দৈত্য-সেনা, চলে দৈত্য-রথী ;
রণক্ষেত্র দূরে ছাড়িয়া চলিল,
যথা চলে বেগে তটিনী-সলিল
তরঙ্গ-আঘাতে ভাঙিলে কূল।

শচী, সুমেরুর শিখর-উপরে,
হেরে সেনাভঙ্গ কাতর অন্তরে ;
রুদ্রপীড়-বীর্য্য হেরি চমকিত
চাহে দৈত্যবধূ-বদনে ত্বরিত,
বুঝিতে তাহার হৃদয়-ভাব।

তেমতি বিমর্ষ ভাবেতে সবলা
দেখিলা ভাবিছে—তেমতি উতলা !
কহিলা ইন্দ্রাণী "এ কি দেখি ভাব,
চারু ইন্দুবালা, পতির প্রভাব
দেখিয়া তবুও প্রসন্ন নহ।

আমার তনয় হইলে এখনি
ভাবিতাম ওরে জগতের মণি ;
কী বীর্য্য, সাহস, কি শিক্ষা কৌশল !
একা হারাইল ত্রিদশের দল,
শত্রু বটে, ধন্য বীব বাখানি।"

ইন্দুবালা অশ্রু ফেলি দর দর
কহে "সুবেশ্বরি, কাঁদিছে অন্তর,
নাহি চাহি আমি প্রভাব, প্রতাপ,
পরাণে না সহে এ ঘোর উত্তাপ,
ইন্দ্রপ্রিযা, হায, অভয দেহ—

না দেবে ঘটিতে কোন(ও) অমঙ্গল
প্রিয়ের আমাব,—হে শচি, সম্বল
একমাত্র অই এই দুঃখিনীর।
আমাব(ই) অদৃষ্ট-দোষে হেন বীব,
না জানি কপালে কি আছে শেষ ?"

কহে ইন্দ্রজাযা "ললাট-লিখন
অবে ইন্দুবালা, কে করে খণ্ডন।
চিন্তা নাহি কর, কি আশঙ্কা তব ?
ইন্দ্র নাহি হেথা—সতি, তব ধব
বাসব-অভাবে অমব-প্রায।"

হেথা রুদ্রপীড় গর্জ্জিছে ভীষণ
সমর-প্রাঙ্গণে, দেবরথিগণ
দূর হ'তে তায কৈলা দরশন ;—
কার্ত্তিকেয়, সূর্য্য, বরুণ, পবন,
দেখিলা অগ্নির শতাঙ্গ-ধ্বজ।

বুঝিলা তখনি পূর্ব্বদ্বারে রণ
হইলা কিরূপ ; জয়ন্ত তখন
অশ্বিনীকুমারে কুবেরে অনলে
সংহতি লইয়া আইলা সে স্থলে,
বিবরিলা রণ-বারতা যত।

সুররথিগণ শুনি চিন্তাকুল—
বৃত্র, বৃত্রসুত করিলা আকুল
অমর-সেনানী ; কিরূপে উদ্ধার
সে দোঁহার হাতে হইবে আবার,
পিতা পুত্র দোঁহে অজেয় রণে।

কহিলা ভাস্কর "শুন, দেবগণ,
বিনা ইন্দ্র যদি সমরে নিধন
না হবে ইহারা,—কি হেতু হে তবে
এ দারুণ ক্লেশ, এ ঘোর আহবে ?
ইন্দ্র লাগি সবে বিরত হও।

নতুবা যদ্যপি রাখ মম কথা,
করহ সমর ধরি অন্য প্রথা,
ত্যজি ধনুর্ব্বাণ, বাহন, স্যন্দন,
নিজ নিজ তেজে করহ ধারণ
প্রলয়ের মূর্ত্তি যে রূপ যার।

দ্বাদশ প্রচণ্ড রূপে জ্বলি আমি,
জ্বলুন কালাগ্নি-বেশে বহ্নিস্বামী,
প্রলয়-প্লাবন ছুটান বারীশ,
পবন উড়ান ঝড়ে দশ দিশ,
দেখি কি না দৈত্য নিধন হয়।"

সূর্য্যবাক্যে বায়ু ছুটিতে উদ্যত,
সিন্ধুপতি তাঁরে করিলা বিরত ;
কহিলা "কি কহ, অহে প্রভাকর,
দনুজে নাশিতে তেজঃ বিশ্বহর
প্রকাশি, ব্রহ্মাণ্ড করিবে লয় ?

নাশিবে নিখিল পরাণীর প্রাণ
নাশিতে দু'জনে ? করিবে শ্মশান
বিশ্ব চরাচর ?—কহ কি উচিত
দেবের এ কাজ ?"—"না জানি কি হিত,
জানি দেহ দগ্ধ" কহিলা রবি।

হেন কালে শূন্যে ভৈরব নির্ঘোষ
কোদণ্ডটঙ্কারে—যুড়ি শত ক্রোশ
ঘন সিংহনাদে পূরে শূন্য দূর,
ঘন সিংহনাদে পূরে সুরপুর,
অমর দানব শূন্যেতে চায় ;

দেখে—ইন্দ্রধনু গগন যুড়িয়া
শোভে মেঘশিরে দুলিয়া দুলিয়া,
নামে ধীরে ধীরে দেব আখণ্ডল,
মস্তক বেড়িয়া কিরণমণ্ডল,
চিরপরিচিত সুনীল তনু।

পরশিলা ইন্দ্র অমরা আবার
কত কল্প পরে, করিতে সংহার
বৃত্র মহাসুর ;—দিলা আলিঙ্গন
সুররথিগণে পুলকিত মন
দেব শচীপতি অমরনাথ।

হর্ষে সিংহনাদ দেব-সৈন্যদলে,
অমরনগরী স্তব্ধ কোলাহলে ;
সহর্ষ-বদন চাহিয়া চপলা
কহে শচী "সখি, গেল চিত্তমলা,
জুড়াল হৃদয়, নয়ন মন।"

বলি, অকস্মাৎ চাহি ইন্দুবালা
মলিন বদনে, শচী শিহরিলা ;
স-অশ্রু নয়ন ফিরায়ে তখন,
চপলার সনে বিবিধ কথন
কহিতে লাগিলা সুরেশরামা।

একবিংশ সর্গ

কৈলাসে নগেন্দ্রবালা জানিলা যখন
পুরন্দরজায়া শচী-বক্ষঃ লক্ষ্য করি
ঐন্দ্রিলা তুলিলা পদ,—দলিলা চরণে
পৌলোমীর প্রতিবিম্ব চারু আভাময়
কিরণে অঙ্কিত স্বর্গ-মনঃশিলাতলে,
বাষ্পবিন্দু নেত্রকোণে, জয়ারে সম্বোধি
কহিতে লাগিলা মহামায়া মৃদুস্বরে ;—
"জয়া রে, কি হেতু বল্ জগতীমণ্ডলে
পর-চিত্তে পীড়া দিতে প্রাণিবৃন্দ হেন
তিলার্দ্ধ না ভাবে দুখ, না চিন্তে মানসে
কি দারুণ ব্যথা প্রাণে তার, পর-দম্ভে
পীড়িত যে জন ! হায়, সখি, মনস্তাপ
কতই এখন ভুঞ্জে শচী—মনস্বিনী
চেতন-রূপিণী, চিন্তাময়ী ! শুন জয়া,
হেন চিত্তজ্বালা নিত্য ভুঞ্জে যে পরাণী,

সেই বুঝে নররক্তে কেন নিরন্তর
আর্দ্র-তনু মহীতল ; কি মহা পীড়ন
ত্রিজগতে দম্ভ, দ্বেষ, দর্প, ভুজবলে !
এত দিনে ইন্দ্রজায়া বুঝিল রে জয়া,
বিজিতের হৃদিদাহ কিবা বিষময় !
কি বিষম কালকূট-জ্বালা অধীনতা ।
হে সঙ্গিনি, তুমিও সে বুঝিলে এখন
শুভঙ্করী নাম ধরি কেন কালে কালে
করাল কালিকা-রূপে আবির্ভূতা উমা ।”
কহিতে কহিতে চিত্তে ঈষৎ চঞ্চল,
কহিলেন ক্রোধস্বরে মহাকাল-জায়া
জীবদম্ভ-সংহারিণী—“এ দম্ভ তাহার
থাকিত কি এতক্ষণ ? দানবী ঐন্দ্রিলা
এই দণ্ডে জানিত সে ভীম-ভামিনীর
বীর্য্য কিবা !—চণ্ডবিলাসিনী চণ্ডীরোষ !
রে ভৈরবি, কি কব সে ইন্দ্রে অগৌরব
আমি যদি বৃত্রে বধি দণ্ডি সে বামারে ।”
এত কহি, ভবানী ভাবিয়া ক্ষণকাল
ত্যজিয়া কৈলাসপুরী শূন্যে প্রবেশিলা ;
বিশ্ব-মধ্য-কেন্দ্র-মাঝে যথা ব্রহ্মলোক
উত্তরিলা ব্রহ্মময়ী ইরম্মদগতি ।
দেখিলা সে মহাশূন্যে, অনন্ত ব্যাপিয়া,
কিরণমণ্ডলাকার বিপুল পরিধি,
ব্রহ্মার পুরীর প্রান্তরেখা—শোভাময়
অদ্ভুত আলোকে । নীল অনন্তের কোলে
নিরন্তর খেলে যেন ভানুর হিল্লোল,
বিবিধ সুবর্ণ নীলবর্ণে মিশাইয়া ।
দেখিলা ভৈরবকান্তা, সে বিশ্ব-প্রদেশে,
কর্ব্বুর, দানব, কিম্বা সিদ্ধ, দেবযোনি,
ব্যোমচর প্রাণী যেবা আইসে সেখানে,

ভ্রমে ভুলি শূন্য-পথ, প্রণমি তখনি
যায় দূরে, উচ্চেতে উচ্চারি ধাতানাম,
ভক্তি-পুলকিত কলেবর। চারি দিকে
ঘেরি সে মহামণ্ডল—কিরণ-পূরিত—
পার্শ্ব নিম্ন উর্দ্ধ দেশে অপূর্ব্ব মূরতি
নবীন ব্রহ্মাণ্ডরাজি সতত নির্গত।
দেখিলেন জগদম্বা প্রফুল্ল অন্তরে
সে ব্রহ্মাণ্ডকুল-গতি অকূল শূন্যেতে,
কত দিকে কত রূপে, কত শোভাময়!
ভেদি সে ভানুমণ্ডল, প্রবেশিলা সতী
বিশ্বমোহকর ব্রহ্মলোক-মধ্যভাগে।
দেখিলা সেখানে, সীমাশূন্য মহাসিন্ধু-
সদৃশ বিস্তার—স্রোত-পারাবার ঘোর;
তরঙ্গিত সদা,—ঘর্ণ্যমান উর্ম্মিরাশি
নিঃশব্দে সতত ভীম আবর্ত্তে ঘুরিছে
বিধাতার আসন ঘেরিয়া। নিরাকার,
নিষ্প্রাণ, নির্জ্যোতিঃ, আভাহীন, তাপশূন্য,
সে স্রোতঃ-উর্ম্মির সিন্ধু; উর্দ্ধদেশে তার
বাষ্পরাশি সূক্ষ্মতম মণ্ডলে মণ্ডলে—
যথা শুভ্র মেঘরাশি গগনে সঞ্চার;
ঘুরিছে অদ্ভুত বেগে—অচিন্ত্য মানসে,
অচিন্ত্য কবি-কল্পনে—সে বাষ্পমণ্ডলী,
আবর্ত্ত ভিতরে কোটি আবর্ত্ত যেন বা!
জনমি তাহায় মৃদু আলোক-মণ্ডল
ব্যাপিছে অনন্ত তনু—কেন্দ্র আভাময়,
আভাময় সূক্ষ্মতর তরল কিরণ
সে কেন্দ্রের চারি ধারে; দূরতর যত,
তত গাঢ়তর দৃঢ় পরমাণুব্রজ—
বায়ু, বহ্নি, বারি, ধাতু মৃৎপিণ্ডরূপে।
ছুটিছে অনন্তপথে সে পিণ্ড-কলাপ

সূর্য্য, চন্দ্র, ধূমকেতু, নক্ষত্র আকারে
নানা বর্ণ, নানা কায়—অপূর্ব্ব নিনাদে
পূরিয়া অম্বরদেশ ; কোথাও ফুটিছে
মনোহরা মনুজ-ভুবন মোহময় !
বিরাজে সে উর্ম্মিময় অকূল অর্ণবে
বিধির সৃজনাসন—অচিন্ত্য নিগমে।
চারি ধারে সে আসন ঘেরি নিরন্তর
ছুটিছে তরঙ্গমালা, লুটিতে লুটিতে
উঠিছে আসনদণ্ডে আনন্দে খেলায়ে ;
হেন ক্রীড়ারঙ্গে রত সে তরঙ্গরাজি
খেলিছে আসন-পার্শ্বে ; বিধি-পদাম্বুজ
যখনি পরশে তায়, তখনি সহসা
সে অপরূপ স্রোত'মালা জীবনমণ্ডিত,
পূর্ণ নিরমল রূপ জীবাত্মা সুন্দর
পূর্ণব্রহ্ম জ্যোতিঃরেখা অঙ্গে পরকাশ !
পুলকিত পদ্মযোনি হেরেন হরষে
সে জীব-আত্মা মণ্ডলী ; হেরেন হরষে
সৃষ্টির ললাম শ্রেষ্ঠ জীবের চেতন,
দেব-নর-প্রাণিদেহে স্নেহ সুখাধার।
বিরিঞ্চি কারণসিন্ধুগর্ভে হেনরূপে
গঠিছেন কত প্রাণী সকৌতুক মনে।
নবীন জীবনাস্বাদে মুগ্ধ জীবকুল
ভুঞ্জিছে অভূতপূর্ব্ব কতই উল্লাস।—
সে মুহূর্ত-সুখ ! আহা, কে পারে বর্ণিতে,
কে পারে চিন্তিতে, হায় ? আভাস তাহার
(দীপভাতি যথা সূর্য্যকিরণ-আভাস)
ভাব মনে হে ভাবুক, শিশুর উল্লাস,
যবে পয়ঃসিক্ত তুণ্ডে, অর্দ্ধস্ফুট স্বরে,
ধরি জননীর কণ্ঠ হাসে চিত্তসুখে,
প্রকাশি পীযূষপূর্ণ স্নেহ ফুল্লাননে।

এ হেন আনন্দরসে হইয়া বিহ্বল
প্রথমে যখন, হেরে সে প্রাণিমণ্ডলী
স্রোতগর্ভ অর্ণবের উর্ম্মিকুল-ক্রীড়া,
হেরে শূন্যে বায়ু, বাষ্প, বিদ্যুৎ আলোক-
সৃজন-লীলা অদ্ভুত, তখনি সভয়ে
শুষ্ক, শীর্ণ পুষ্পপ্রায় মুদ্রিত নয়ন,
ধায় বিধাতার অঙ্কে ভয়ে লুকাইতে,
ধায় ভয়ে শিশু যথা জননীর কোলে!
পশি বিধাতার ক্রোড়ে যখনি আবার
হেরে সে করুণাপূর্ণ নির্ম্মল আনন,
তখনি নির্ভয় পুন—পাশরি সকলি,
তখনি আপনা হৈতে চিত্তের উচ্ছ্বাস
সঙ্গীত-উচ্ছ্বাসে বহে অপূর্ব্ব ধ্বনিতে!
অপূর্ব্ব ধ্বনিতে উচ্চে পরব্রহ্মনাম
ডাকিতে ডাকিতে উঠে যে যার ভুবনে,
জগৎ-সীমন্ত-রত্ন জীবরূপ ধরি!

আনন্দে আনন্দময়ী কারণ-সিন্ধুতে
হেরিলা কতই হেন সৃজনের লীলা,
পুঞ্জ পুঞ্জ জড়, জীব, ব্রহ্মাণ্ড আকাশ,
সূর্য্য, তারা, শশধর, স্বর্গ রসাতল,
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সৃষ্টি—অপূর্ব্ব দেখিতে।
দেখিতে দেখিতে সুখে শঙ্করমোহিনী
চলিলেন ধীরগতি—দাঁড়াইলা আসি
বিপুল কারণ-সিন্ধুতটে মহামায়া।

সহসা উদিল ছটা—অতুল শোভায়
উজলি মহা অর্ণব। হেরি সে কিরণ,
সবিস্ময়ে পদ্মযোনি উন্মীলি নয়ন
চাহিলা, যে দিকে চারু শোভার উদয়
সম্ভ্রমে আইলা কাছে শঙ্করী হেরিয়া।

সম্ভাষি সুমিষ্ট স্বরে সুরজ্যেষ্ঠ বিধি

জিজ্ঞাসিলা "কি বারতা হে ত্র্যম্বকজায়া,
কি কারণ গতি এথা ?—কোথা বিশ্বনাথ ?
কি হেতু বিধিরে আজি হেন অনুকূল ?"
"হে বিরিঞ্চি, তুমি ভিন্ন," কহিলা অম্বিকা,
"দেবকুলকন্যা-মান কে রাখিবে আর ?
ভয়ে নারি কহিতে মহেশে এ সম্বাদ ;
শুনি পাছে করেন প্রলয় বামদেব।
দুষ্ট বৃত্রাসুরজায়া দানবী দাম্ভিকা
তুলিলা হানিতে পদ শচী-বক্ষস্থলে,
হে কমলযোনি, ব্যথিলা শচীর হৃদি ;
কে আর হে তবে পরচিত্তে পীড়া দিতে
হইবে শঙ্কিত, ইন্দ্রজায়া পৌলোমীর
এ দশা যদ্যপি ? দর্প চূর্ণ কর, দেব,
দনুজবামার অচিরাৎ,—কর বিধি,
হে বিধাতঃ, বৃত্র-বধ যাহে ; বধি তারে
দানবীব দৌরাত্ম্য ঘুচাও স্বর্গধামে,
ঘুচাও, হে পদ্মাসন, উমা-মনস্তাপ।"
বিরিঞ্চি উমার বাক্যে চিন্তি কতক্ষণ,
নগেন্দ্রনন্দিনী-সঙ্গে বৈকুণ্ঠভুবনে
গেলা যথা বমাপতি ; মাধব সংহতি
ফিরিলা সত্বরে পুনঃ ভুবন কৈলাসে।
বসিয়া ভবানীপতি, ভাবে নিমগন,
কোটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিমূর্ত্তি চারিধারে,
হেরিছেন কুতূহলী যোগীন্দ্র মহেশ
ধ্বংসের অপূর্ব্বগতি !—বিশ্বচরাচরে
কত রূপে কত জীব, কত জড়তনু,
মুহূর্ত্তে হইছে লীন ! নিগূঢ় রহস্য—
নিসর্গবন্ধনসূত্র-ছেদন-প্রণালী !
বোধাতীত, চিন্তাতীত, অতীত কল্পনা—
জড় জীব-ধ্বংসগতি ! কাল-সংঘটন !

কিবা সূক্ষ্মতর ক্ষুদ্র সূত্রেতে জড়িত
জীবের জীবন, ভোগ, সম্পদ্, প্রতাপ।
কি সূক্ষ্ম মিলন বিশ্ব-চরাচর মাঝে
অচেতনে সচেতনে—ভূলোকে দ্যুলোকে!
প্রাণিকুলে, জড়-জীবে, আত্মায় শরীরে!
কিবা মনোহর ক্ষুদ্র শৃঙ্খলমালায়
জড়িত ব্রহ্মাণ্ডবপুঃ!—কেশাগ্র সদৃশ
সূত্রের রেখায় বদ্ধ আত্মা, মন, দেহ।
শিথিল হইলে ক্ষণে নিখিল বিকল।
দেখিছেন মহাযোগী প্রগাঢ় কৌতুকে
সে লয় প্রলয়-রঙ্গ ভুবনে ভুবনে।
দেখিছেন যোগিবর কালের প্রভাবে
জীবব্রজ কত মতে, সৃষ্টি-শোভাকর
জীবমূর্ত্তি পরিহরি, হতেছে বিলীন
গভীর কালের গর্ভে! কত জ্ঞানদীপ
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডমাঝারে ক্ষণে ক্ষণে
নিবিছে—ডুবিছে ঘোর অজ্ঞান-তিমিরে।
সুষমা কতই রূপ, কতই জগতে
হতেছে কলঙ্কময়—অচিহ্ন কোথাও
অসীম লাবণ্যরাশি চক্ষের নিমিষে!
চতুর্দ্দশ লোক মাঝে আত্মা সুবিমল
নির্ব্বাণ নক্ষত্র প্রায় জ্যোতিঃ হারাইয়া
পড়িতেছে কত দিকে কত শত, হায়,
পাপপঙ্কপরিপূর্ণ অন্ধতম কূপে—
পুড়িতে সন্তাপ-তাপে! দেখিছেন দেব
সে সবার অধোগতি ব্যথিত অন্তরে;
যথা নরচিত্ত হেরি সূর্য্যের মণ্ডল
রাহুর গভীর গ্রাসে যবে প্রভাকর।
কোন(ও) বা অবনী, এই প্রাণিপুঞ্জময়,
উদ্ভিদ্ লতায় সুশোভিতা, ক্ষণপরে

হইছে পাষাণপিণ্ড মণ্ডিত হিমানী—
প্রাণিশূন্য তুষারের মরু ভয়ঙ্কর !
কোথাও আবার কোন(ও) বিপুল জগৎ
বিদীর্ণ হইয়া চূর্ণ—রেণুর আকারে
মিশিতেছে শূন্যদেশে ! কত জনপদ
উন্নতিসোপান ছাড়ি ডুবিছে কালেতে
অচিহ্ন হইয়া ভবে চিরদিন তরে !
দেখেন কোথাও কোন ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে,
ভীষণ প্রলয়-রঙ্গ—জীব, জড় যত,
উদ্ভিদ, ভূধর, বারি, ভূমণ্ডল, বায়ু,
কালানলে দগ্ধীভূত শূন্যেতে লুকায়
অণুরূপে ব্যোমগর্ভে—শূন্যময় করি
সে ধরামণ্ডল-ধাম ; কোথাও আবার
দেখিছেন ভূতনাথ যুগবিপর্য্যয়—
দুর্জ্জয় প্লাবনে মগ্ন বিশাল ধরণী,
পশু, পক্ষী, নরকুল, অদৃশ্য সকলি,
ভ্রমিছে বিমানমার্গে ; ডাকিছে পবন
ভীষণ প্রলয়শব্দে মিশি সে প্লাবনে !
সে ঘোর প্লাবনে বিশ্ব-ভুবন চকিত।

এইরূপ লয়প্রথা ভুবনে ভুবনে
কি দেব-মানব-বাস, কিবা সিদ্ধধামে,
দেখিছেন যোগীন্দ্র নিমগ্ন গাঢ় ভাবে ;
মৃদুতর কখন(ও) ঈষৎ হাস্য মুখে।

হেন কালে মুরহর, স্বয়ম্ভু, ভবানী,
দাঁড়াইলা ব্যোমকেশ শঙ্করে সম্ভাষি ;
সদানন্দ মহানন্দে কৈলা আলিঙ্গন
কেশব, হিরণ্যগর্ভে—উমারে চাহিয়া
তুষিলেন আশুতোষ মধুর হাসিতে।
মাধব তখন—সদা প্রিয়ম্বদ দেব—
গম্ভীর বচনে শুনাইলা বিশ্বনাথে

সকল বারতা—শুনাইলা শচীদুঃখ,
শুনাইলা শিবে অম্বিকার মনস্তাপ।
শুনিতে শুনিতে জটা ধূর্জ্জটি-মস্তকে
কাঁপিতে লাগিল ধীরে—ললাট-ফলকে
শশধর খরতর আভা প্রকাশিল।
মহাকাল-ক্রোধমূর্ত্তি উদয় দেখিয়া
সান্ত্বনিলা হৃষীকেশ সত্বর শঙ্করে।
বিষ্ণুর বচনে মৃত্যুজয়ী মহেশ্বর
কহিলেন "হে মাধব, উমার বাসনা
পূর্ণ কর এই দণ্ডে,—হে কমলযোনি,
কর যাহে বৃত্রাসুর নাহি জীয়ে আর,
জানি আমি আমার(ই) বরেতে স্পর্দ্ধা তার,
কিন্তু কহ শুনি, কেশব কৈটভহারি,
স্বয়ম্ভু বিধাতা, কেবা সে নহ তোমরা
ভক্তির অধীন সদা—যথা ভক্তাধীন
প্রাস্তমাত্র আশুতোষ? ভ্রান্তি যদি তায়,
এই দণ্ডে সেই ভ্রান্তি ঘুচাতে বাসনা
দনুজের অদৃষ্ট খণ্ডিয়া; হের ইন্দ্র
সসজ্জ সমরক্ষেত্রে; বজ্রপ্রহরণ
নিৰ্ম্মাইলা বিশ্বকৰ্ম্মা; দিলা তোমা দোঁহে
নিজ নিজ তেজঃ অস্ত্রে অব্যর্থ করিয়া;
একমাত্র অন্তরায়—অন্ত নহে আজ(ও)
বিধাতার দিনমান—সে বাধা ঘুচাও
অকালে অসুরে নাশি, হে বিধি, কেশব!—
আপনার কৰ্ম্মদোষে মজে যে আপনি,
কে রক্ষিতে পারে তারে?" বলি শূলপাণি,
ভকতবৎসল দেব বৃত্রে ভাবি মনে
ত্যজিয়া গভীর শ্বাস বসিলা নীরবে।
হেরি মহেশের মূর্ত্তি দেব চক্রপাণি,
মন্ত্রণা করিয়া ক্ষণকাল ব্রহ্মা সহ,

উত্তরিলা মহেশ্বরে—"হে অন্তকহারি,
কর্ম্মফলে প্রাণিবৃন্দে উন্নতি, পতন,
স্বতঃ পরিবর্ত্তশীল প্রাক্তন-প্রভাব ;
তথাপি, উমেশ, উমা-অনুবোধে আমি,
দেব প্রজাপতি, বৃত্র-ভাগ্যলিপি নাশে
হইনু সম্মত।" বলি, লুকাইলা তনু ;
লুকাইলা প্রজাপতি মূর্ত্তি ক্ষণকাল,
অতনু হইলা মহাদেব,—তিন গুণ,
একত্রে মিলিয়া অকস্মাৎ, প্রকাশিলা
পরব্রহ্ম-রূপ নিরুপম।—অতুলিত
শোভাপূর্ণ কৈলাসভুবন ক্ষণমাঝে।
ক্ষণমাঝে ঘোর শূন্যে হৈল ঘোর ধ্বনি—
"বৃত্রের অদৃষ্টলিপি অকালে খণ্ডিত।"
হেথা ভাগ্যদেব গাঢ় চিন্তানিমজ্জিত,
বসিয়া বৈকুণ্ঠপ্রান্তে, বিস্তৃত সম্মুখে
বিশাল প্রাক্তন লিপি—দৃশ্য মনোহর।
ছায়া-ইন্দ্রজালে যথা বর্ত্ত যাদুকর
দেখায় অদ্ভুত রঙ্গ—অদ্ভুত তেমতি
অনন্ত আলেখ্য-অঙ্গে ক্রীড়া নিরন্তর।
কোনখানে ভূমণ্ডলবিজয়ী বীরেশ
ছুটে চতুরঙ্গ দলে পর্ব্বত লঙ্ঘিয়া ;
আবার মুহূর্ত্ত-কালে সে বীরকেশরী
মরুভূমে পদব্রজে ভ্রমে চিন্তাকুল।
এই রাজ-অভিষেক,—আনন্দ হিল্লোল
খেলিছে ধরণী-অঙ্গে, প্রবাহে প্রবাহে
কত গজ, তুরঙ্গম, কত প্রাণিকুল
সুসজ্জ প্রাঙ্গণ মাঝে। তখনি আবার
আলেখ্যে শ্মশানছায়া ভয়ঙ্কর বেশ।
রাজতনু চিতা'পরে, অপত্য, বান্ধব,
বাষ্পাকুলনেত্রে ঘেরি শবে। ক্ষণকালে

চিতাপার্শ্বে কোথা আচম্বিতে অট্টালিকা
সুসজ্জিত—রঞ্জিত বসনাবৃত চারু—
বিবাহমণ্ডপে সুখে দম্পতি আসীন।
মুহূর্ত্তে আবার, মৃত পতি কোলে করি
কাঁদিছে যুবতী, ছিন্নভিন্ন কেশবেশ,
বসন, ভূষণ বিলুণ্ঠিত। ক্ষণে ক্ষণে
কতই যুবক—আহা, ভূষিত সুষমা,
প্রতি অঙ্গে সুখে যেন স্বাস্থ্য মূর্ত্তিমান—
হারাইছে সে লাবণ্য—যৌবনে স্থবির।
যৌবনে উচ্ছিন্ন কত রামারূপরাশি!
কোন চিত্র, ঊর্ণনাভজাল-পূর্ণ এই,
উজ্জ্বল নিমেষ মধ্যে। কোন দীপ্ত ছবি
প্রভাসিত নিরন্তর— সহসা মলিন।
কোন সে আলেখ্য-দৃশ্য—দারিদ্র্য-প্রতিমা
মূর্ত্তিমান এই যেন—দেখিতে দেখিতে
মনোহর চারু বেশ—মণি, মরকত-
ময় বস্ত্র সুশোভিত। কত পর্ণশালা
ধরিছে সুহর্ম্ম্যরূপ চক্ষের পলকে।
কত সে আবার দিব্য স্বর্ণ অট্টালিকা
ধরিছে কুটীর বেশ,—কালের কালিমা,
তৃণ, গুল্ম, লতা, আচ্ছাদিত কলেবর।
মিশাইছে কত চিত্র ফুটিতে ফুটিতে,
যথা তরু-শৈলকুল, প্রভাত-কুহেলি
আবরিলে মহীদেহ মিহিরে লুকায়ে।
কত দৃশ্য মিলাইছে চিরদিন তরে।
এইরূপে জগতের যে কোন প্রদেশে
কালধর্ম্মে, কর্ম্মাকর্ম্মে, সুযোগে, কুযোগে
ঘটিছে যখন যাহা সুগতি, অগতি,
কিবা জীব, কিবা জড়, কি উদ্ভিদকুলে,
তখনি সে চিত্রপটে, নিত্য ক্রীড়াময়,

অঙ্কিত হইছে তাহা ;—নিমগ্ন মানসে
দেখিছেন ভাগ্যদেব নিশ্চল নয়নে।
বৃত্রের বিশাল চিত্র সে আলেখ্য 'পরে
কত শোভা বিভূষিত, কত আভাময়,
জ্বলিছে উজ্জ্বল মূর্ত্তি – প্রদীপ্ত ছটায়
ত্রিভুবন প্রজ্বলিত !—হেরিছেন ভাগ্য
কুতূহলে। হেন কালে অম্বর বিদারি
ধ্বনিল ভৈরব ধ্বনি—আকাশবাণীতে
প্রকাশিয়া ব্রহ্মরূপী ত্রিমূর্ত্তি-আদেশ।
সভয়ে প্রাক্তন শীঘ্র ফিরায়ে নয়ন
নিরখিলা চিত্রপটে,—দেখিলা সহসা
বৃত্রের বিশাল চিত্র, কালিমামণ্ডিত,
মিশাইছে ধীরে ধীরে—শোভাবিরহিত !

দ্বাবিংশ সর্গ

বসিয়া অসুর-পার্শ্বে অসুরভামিনী ;—
নবীন নীরদরাশি, লুকায়ে বিজুলি হাসি,
বুকে ইন্দ্রধনু-রেখা, ঢাকিয়া মিহির,
পরশি ভূধর-অঙ্গ রহে যেন স্থির !

যেন ঢল ঢল জলে নীলোৎপলদল,
প্রসারিত নেত্রদ্বয়, দৈত্যমুখে চাহি রয়,
নিস্পন্দ শরীর, ধীর, গম্ভীর বদন,—
না পড়িলে ধারাজল জলদ যেমন।

দেখিয়া দনুজনাথ সে মুখের ভাব
বিস্ময় ভাবিয়া মনে, কর ধরি সযতনে
করতলে চাপি ধীরে মধুর উল্লাসে,
কহিলা উৎসাহপূর্ণ মৃদুল সম্ভাষে—

"এ কি হেরি, দৈত্যরাণি, যামিনী উদয়
এ সুখমধ্যাহ্নকালে ? রুদ্রপীড় শরজালে
নির্দেব করিলা পুরী অনলে জিনিয়া,
পরিলা অতুল যশঃকিরীট মণ্ডিযা,

পলাইল সুরসেনা শিবা যেন ভয়ে ;
জয়ন্ত শশক প্রায় রথ লয়ে বেগে ধায
পালটি না ফিরে চায় ; দৈত্যের তাড়নে
অমবার প্রান্তে দেব ভাবে ক্ষুণ্ণ মনে ;

ভাসে অসুরের দল আনন্দ উৎসাহে ,
পুত্রের সুযশঃ-গান, ত্রিভুবনে দৈত্যমান
আজি প্রভান্বিত কত ।—সার্থক জীবন,
আজি সে সফল, প্রিয়ে, সফল সাধন !

হেন পুত্রে গর্ভে ধবি, এ সুখের দিনে,
চিত্তে নাই সুখোচ্ছ্বাস, মুখে নাই প্রীতিভাষ,
পুত্রের কল্যাণে নাই মঙ্গলকামনা ;—
এ ভাবে মনেব খেদে কেন হে বিমনা ?

হের দেখ করতলে ধ৲৹শভাণ্ডাব ।
ঘোষিতে পুত্রেব জয কব যাহা চিত্তে লয়,
ভাসাও ত্রিদশালয় উৎসব-হিল্লোলে—
এ দিন কখন(ও) যেন কেহ নাহি ভুলে ।

কি অভাবে মনোদুখে দনুজমহিষি ?
কি নাহি করিতে দান, কিবা স্থান, কিবা মান,
কহ কিবা চাহে প্রাণ, কি আশা পূরাতে—
কোন্ বাজসিংহাসনে কাহারে বসাতে ?

আজন্ম দরিদ্র যেবা দনুজের কুলে
সেও আজি আশাবান্, আশায় যুড়ায় প্রাণ,
স্বপনে কল্পনা করি অসাধ্য কামনা।
ইচ্ছাময়ী ঐন্দ্রিলা হে মলিনবদনা ?

জননীর মনস্তাপে পুত্রে অকল্যাণ—
সে কথা বিস্মৃতি-জলে ভাসায়ে, হৃদয়তলে
বিষাদে আশ্রয় দিলে, কি হেন ভাবনা ?—
ঐন্দ্রিলে, চিত্তের বেগে ভুলিলে আপনা।”

উত্তরিলা দৈত্যরাজমহিষী তখন,—
“খলের চাতুরি মায়া বহুরূপী দেহচ্ছায়া,
ধরে কত রূপ তাহা—কে বুঝিতে পারে ?
রমণীর চাতুরিতে রমাপতি হারে।—”

উত্তরিলা “হে দনুজকুল অধীশ্বর,
অভাগ্য যখন যার তখনি অদৃষ্টে তার
কত যে লাঞ্ছনা ভোগ কে বর্ণিতে পারে।
নহিলে নির্দয় হেন কেন হে আমারে ?

ঐন্দ্রিলা পাষাণ-প্রাণ।—তনয়ে ভুলিলা ?
আপনার তুচ্ছ জ্বালা ভেবে, মুখ করি কালা,
আইলা পতির কাছে ?—হে হৃদয়নাথ,
হৃদয় ব্যথিতে আর পেলে না আঘাত ?

কবে সে কঠিন হেন দেখেছ আমায় ?
কারে বধিয়াছি প্রাণে কাহার জীবন দানে
নিদয়া হইয়া তোমা কৈনু নিবারণ ?
কি দেখিলে কবে বল নিষ্ঠুর তেমন ?

হায়, ঐন্দ্রিলার হেলা তনয়ের প্রতি,
ধিক্ ঐন্দ্রিলার নামে ; এই ছিল পরিণামে
শুনিতে হইল তারে এ পরুষবাণী—
পতির বদনে, হায় !—ধিক্ রে পরাণী !

কারে জানাইব আর মনের বেদনা ?
জন্মকাল যাঁর সনে নিদ্রাহার একাসনে
তিনিই আমারে যদি ভাবিলা এমন—
কি জানাব কে জানিবে মনেব যাতন ।

থাক হে দনুজনাথ তনয়-বৎসল,
কব ভোগ ‘কা সুখে ; যে খেদ আমাব বুকে
থাকুক তেমতি, দুখে পুড়ুক পরাণী—
থাক সুখে দয়াময—চলিল পাষাণী ।”

বলি ভাক্ত ক্রোধে বামা উঠি দাঁড়াইল ;
কত অনুরোধ কাব, কত যত্নে কবে ধরি,
বসাইলা মহিষীরে নিকটে আবার ,
ঘুচাইলা কত যত্নে চিত্তেব বিকার ।

কহিলা তখন বামা মধুব কপটে—
“হে বীব সমরপ্রিয, বণক্ষেত্রে অদ্বিতীয়,
জান তুমি সুধু রণ-রঙ্গক্রীডা যত ;—
তুমি কি জানিবে কহ বামা-স্নেহ কত ?

কি জানিবে জননীর প্রাণে কিবা হয় ?
সন্তানের মমতায় কত ব্যথা চিন্তা তায়,
কত দিকে ধায় চিত্ত ?—হে দৈত্যভূষণ,
পুরুষ বুঝে কি কভু রমণীর মন ?

বিজয়-উল্লাসে এবে তুমি সে উন্মাদ।
ভাবিছে আমার মন পুত্রে দিয়া দরশন
দেখাব কিরূপে তারে এ বদন ছার—
পাপীয়সী-কোলে যবে বসিবে কুমার।

শুধিবে যখন 'মাতা, ইন্দুবালা কোথা ?
দিয়াছিনু তব করে পালিতে সোহাগ ভরে ;
কোথা সে স্নেহের লতা রাখিলে আমার ?'
কি ব'লে হৃদয়ে শেল বিন্ধিব তাহার ?

হারায়েছি, দৈত্যনাথ, পুত্রের মাণিক,—
হারায়েছি হৃদয়েশ অঞ্চলের নিধি শেষ
দনুজেন্দ্র, হারায়েছি 'সুশীলা' তোমার ;—
ইন্দুবালা বিনা এবে পুরী অন্ধকার।"

বলি বাষ্পাকুলনেত্রে হইল নীরব।
অচল নগেন্দ্র প্রায় দৈত্যপতি স্তব্ধ-কায়,
চাহি ঐন্দ্রিলার মুখ থাকি কত ক্ষণ,
ছাড়িলা অরণ্য-শ্বাসে গভীর নিস্বন।

"কি কহিলা, ঐন্দ্রিলা" বলিলা গাঢ় স্বরে,
"ইন্দুবালা নাই মম সে সুধাংশু নিরুপম
ডুবেছে কি অস্তাচলে ?– পাব না কি আর
দেখিতে সে নিরমল পীযূষ-আধার ?

আর কি সে স্নেহময়ী সবলার কথা
হৃদয় শীতল করি, চিন্তার উত্তাপ হরি
জুড়াবে না এ শ্রবণ -জুড়াত যেমন
নিন্দিয়া বীণার ধ্বনি ঝরিত যখন ?

না ঐন্দ্রিলে, নিধনের নহে সে প্রতিমা,—
হরিতে সে সুষমায় কৃতান্ত কাঁদিবে, হায় !
চিরায়ু সে ইন্দুবালা অক্ষয় রতন ;—
বিজয়ী বীরের যশ চিরায়ু যেমন !”

“হেন অমঙ্গল কথা, হে দনুজপতি,
কি হেতু আন হে মুখে,” ঐন্দ্রিলা কৃত্রিম দুখে,
কহিলা বিমর্ষ ভাবে চাহি দৈত্যপানে,
“এ বেদনা কেন দাও দুখিনীর প্রাণে ?

চির আয়ুষ্মতী হ'ক বধূ সে আমার !
চিরায়তি থাক্ তার পরশে না যেন তার
কেশের শতাংশ ভাগ শমন দুর্ম্মতি !
হে নাথ, শমন হৈতে নিদারুণ অতি।

ইন্দ্রের কামিনী শচী—সাপিনী কুটিলা ;
কপটে ছলিলা, হায়, শিশুমতি বালিকায় ;
সাধিতে নারিল যাহা দেবতারা বলে,
সুসিদ্ধ করিল তাহা কুহকীর ছলে !

হা ধিক্ ঐন্দ্রিলা-প্রাণে—ধিক্ দৈত্যরাজ,
তোমার কুলের বধূ ভুলি দৈত্যস্নেহমধু,
ভুলি কুল-মান-গর্ব্ব হেলিয়া সকল,
আশ্রয় করিলা কি না শচী-পদতল !

তব আজ্ঞা শিরে ধরি, দনুজকেশরি,
শচী আনিবারে যাই, হতভাগ্যে পোড়া ছাই,
নিরখিনু ইন্দুবালা সেবে শচীপদ !—
ব্রহ্মাণ্ডে রহিল, নাথ, এ কলঙ্ক-হ্রদ !

অসহ্য হৃদয়বেগ না পারি ধরিতে,
শচীরে গঞ্জনা দিয়া বধূরে আনিতে গিয়া,
ঘটিল যা ছিল শেষ কপালে আমার,—
যেমন দুরাশা, হায়, পুরস্কার তার !

বলি নাই ভাবি নাই, চাহি না বলিতে
সে দুঃখের কথা কভু, সহিতে হইল প্রভু,
স্বর্গজয়ি-জায়া হয়ে শচীপদাঘাত !—
সে দুঃখ 'পাষাণ' প্রাণে সয়েছি হে নাথ।

সহিতে না পারি কিন্তু এ অখ্যাতি তব ;
স্বামীর কুখ্যাতি যায়, নারীর কলঙ্ক তায়,
ভাবি তাই সে কলঙ্ক ঘুচাব কেমনে—
ইন্দুবালা পড়ে মনে জাগ্রতে স্বপনে।

চল, দেখাইব চল, স্বচক্ষে দেখিবে,
বুঝিবে সে কি কারণ দহে 'পাষাণী'র মন,
কেন এ সুখের 'দনে হয়েছি হতাশ !
নারীর বচনে, নাথ, কি কাজ বিশ্বাস !"

ঈষৎ কম্পিত নাসা, কুঞ্চিত ললাট,
সঘনে নিশ্বাস ঘন আরক্তিম ত্রিনয়ন,
চলিল দনুজপতি দানবী-সংহতি ;
চলিল দৈত্যেশবামা গর্ব্বিত মৃবতি ;

ধন্য রে ঐন্দ্রিলা, তোর পণে বলিহারি !
চলেছ নদীর বেগে চাপি চিন্তা, চিত্ত-বেগে,
সাধন করিতে নিজ সাধের মনন ;
জান না হৃদয়ে কভু নিরাশা কেমন।

চলিলা অসুরপতি, মহিষী-সংহতি
উঠিলা প্রাচীর 'পরে ; নিরখিলা স্তরে স্তরে
অকূল সাগর-তুল্য সুরাসুর-দল ;
নিরখিলা স্বর্ণময় সুমেরু অচল ।

শোভিছে অমরা-প্রান্তে—সহস্র শিখর
উঠেছে অনন্ত ভেদি যেন কল্পনার বেদি,
সুরবিমোহিনী মূর্ত্তি, সাজান(৩) রয়েছে ;
নির্ম্মল কিরণমালা সর্ব্বাঙ্গে সেজেছে !

কোন সে শিখরে তার,—আহা, কিবা শোভা,
ছায়া-কিরণেতে মিলি খেলিতেছে ঝিলিমিলি !—
দেখায় তর্জ্জনী তুলি দনুজমহিষী—
বসিয়া সুরেশকান্তা উজলিছে দিশি ;

পদতলে ইন্দুবালা মলিনবদনা--
শীর্ণালস কলেবর, অস্ফুট কুসুম-থব
মধ্যাহ্নের সূর্য্যতাপে বিরস যেমন ;
নিশ্চল, অলস, অর্দ্ধ-মুদিত নয়ন ;

কাছে রতি স্তব্ধমতি, চপলা অচলা,
হেরিছে সমরাঙ্গণে মুগ্ধচিত্ত কয় জনে—
চারু চিত্রপটে যেন তুলির লিখন !
নিরখি দনুজরাজ বিস্ময়ে মগন ।

বিস্ময়ে মগন দৈত্য কত ক্ষণ থাকি
করিল নাসিকাধ্বনি, গরজিল যেন ফণী,
লম্ফ ছাড়ি লঙ্ঘিতে সুমেরু-দেহ বাড়ে ;
হেন কালে সুরাসুরে সিংহনাদ ছাড়ে,—

পূরিয়া সমরক্ষেত্র সেনাকোলাহল
সহসা শূন্যেতে উঠে, রথ অশ্ব বেগে ছুটে,
করিব্রজ শুণ্ড তুলি গর্জ্জিল ভীষণ,
বাজিল পটহ, ভেরী, দামা, অগণন।

নিমেষে পালটি নেত্র দেখিলা প্রাঙ্গণে
রুদ্রপীড রথে রথী, যেন বিদ্যুতের গতি
ছুটিছে বাহিনী-অগ্রে, উঠেছে পতাকা—
ভয়ঙ্কর রাহুরূপ কেতু-অঙ্গে আঁকা।

নিরখি ভুলিলা দৈত্য সকল ভাবনা,
স্থির-নেত্র স্তব্ধবৎ, একদৃষ্টে চাহি রথ,
দেখিতে লাগিলা বৃত্র অনন্যমানস
রথের তরঙ্গগতি, অশ্বের তরস্।

সমর আহ্লাদে চিত্ত সদাই বিহ্বল,
তাহে পুত্র যুদ্ধসাজে প্রবেশিছে শত্রুমাঝে,
নিরখি অপূর্ব্ব ভাবে হৃদয় মথিল,
অদ্ভুত আনন্দস্রোত চিত্তে প্রবাহিল।

দেখিলা অসুর, সুরমধ্যস্থলে আসি
স্থির হৈল রথগতি, অতুল সানন্দমতি
পুত্রের সমরসজ্জা হেরে বৃত্রাসুর—
রতন-সম্ভবা বিভা উজলিছে ধুর।

শুভ্র সারসের পুচ্ছ মণিগুচ্ছে নত
দুলিছে শীর্ষকে বাঁকা, অঙ্গত্রাণে অঙ্গ ঢাকা,
হীরকমণ্ডিত অসিমুষ্টি কটিতটে,
সারসনে অসিকোষ দুলিছে দাপটে,

বক্র ধনুঃ বাম করে ; রথ-অঙ্গে শোভে
হেমময় নানা তূণ, নানা বর্ণ ধনুগুর্ণ,
শাণিত কৃপাণশ্রেণী, গদা, প্রক্ষেড়ন,
ধনুঃদণ্ড, বিবিধ আয়ুধ অগণন।

ধনুঃপৃষ্ঠে করতল, উঠি মহেম্বাস
দাঁড়াইলা রথোপরে, গভীর বিশদ স্বরে
কহিলা সম্ভাষি সূতে, প্রফুল্ল নয়ন—
"হে সারথি, আজি মম সফল জীবন ;

দুর্জ্জয় ত্রিদশনাথে সমরে সম্ভাষি
পরিব অতুল যশ উজ্জ্বল করি শিরস্,
রাখিব অক্ষয় খ্যাতি অসুরমণ্ডলে,
দেখাব কার্ম্মুকশিক্ষা সুররথীদলে !

জানি মৃত্যু সুনিশ্চয় বাসবের হাতে
আজি এ সমরাঙ্গণে, ত্যজিব অক্ষুব্ধ মনে
এ দেহ, হে সূতবর—সৌভাগ্য আমার
ভালে না লিখিলা ভাগ্য অন্য মৃত্যু ছার।

ত্রিলোকে অজেয় ইন্দ্র—ত্রিদিবের পতি,
শরক্ষেপ প্রথা যার বীর-চক্ষে চমৎকার
তার সনে আজি রণে যুঝিব হরষে,
এ মরণে কার মনে সুখ না পরশে ?

সারথি, মৃত্যুর চিন্তা ঘুচেছে এখন ;
আজি সুরাসুরগণ দেখিবে অদ্ভুত রণ,
দেখিবে বীরের মৃত্যু অদ্ভুত কেমন ;
এ কথা, সারথি হে, রাখিও স্মরণ,—

অন্তিম শয়নে যবে দেখিবে আমায়,
দেখ(ও) যেন শত্রু কেহ রণক্ষেত্রে এই দেহ
ঘৃণিত চরণে নাহি করে পরশন,—
রাক্ষস, পিশাচে যেন না করে ভক্ষণ।

এই অগ্নিচক্র রথ লভিনু যা রণে
হারাইয়ে হুতাশনে, দিও হে পিতৃচরণে,
দিও পদে এই মম অঙ্গ-আচ্ছাদন,
ব'লো—রুদ্রপীড়-সাধ হয়েছে সাধন

এই অর্ঘ্য, সূতশ্রেষ্ঠ, দিলেন জননী
রক্ষিতে সমর-ক্ষেত্রে তাঁর প্রাণাধিক পুত্রে,
দিও জননীরে পুনঃ—বলিও তাঁহায়—
মৃত্যুকালে এই অর্ঘ্য ধরিনু মাথায়।

দিও, সূত, এ সারসপুচ্ছ মণিময়,
উজ্জ্বল শীর্ষক 'পরে আজি যাহা শোভা করে,
দিও ইন্দুবালা-করে, করিতে স্মরণ
উন্মাদিনী প্রেমে যার মুগ্ধা আজীবন ,

ব'লো তারে, সারথি হে"— বলিতে বলিতে
কপোলে সলিলধারা ঝরে হিমবিন্দু-ঝারা,
ভাবি সে হৃদয়ময়ী স্নেহের পুতলী ;
ঘন শ্বাসে কণ্ঠরোধ—নীরবিলা বলী ;

বসিলা সমরাসনে ভীম শঙ্খ নাদি ;
বাজিল দুন্দুভিধ্বনি, ঘন ঘন ঘন স্বনি
বাজিল সমরতূরী যুড়িয়া প্রাঙ্গণ ;
দানবের সিংহনাদে কাঁপিল গগন।

হেরি ষড়ানন শীঘ্র সেনা-অগ্রভাগে
আইলা নক্ষত্রগতি স্বদল-বিপক্ষ মথি,
দাঁড়াইল শিখিধ্বজ রথ থর থরি ;
উড়িল বিশাল কেতু শূন্য শোভা করি।

কহিলা উমানন্দন জলদগর্জ্জনে,—
মুহূর্ত্তে নিস্তব্ধ সব রণতূর্য্য ঘনরব,
রথের ঘর্ঘর শব্দ, হস্তীর গর্জ্জন,
হয়ব্রজ স্তব্ধভাব, উন্নত-শ্রবণ ,—

কহিলা জলদস্বনে- "রে দাম্ভিক শিশু,
বক্ষিবে নিবারি রণে উন্মত্ত হইলে মনে,
অমর-সেনানী-অগ্রে আ(ই)লে একা রথী—
ভুলিলে শমনভয় আরে ছন্নমতি ?

যে শিবিরে আদিতেয় মহারথিগণ,
এক এক জন যার নিমিষে ব্রহ্মাণ্ড ছার
বিক্রমে করিতে পারে, অবহেলি তায়
সমরে পশিলে একা অবোধের প্রায় ?

না চিনিলে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড গ্রহনাথে ?
পবন ভীষণ দেবে ? সিন্ধু যারে নিত্য সেবে
আক্রুদ্ধ বরুণ পাশী ? যম দণ্ডধরে ?
ফণীন্দ্র বাসুকি ফণাধর-কুলেশ্বরে ?

ভীম অঙ্গারক কুজ, সৌরি শনৈশ্চর,
বৈনতেয় খগেশ্বর, নৈঋত নৈঋতধর,
জয়ন্ত বাসবপুত্র অসীম-সাহস,
আমি দেবসেনাপতি ভবেশ-ঔরস।

এ বীরবৃন্দের মাঝে বল কার সনে
যুঝিবি সাহস করি ? বুঝিবি রে ধনুঃ ধরি
দেবের বিক্রম কত দাম্ভিক বালক—
সমুদ্র শোষিতে চাও হইয়া শুষক ?”

“হে পার্ব্বতীসুত”—দর্পে উত্তরি তখন
কহিলা বৃত্রতনয়, “পাবে শীঘ্র পরিচয়
শিশু কি প্রাচীন এই অসুর-আত্মজ—
রণে অগ্রসর শীঘ্র হও শিখিধ্বজ ;

কি ফল বিচারি কার সনে করি রণ—
করেছি অলঙ্ঘ্য পণ পরাজিব সর্ব্বজন,
নির্দেব করিব স্বর্গ আজি এ সমরে,
নতুবা ত্যজিব প্রাণ ব্যাকুলি অমরে ;

যত জন, যে বা ইচ্ছা, হও অগ্রসর,
নহিব বিমুখ আজ সাধিতে বীরের কাজ—
আজি সমরের পণ উদ্‌যাপন মম,
ঘুচাব সমরে পশি দেব-চিত্তভ্রম।

ভেটিব সমরাঙ্গণে সুরনাথে আজি—
বীরচক্ষে চমৎকার শিঞ্জিনীর ক্রীড়া তাঁর,
দেখিব সে জ্যার ভঙ্গী— নাহি চাহি আন্ ;
আশু পূর্ণ কর আশা, ধর ধনুর্ব্বাণ।”

বলি সব্যসাচী বৃত্রসুত ধনুর্ধর
লঘু হস্তে খর শর ফেলিল শতাঙ্গ’পর,
লক্ষ্য করি বরুণ, পবন, প্রভাকরে ;
সেনাপতি শিখিধ্বজ বিন্ধি খর শরে।

বাজিল দুন্দুভি-ধ্বনি স্বর্গ কোলাহলি,
বাজিল সমরশঙ্খ, ভীরুর প্রাণে আতঙ্ক,
ঝড়গতি চারি রথ ছুটিল সম্মুখে ;
উড়িল ধূলির জাল গাঢ় অভ্রমুখে ;

চারি কোদণ্ডের ছিলা বধিরি শ্রবণ
ভীম শব্দে একেবারে, নিনাদিল চারি ধারে,
ছুটিল কলম্বকুল তারারাশি হেন,
ছুটে ঘনঘটা-কোলে তড়িল্লতা যেন।

ছুটিছে নৈর্ঋত হ'তে ভাস্করের রথ,
তেজস্কর সাত হয়, নাসাতে পবন বয়,
ক্ষুরে না পরশে ক্ষণে মনঃশিলা-তল—
ক্রোধিত তপনতেজে স্যন্দন উজ্জ্বল ;

অগ্নিকোণে বরুণের শঙ্খময় রথ
ছুটিল মেঘের মন্দ্রে, ফেনরাশি নাসারন্ধ্রে
চারি কৃষ্ণ হয় ফেনময় কলেবর,
শত চক্র বায়ুগতি ঘুরিছে ঘর্ঘর।

ঈশানে পার্ব্বতীসুত-স্যন্দন ভীষণ—
বিশাল কেতন-চূড়ে উড়িছে আকাশ যুড়ে
খেলে যেন ইন্দ্রধনু আভা ছড়াইয়া,—
অশ্বের তরল গতি তরঙ্গ জিনিয়া।

বায়ুকোণে পবনের শতাঙ্গের খেলা—
যেন কিরণের রেখা, যায় কি না যায় দেখা,
ছুটিছে মানসগতি জিনিয়া তরসে ;—
কুরঙ্গ-অঙ্কিত কেতু গগন পরশে।

দেখিয়া দনুজসুত সমরকুশলী—
আজ্ঞা দিলা সারথিরে, মণ্ডলে মণ্ডলে ফিরে
বেগে চালাইতে অশ্ব,—না হয় যেমন
শরলক্ষ্য ক্ষণকাল ঘোটক, স্যন্দন।

বিজুলির বেগে যেন ঘুরিতে লাগিল
চক্রাকারে মহারথ, অনল-স্ফুলিঙ্গবৎ
ক্ষিপ্রহস্তে রুদ্রপীড় ভীম ধনুঃ ধরি,
কিবা শিক্ষা অদভুত, চারি রথোপরি

হানিতে লাগিল শর শিলাধারাবৎ,
চক্রাকারে শূন্য'পর একে ঘেরি অন্য স্তর—
মণ্ডল-আকারে বারিলহরী যেমন,
ছুটিল তড়িৎগতি বিচিত্র মার্গণ ;

পড়িল ভাস্কর-রথ-চূড়া আচম্বিতে ;
কাঁপিল সূর্য্য-স্যন্দন শরাঘাতে ঘন ঘন
বরুণের তুরঙ্গম বাণেতে অস্থির,
ধারাকারে কৃষ্ণ-অঙ্গে ছুটিল রুধির।

অচল বায়ুর রথ— কুরঙ্গ উধাও,
শত খণ্ড ধনুর্গুণ, বাণ-মুখে উড়ে তূণ,
ধনুঃশূন্য প্রভঞ্জন, নিমেষে বিকল,
ছুটিতে লাগিল বেগে ভ্রমি রণস্থল।

অস্থির পার্ব্বতীসুত বৃত্রসুত-তেজে—
এই নিবারিছে শর তখনি মুহূর্ত্ত'পর
সর্ব্ব অঙ্গ-কলেবর শরজালে ঢাকা ;
সঘনে কাঁপিছে রথ —ভগ্ন চূড়া, পাখা !

চমকিত দেবগণ, ইন্দ্র চমকিত ;
উন্মত্ত অসুর দল হেরি দৈত্যসুত-বল,
সুরাসুর দুই দলে ধ্বনি ঘন ঘন—
"সাধু রুদ্রপীড়—সাধু বৃত্রের নন্দন !"

অধীর সে ধ্বনি শুনি তনু পুলকিত
উল্লাসে দনুজনাথ উচ্চৈঃস্বরে অকস্মাৎ
"সাধু রুদ্রপীড়" বলি নিস্বন ছাড়িল,
দূর শূন্যদেশে যেন জলদ গর্জ্জিল।

দেখিল অসুর, সুর, প্রাচীর-শিখরে
গাঢ় ঘনরাশি-প্রায় বৃত্রাসুর মহাকায়
দাঁড়ায়ে, বিশাল হস্ত শূন্যে প্রসারিয়া,
আশীর্ব্বাদ করে যেন পুত্রে সঙ্কেতিয়া।

চঞ্চল নিবিড় কেশ উড়িছে পবনে,
বিশাল ললাটস্থল, শ্রবণে বীর-কুণ্ডল,
ধটিনী-বেষ্টিত কটি, প্রসৃত উরস,
তিন নেত্রে অরুণের বক্রিমা-পরশ।

বৃত্রে হেরি দেব-যোধ পদাতিক দল,
ভীত কুরঙ্গের প্রায়, বেগে শত দিকে ধায়,
রণক্ষেত্রে নিক্ষেপিয়া চর্ম্ম-প্রহরণ ;
পালটি ফিরিয়া নাহি করে দরশন।

নিরখি উদ্দেশে বৃত্রে ধনু হেলাইয়া
রুদ্রপীড় প্রণমিলা, ক্ষণ ক্ষান্ত ধনু-ছিলা,
আবার কোদণ্ড ঘাতি টানিলা শিঞ্জিনী—
চমকিল জ্যানির্ঘোষে অমরবাহিনী।

অধৈর্য্য অমররথী ; সরোষে তখন
আজ্ঞা দিলা তিন জন, চালাইতে অনুক্ষণ,
রুদ্রপীড়-রথমুখে নিজ নিজ যান,
সতর্কে কোদণ্ড ধরি করিল সন্ধান।

চলিল দৈত্যারি-রথ অব্যর্থ গতিতে,
না মানি শরের গতি, না মানি বিপথ, পথি,
অবিচ্ছেদ ঋজুগতি চলিল সম্মুখে—
দুর্ব্বার বিশিখস্রোত-বেগ ধরি বুকে।

তিন মুখে তিন দেব সুরথী নিপুণ
বরুণ বারিধীশ্বর, গ্রহপতি প্রভাকর,
তারকসূদন শূর পার্ব্বতীনন্দন—
অন্য দিকে গদাহস্তে ভীম প্রভঞ্জন!

রুদ্রপীড়-রথগতি মন্দীভূত ক্রমে,
ক্রমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রতর চক্রে ভ্রমে রথবর,
শেষে স্থির মধ্যস্থলে নিবারি গমন ;
হেরি সুররথিবৃন্দ ছাড়িল গর্জ্জন।

"মা ভৈ মা ভৈ" শব্দে ভীষণ নিনাদি
কহিল দনুজেশ্বর "হের পুত্র ধনুর্দ্ধর
ক্ষণকাল নিবার এ সুররথিগণে,
এখনি বাহিনী-সঙ্গে প্রবেশিব রণে।

গোকর্ণ, শালিবাহন, গাধি, ঘটোৎকচ,
সোমধৃতি, তৃণগতি, হে দৈত্য-রথিক-পতি,
বীরেন্দ্র-পৃষ্ঠেতে শীঘ্র হও অগ্রসর"—
রণক্ষেত্রে চাহি উচ্চে ডাকি দৈত্যেশ্বর

নামিলা প্রাচীর হ'তে।—এখানে ত্বরিত
মিলি সুররথিগণ আরম্ভিলা মহারণ
ঘেরি রুদ্রপীড়-রথ বিষম হুঙ্কারি,
দৈত্যসুত-শররাশি শরেতে নিবারি ;

কাটিলা ভাস্কর অগ্নি-স্যন্দনের চূড়া ;
কাটিলা রথের চক্র তাবকারি শরে বক্র ,
বরুণ শাণিত অস্ত্র হানিতে লাগিলা ;
সদাগতি গদা ধরি ক্রোধেতে ছুটিলা—

লম্ফে লম্ফে প্রদক্ষিণ করি চারি দিকে
ঘন ঘন ঘোর ঘাতে রথচক্র পাতে পাতে
চূর্ণ কৈলা ক্ষণকালে—অশ্বের বন্ধনী
ছিঁড়িলা নিমিষে, চূর্ণ যুগন্ধর, অণী।

অচল দেখিয়া রথ দনুজকেশরী
লম্ফ দিয়া রণস্থলে নামি মনঃশিলাতলে,
সিংহ যেন দাঁড়াইল কিরাত-বেষ্টিত,
দীপ্ত তরবারি বেগে মস্তকে ঘূর্ণিত ;

শত খণ্ডে খণ্ড কৈল পবনের গদা,
নিমিষে কার্ম্মুক পুনঃ লয়ে করে দিলা গুণ,
শিঞ্জিনী অপূর্ব্ব রঙ্গে খেলিতে লাগিল,
ক্ষণে ক্ষণে শরজাল গগনে ছুটিল।

আঘাতিল প্রভাকরে, বরুণে আঘাতি,
আচ্ছাদি কুমার-অঙ্গ শত দিকে হ'য়ে ভঙ্গ
পড়িতে লাগিল, ঢাকি শতাঙ্গ, গগন,—
বিমুখি সংগ্রামে শরদগ্ধ প্রভঞ্জন।

তখন পার্ব্বতীপুত্র দেবসেনাপতি
দিব্য অস্ত্র ধরি করে, দ্বিখণ্ড করিলা শরে,
রুদ্রপীড়-শরাসন ভীষণ আঘাতে—
নিমিষে বীরেন্দ্র ধনুঃ নিলা অন্য হাতে ;

না টানিতে শিঞ্জিনী, প্রচণ্ড দিবাকর
খণ্ড করি থুরে থুরে কোদণ্ড ফেলিলা দূরে
বসাইলা চাপে অস্ত্র ঘোর আভাময়—
নিরখি তিলার্দ্ধ কালে বৃত্রের তনয়

ধূমদণ্ড—ধূমকেতু-আকৃতি ভীষণ—
ধরিলা সাপটি করে, বাহিরিল থরে থরে
কিরণের রেখাকারে গগনে বিস্তারি
তাম্রময় শলাকা সহস্র সারি সারি ;

ঝাপটে ঝাপটে ঝাড়ি যে দিকে হেলায়ে
ধরিছে আকাশ-মুখে, সে দিকে শলাকামুখে
শিলাকারে ধাতুর বর্ত্তুল বাহিরিছে,
ঘোর শব্দে শূন্যমার্গ ছিঁড়িয়া ছুটিছে ;

ক্ষণকাল কভু যাহে পরশে বর্ত্তুল
ছিন্ন ভিন্ন চূর্ণকায় অদৃশ্য করি উড়ায়,
চিহ্ন নাহি রহে তার দেখিতে কোথায় !—
ভীষণ বর্ত্তুল হেন কোটি কোটি ধায় !

লণ্ডভণ্ড দেব-রথী-বিমান-মণ্ডলী।
প্রচণ্ড নিনাদ ঘন, শলা-মুখে বরিষণ
ধাতুর বর্ত্তুল পিণ্ড ঝলকে ঝলকে,—
ভাঙে রথ, ধনু, অস্ত্র পলকে পলকে ;

ভাঙে প্রভাকর-রথ ক্ষারদগ্ধ যেন ;
বরুণের দিব্য যান ক্ষণমধ্যে খান খান,
কোটি খণ্ডে কার্ত্তিকেয়-বিমান ভাঙ্গিল ;
দেবরথিকুল ভয়ে রণে ভঙ্গ দিল।

তখন দেবেন্দ্র ইন্দ্র সাপটি কার্ম্মুক
অগ্রসর হৈলা রণে, টঙ্কারি ভীষণ স্বনে
দিব্য চাপে বসাইলা অস্ত্র খরশান,
টানিলা ধনুর ছিলা করিয়া সন্ধান—

ছুটিল বিদ্যুৎগতি নিঃশব্দে অম্বরে
সুশাণিত মহাশর, পড়ে ধূমদণ্ড'পর
কাঁপিতে কাঁপিতে খণ্ড তখনি নিমেষে
হইল সে ধূমদণ্ড কাশতৃণ-বেশে।

উড়িল শলাক'কুল দণ্ডমুষ্টি ছাড়ি,
আচ্ছাদি গগনতনু, যেন পরমাণু-অণু
অদৃশ্য হইল শূন্যে কোটি পথে ছুটি ;—
রুদ্রপীড-হস্ত হৈতে পড়ে দণ্ডমুঠি।

নিকটে আসিয়া ইন্দ্র প্রসন্নবদন,
শত সাধুবাদ দিয়া বৃত্রসুতে বাখানিয়া,
কহিল "সুধন্বি, ধন্য শরশিক্ষা তব,
দেখাইলে বীরবীর্য্য আজি অসম্ভব ,

এখন প্রস্থান কর রণস্থল ছাড়ি ;
সংগ্রাম না কর আর মনোমত পুরস্কা
পেয়েছ হে বৃত্রসুত, লভ গে বিশ্রাম,
নহে দ্বন্দ্ব তব সনে, না চাহি সংগ্রাম।"

কহিল দনুজনাথতনয় বাসবে—
"হে ইন্দ্র মেঘবাহন, শুনিয়াছ মম পণ,
স্বর্গেতে থাকিতে দেব না ফিরিব রণে,
জীবিতে লঙ্ঘিয়া পণ ফিরিব কেমনে ?

বৃথা আকিঞ্চন তব, দেবেন্দ্র বাসব,
করেছি জীবন পণ, করিব তা উদ্‌যাপন,
আজি পূরাইব মম জীবনের আশা,
মরিতে যদ্যপি হয় মিটাব পিপাসা—

মিটাব পিপাসা যুদ্ধ করি তব সনে ;
আজি এ সমরক্ষেত্রে দেখিব প্রফুল্লনেত্রে
জ্যা-বিন্যাস তোমার কোদণ্ডে, সুরেশ্বর,
ধর ধনু, যোধবাক্য রাখ ধনুর্দ্ধর।"

বুঝাইলা নানামত ইন্দ্র মহামতি
সমরে হইতে ক্ষান্ত দৈত্যসুতে রণশ্রান্ত ;
দ্বন্দ্বযুদ্ধে অসম বিপক্ষে সংঘাতিতে
সতত বিরাগ-ভাব দেবেন্দ্রের চিতে !

নারিলা বুঝাতে যদি, কহিলা তখন—
"কর রথে আরোহণ, শর-বেগ সম্বরণ
কর তবে, পার যদি বেগ নিবারিতে ;"
আজ্ঞা দিলা সারথিরে অন্য রথ দিতে।

মাতলি অপূর্ব্ব যান যোগাইল ত্বরা,
বৃত্রসুত দ্রুতগতি ক্ষণে আরোহিলা তথি,
বাছি বাছি প্রহরণ তুলিলা তাহায় ;
ছুটিল অমররথ অপূর্ব্ব প্রথায়।

বাজিল অদ্ভুত রণ দুই ধনুর্ধরে ;
কে বর্ণিতে পারে তাহা ভুবনে অতুল যাহা,
সুরেন্দ্র অমরপতি খ্যাত ত্রিভুবন—
মহাযোদ্ধা ধনুর্ধর দনুজ-নন্দন।

কিবা কোদণ্ডের গতি—শিঞ্জিনীর ক্রীড়া!
ফিরিছে বিমানদ্বয় রণক্ষেত্র সমুদয়,
ক্ষণে দূরে—ক্ষণে কাছে—ঘেরি পরস্পরে,
সহসা সংঘাত যেন—আবার অন্তরে!

ফিরিছে বিপুল বেগে, না পরশে তবু
চূড়া, অঙ্গ, কেহ কার, যেন রঙ্গে নৃত্যকার
নর্ত্তকের সঙ্গে ফিরে প্রমোদমন্দিরে—
না ঠেকে বাহুতে বাহু—শরীরে শরীরে।

কখন দৈত্য-বিমান পুষ্পকে লঙ্ঘিয়া
শূন্যে উঠি ক্ষণকাল, বিস্তারে বিশিখজাল,
সৌদামিনী খেলে যেন নির্ঝরে ভাঙ্গিয়া!—
আবার ইন্দ্রের রথ নিকটে আসিয়া,

পবন বিদারি বেগে মহাশূন্যে ধায়,
দেখিয়া কপোতে দূরে শূন্যে যেন ঘুরে ঘুরে
দুই বাজপক্ষী ফিরে পক্ষ সাপটিয়া,
নখে খণ্ড খণ্ড দেহ, রুধিরে ভিজিয়া!

কখন বহু অন্তরে অচল সমান
দুই ব্যোমযান স্থির, ধনু ধরি দুই বীর
খেলায় শর-তরঙ্গ দেখিতে অদ্ভুত!
নিঃশব্দে অনন্ত-দেহে অযুত অযুত

ঘুরয়ে মণ্ডলাকারে ছুই শরশ্রেণী,
প্রান্ত-সীমা অনুমান দূরস্থিত ছুই যান,
তরঙ্গ আসিছে এক, ছোটে অন্য ধারা —
ছুই কেন্দ্র মাঝে যেন বিছ্যুতের ধারা।

যুঝিল এ-হেন রূপে সমর-নিপুণ
ধনুর্ধর ছুই জন, চমকিত ত্রিভুবন
যত ক্ষণ রুদ্রপীড়-অস্ত্র না ফুরায়,—
নেহারে অসুর সুর অসাড়ের প্রায়।

যে মুহূর্তে নি শেষ হইল তার তূণ,
তখনি ইন্দ্রের শরে, দৈত্যেন্দ্র শতাঙ্গ'পরে
পড়িল, সহস্র শরে জর্জরিত তনু,
খসিল শীর্ষক শিরে, করতলে ধনু;

পড়িল ত্রিদিবতলে সারথি সহিত
শূন্য ছাড়ি ব্যোমযান, অছিদ্র নাহিক স্থান,
দেবতায় রুদ্রপতি-শরেতে অস্থির
পড়িল গতায়ু যথা জটায়ু-শরীর।

উঠিল সমরক্ষেত্রে হাহাকার ধ্বনি।
আকুল দনুজদল, বক্ষ ভিজাইয়া জল
পড়িতে লাগিল স্রোতে, ভাসায়ে নয়ন,
নীরব অমরদল বিষণ্ণ বদন।

উঠিল সে কোলাহল—ক্রন্দন-কল্লোল,
কনক সুমেরু-শিরে নেত্রযুগে ধীরে ধীরে
শচীর শোকাশ্রুধারা বহিতে লাগিল;
সহসা বিবর্ণ তনু—চপলা কাঁপিল।

জিজ্ঞাসিল ইন্দুবালা আতঙ্কে শিহরি,
"কে পড়িলা রণস্থলে, কোন বামা-হৃদিতলে
আবার হৃদয়নাথ থাকিল আমার—
কার ভাগ্যে ভাঙিল রে সুখের সংসার।"

চপলা অস্ফুট স্বরে রুদ্রপীড-নাম
উচ্চারিলা অকস্মাৎ, হৃদে যেন বজ্রাঘাত
না পশিতে সে বচন শ্রবণের মূলে—
পড়িল দানববধূ ইন্দ্রজায়া কোলে।

শুকাইল ইন্দুবালা নিদাঘের ফুল।
হায় রে সে রূপরাশি যেন স্বপনের হাসি
ফুরাইল নিদাঘকালে ফুটিবে না আর।
ছিন্ন যেন শচীকোলে লাবণ্যের হার।

'কেন রে চপলা, হেন নিদারুণ হ'লি?
কেন সে দারুণ শ্বাস ঘুচায়ে সুরভি বাস
পরশিলি এ কুসুমে হ' [illegible], হৃদে তুলি
রাখিত যা ইন্দের বালা সে স্নেহ-পুতুলি।

এখানে সমরাঙ্গনে সুরেশ্বর-কাছে,
যুড়িয়া যুগল কর, নয়নে শোকাশ্রুধর,
রুদ্রপীড-সারথি কহিছে খেদস্বরে—
গহ্বরের মুখে যথা গিরি-ধারা ঝরে।

"পুরাও সদয় হ'য়ে হে অমরনাথ,
কুমার-বাসনা আজি, প্রভাতে সমরে সাজি
আইলা যখন বীর, কহিলা আমায়—
'এক কথা সারথি হে, আদেশি তোমায়,

'দেখিবে অন্তিম কাল যখন আমার,
দেখো যেন রণস্থলে, মম দেহ শত্রুদলে
চরণে পরশি কেহ না করে হেলন—
রাক্ষস-পিশাচে যেন না করে ভক্ষণ!

'এই অগ্নিচক্ররথ লভিনু যা রণে
হারাইয়ে হুতাশনে, দিও হে পিতৃচরণে,
দিও পদে এই মম অঙ্গ-আচ্ছাদন,
বল(ও)—রুদ্রপীড়-সাধ হয়েছে সাধন।'

সে রথ উৎসন্ন এবে, হে অমরনাথ,
আজ্ঞা দেহ বীরতনু, কবচ শীর্ষক ধনু
ল'য়ে তাঁব পিতৃপদে সমর্পণ করি—
পূরাও বীরের সাধ, হে বীরকেশরি!"

বাসব ত্রিদশপতি সারথি-বচনে
কহিলা— "শুন রে সূত, দৈত্যসুত অদভুত
দেখাইলা রণে আজি সমরকৌশল,
স্তব্ধ সুরাসুর তার হেরি ভুজবল।

এ-হেন বীরের শব পবিত্র জগতে;
চিন্তা নাহি কর চিতে, আমি সে দিব বহিতে
এ বীরেন্দ্র-মৃতদেহ, নিজ পুষ্পরথ—
ইথে ল'য়ে পূর্ণ কর বীর-মনোরথ।"

সারথি সজলনেত্র সুরেন্দ্র-আদেশে
সৈনিক সহায় করি তুলিলা পুষ্পকোপরি
রুদ্রপীড়-মৃততনু অস্ত্রাদি ভূষণ;
ইন্দ্রাদেশে শব-সঙ্গে ফিরে দৈত্যগণ।

বাজিল সমরবাদ্য গম্ভীর নিনাদে ;
রথপার্শ্বে সারি সারি চলিল পতাকাধারী,
পদাতি, মাতঙ্গ, অশ্ব পশ্চাতে চলিল,—
ধীরে ধীরে অমরার দ্বারে প্রবেশিল।

ত্রয়োবিংশ সর্গ

পুত্রে আশ্বাসিয়া বৃত্র, ফিরিয়া আলয়ে,
করিলা সমর-সজ্জা, রণক্ষেত্রে ত্বরা
প্রবেশিতে পুত্রের সহায়ে। আজ্ঞা দিলা
যোধবৃন্দে সমরে সাজিতে অচিরাৎ।
সহস্র কোদণ্ডধর, শত যুদ্ধে যারা
যুঝি দেবরথী-সনে মথি সুরদল,
লভিলা বিপুল যশ, অতুল উৎসাহে
সাজিতে লাগিলা দৈত্য-আদেশে তখনি
ফিরিলা সভামণ্ডপে বৃত্র মহাসুর।
মহাপাত্র সুমিত্রে চাহিয়া ধীরভাবে
কহিতে লাগিলা বৃত্র, "কি কৌশল ধরি
যুঝিবে দানবগণ—রক্ষিবে নগরী ;
কে রক্ষিবে পূর্ব্বদ্বার ? কেবা সে দক্ষিণে
থাকিবে স্বদল-সঙ্গে ? কোন্ সেনাপতি
পশ্চিম-তোরণ রক্ষা করিবে বিপদে—
কেবা সে উত্তর-দ্বারে প্রহরী নিয়ত ?"
হেন কালে ঘোরতর ক্রন্দন আরাব
উঠিল বিমান-মার্গে ; স্তব্ধ সভাজন
শুনি সে ক্রন্দন-স্বর ; স্তব্ধ সে নিনাদে
ইন্দ্রারি দনুজেশ্বর, চাহি অমাত্যেরে
জিজ্ঞাসিলা "কোন্ বীর আবার পড়িলা
শরাঘাতে ? কহ হে সচিব, সহসা এ
কেন হাহাকার ? কেন হেন কোলাহল ?

শুভ ক্ষণে, হে সুমিত্র, লভিলা জনম
দানবের কুলে পুত্র—বীর রুদ্রপীড়!
ধন্য রণশিক্ষা তার—ধন্য বাহুবল!
সফল সাধন এত দিনে! ভুজবলে
সমূহ অমরসৈন্য নিবারিলা একা,
জিনিলা সংরে বহ্নি—দুর্নিবার দেব;
জিনিলা কুবেরে ভীম-বলী, বিমুখিলা
রুদ্রে একাদশ বণে রৌদ্র-তেজ যার,
ইন্দ্রের নন্দনে খেদাইলা ফেরু হেন!
নিঃশত্রু করিলা পুরী, প্রাচীর-বাহিরে
মথিছে সমরে এবে অমর-বাহিনী
দুরন্ত বিশিখ-জালে. যা ক্ষে দেখিনু—
সে দুর্জয় সাহস, সমর-নিপুণতা—
চারি মহারথী-সঙ্গে যুঝিছে একাকী।
জানি মন্ত্রি, জানি তার বীর্য্য রণোল্লাস,
পারে সে যুঝিতে একা প্রচণ্ড ভাস্করে,
ভীমবলী প্রভঞ্জনে, কিবা শক্তিধরে
কিম্বা মহাপাশধারী বারি-কুল-নাথে.
কিন্তু সুরপতি ইন্দ্রে, কি জানি উৎসাহে,
একাকী ভেটযে পাছে!—মন্ত্রি হে, সত্বর
আজ্ঞা দেহ রথিবৃন্দে হইতে বাহির।”

হেন কালে রুদ্রপীড-সারথি বহ্লিক
রাখিল পুষ্পকরথ অঙ্গনের মাঝে।
নতমুখে সুপতাকি-বৃন্দ দাঁড়াইল;
মৃদু মন্দ রণবাদ্য বাজিল গম্ভীর।
শিহরিলা সভাসীন অসুর-মণ্ডলী,
কাঁপিল বৃত্রের বক্ষঃস্থল ঘন বেগে,
বহ্লিক সজল-আঁখি রথ হৈতে নামি
কুমারের রণসজ্জা ল'য়ে ধীরে ধীরে
প্রবেশিল সভাতলে। হেঁটমুখে আসি

রাখিলা দনুজরাজ-চরণের তলে
সুদিব্য কবচ, আভাময় সুমেখলা—
অসিকোষ—নিষঙ্গ—কার্ম্মুক—চন্দ্রহাস ;
রাখিলা, হায়, ফেলি অশ্রুধারা, শীর্ষক
শোভিত সারসপুচ্ছগুচ্ছে মনোহর।
দৈত্যরাজে নমি, দাঁড়াইলা যোড়হস্তে ;
কহিলা কাঁদিয়া—"প্রভু, কি আর কহিব।"
বৃত্রাসুর, পুত্রশোকে অধীর হৃদয়,
অশ্রুবিন্দু নেত্রকোণে সহসা ঝরিল,
কহিতে লাগিলা সূতে—হায়, বায়ু-স্বন
বনরাজি মাঝে যথা—"হবে না বলিতে
বার্ত্তা তোর, রে বহ্লিক, জেনেছি সকলি —
দৈত্যকুলোজ্জ্বল রবি গেছে অস্তাচলে।"
দূরে নিক্ষেপিলা শূল এখন নিষ্ফল।
নীরবে বসিলা মহাসুর। ক্ষণ পরে
তুলিয়া লইলা বক্ষে পুত্রতনুচ্ছদ ,
চাপিলা হৃদয়ে ধরি, পুত্রে পেয়ে যেন
আলিঙ্গন দিলা তায় ; করিলা চুম্বন
কবচ, শীর্ষক, নেত্রনীরে ভিজাইয়া।
উচ্ছ্বাসিল সভাস্থলে শোকের নিশ্বাস।
যথা মৃদু মৃদু স্বরে সাগরহিল্লোল
উচ্ছ্বাসে বেলায় পড়ি, সিন্ধুগর্ভে যবে
ডোবে কোন(ও) নীরকন্যা, মৃদু শ্বাসে তথা
উচ্ছ্বাসিল সভাজন রুদ্রপীড়শোকে !
শোকাকুল বহ্লিক তখন খেদস্বরে
কহিলা "হে দৈত্যরাজ, হে বীরমণ্ডলি,
হে মিত্র অমাত্যগণ, না দেখিলা, হায়,
কি বীরত্ব দেখাইলা অন্তিমে কুমার !
সূত আমি তাঁর, কত যুদ্ধে নিরখিনু
সে বীরের বীরদর্প—কিন্তু কভু হেন

অদভুত অস্ত্রক্ষেপ চক্ষে না হেরিনু!—
না শুনিনু এ শ্রবণে। বীরচূড়ামণি
মৃত্যুকালে দেখাইলা বীরত্বের শেষ!
সুত আমি, কি বর্ণিব, কি জানি বর্ণিতে,
সে কার্ম্মুক-ক্রীড়াভঙ্গি - সে ভুজ-চালন!
বিজুলি-তরঙ্গ-লীলা জিনি চমৎকার!
স্তব্ধ হেরি দেবকুল; সুররথিগণ—
সূর্য্য, বায়ু, বরুণ, পার্ব্বতীপুত্র ধীর,
অস্থির আকুল বাণে, নারিলা তিষ্ঠিতে,—
চারি জনে একবারে যুঝিলা কুমার!
কি বলিব, দনুজেন্দ্র, চক্ষে না হেরিলা!
না শুনিলা সে বিস্ময়-প্লাবিত উল্লাস!
সাধুবাদ ঘন ধ্বনি কত শত বার
উঠিল সমরক্ষেত্রে কুমারে বাখানি।
বাসব আপনি- হায়, শরে যার বীর
গতজীব—বিস্মিত অদ্ভুত বীর্য্য হেরি
দিলা নিজ পুষ্পরথ, ত্রিভুবনে খ্যাত,
বহিতে বীরেন্দ্র-সজ্জা, অর্পিতে ও পদে।”
শুনিতে শুনিতে বৃত্র স্ফুরিত-নাসিকা,
বিস্ফারিত বক্ষঃস্থল, দাপটে সাপটি
ভীষণ ভৈরব শূল, কহিলা উচ্চেতে
“সাজ রে দানববৃন্দ—সংহারের রণে।”
হেন কালে সেথা, শিশুহারা কেশরিণী
বন আন্দোলিয়া, ভ্রমে যথা গিরিমাঝে,
আইলা ঐন্দ্রিলা বামা—আলুলিত কেশ,
বিশৃঙ্খল বেশ-ভূষা, সুঘন নিশ্বাস
কম্পিত নাসিকারন্ধ্রে, অঙ্কিত কপোলে
শুষ্ক অশ্রুজলধারা; কহিল দানবী
ঘোর স্বরে—উন্মত্ত করিণী যেন ভীমা,
“দৈত্যকুলপতি, দৈত্যকুল নির্ব্বংশ হে

জানিয়া, এখনো স্থির আছ দগ্ধহিয়া ?
শোকে অবসন্নতনু হতাশের প্রায় ?
ধিক্ হে তোমারে, ব্যাধে না বধি এখন(ও)
নিরখিছ শূন্য নীড়, উচ্ছিন্ন অটবী ?
হের দৈত্যপতি, হের তপ্ত অশ্রুজল
দহিছে এ গণ্ডতল ! আরো উষ্ণতর
শোকদাহে দহে হৃদি ! তুমি পিতা হয়ে
এখন(ও) অসাড়-দেহ—না সরে চরণ ?
কি কব, হে দৈত্যনাথ, না শিখিলা কভু
সংগ্রামের প্রকরণ ঐন্দ্রিলা কামিনী !
নহিলে সে দেখা'তাম—কার সাধ্য হেন
ঐন্দ্রিলার পুত্রে বধি তিষ্ঠে ত্রিভুবনে ?
জ্বালাতাম ঘোর শিখা, চিত্ত দহে যাহে,
সেই তস্করের চিত্তে—জায়া-চিত্তে তার
জ্বালাতাম পুত্রশোক-চিতা ভয়ঙ্কর !
জানিত সে দানবীর প্রতিহিংসা কিবা !"
সহসা পড়িল দৃষ্টি দনুজবামার
রুদ্রপীড়-রণ-সাজে ; হেরি পুত্র-সাজ
হৃদয়ে শোকের সিন্ধু বহিল আবার !
বহিল শোকাশ্রু-ধারা গণ্ড ভিজাইয়া !
"হা পুত্র ! হা রুদ্রপীড় !" বলি উচ্চৈঃস্বরে
লইলা দনুজবামা যতনে তুলিয়া
পুত্রের সমরসজ্জা—দেখিলা শীর্ষকে
সেই মাঙ্গলিক অর্ঘ্য রয়েছে তেমতি !
জ্বলিল বিষম শোক সে অর্ঘ্য হেরিয়া ;
কান্দিল মায়ের প্রাণ । হায় রে, পাষাণে
পশিল অনলদাহ যেন অকস্মাৎ !
উচ্চৈঃস্বরে, কোলে করি পুত্র-রণ-সাজ,
"হা বীরেন্দ্রচূড়ামণি" বলিয়া উচ্ছ্বাসি,
কান্দিলা দারুণ নাদে ঐন্দ্রিলা দানবী ।

"কে হরিলা? কারে দিলা, অহে দৈত্যরাজ,
আমার অমূল্য নিধি?—হৃদয়-মাণিক!
আনি দেহ এই দণ্ডে তনয়ে আমার—
দৈত্যনাথ, আনি দেহ রুদ্রপীড়ে মম!
এমনি করিয়া বক্ষে ধরিব তাহায়,
এমনি করিয়া ভিজাইব অশ্রুনীরে
সেই চারু চন্দ্রানন! দৈত্যকুলমণি
দেখিব হে একবার! জীবন-পীযূষে
জুড়াব তাপিত দেহ!—এ জগত-মাঝে
'মা' বলিতে ঐন্দ্রিলার কেবা আছে আর!
'ধরাসনে নহ, বৎস, জননীর কোলে'
বলিব যখন তার মস্তক চুম্বিয়া,
নিদ্রা ত্যজি তখনি উঠিবে পুত্র মম—
দৈত্যপতি এনে দাও সে ধন আমার।"
কহিলা দনুজপতি "হে দৈত্যমহিষি,
জানি সে কঠোর বিধি করেছে নির্ম্মূল
বৃত্রের হৃদের আশা কুঠার-আঘাতে!
এ শোক-চিতার বহ্নি জ্বলিবে হৃদয়ে,
হা ঐন্দ্রিলে, যত দিন ভস্ম নহে দেহ!
কি হবে বিলাপে এবে? হা রে অভাগিনি!
বিলাপের বহু দিন পাইবে পশ্চাৎ,
আক্ষেপের এ নহে সময়। আগে ঘাতি
পুত্রঘাতী ইন্দ্রের হৃদয় এ ত্রিশূলে,
পরে বিলাপিব দোঁহে। হের যুদ্ধসাজে
সসজ্জ সুরথিবৃন্দ—সমর-প্রস্থানে
গমন উদ্যত আমি, বিলাপি এখন
চিত্তের উৎসাহ বেগ না হর, মহিষি!"
দানবের তেজঃপূর্ণ বচনে ঐন্দ্রিলা
পাইলা স্বভাব পুনঃ, অশ্রুধারা মুছি,
কহিলা "দনুজনাথ, প্রতিশ্রুত হও—

পুত্রঘাতী-পুত্রে বধি দিবে প্রতিশোধ ?
তবে সে হৃদয়জ্বালা ঘুচিবে কিঞ্চিৎ।
তবে সে বুঝিব বীর শূলধারী তুমি।
তবে সে জগত-মাঝে এ মুখ আবার
দেখাব দনুজকুল-মহিলার কাছে।”
কহিলা দনুজেশ্বর উত্তরি বামায়
“পূরাইব মনোবাঞ্ছা, মহিষি, তোমার—
এ শূল-আঘাতে পারি যদি পূরাইতে।”
“পারি যদি পূরাইতে ?—কি কহিলা, হায়,”
কহিলা ভুজঙ্গশ্বাসে ঐন্দ্রিলা দানবী,
“হৃদয়শোণিত তব গেছে কি শুকায়ে ?
প্রতিহিংসা নাহি তায় ? নহ কি সে তুমি
সেই মহাসুর বৃত্র দেব-অন্তকারী ?
এখন(ও) তৃতীয় অংশ নহিল অতীত
ব্রহ্মার দিবসমানে—ভৈরব ত্রিশূল
এখন(ও) ধরেছ হস্তে তেমতি প্রতাপে,
‘পারি যদি পূরাইতে,’—বলিলে, দৈত্যেশ ?”
বুঝাইলা বৃত্রাসুর সান্ত্বনিয়া তায়,
প্রতিজ্ঞা করিয়া পুনঃ মস্তক পরশি,
নাশিতে ইন্দ্রের সুতে।—স্থিরচিত্তে তবে
ধীরগতি ঐন্দ্রিলা ফিরিলা ইন্দ্রালয়ে।
তখন দনুজপতি সুমিত্রে সম্বোধি
কহিতে লাগিলা পুত্র-অন্ত্যেষ্টি যেরূপে
সমাধা হইবে অন্তে। হেন কালে সেথা
প্রবেশিলা বীরভদ্র মহাকালদূত।
সম্ভ্রমে দনুজপতি প্রণতি করিয়া
সম্ভাষিলা শিবদূতে। কহিলা প্রমথ—
“বৃত্র, তব পুত্র-তনু সুমেরুশিখরে
লইতে বাসনা মম। অন্ত্যেষ্টি সংকার
সে বীরের করিবেন ইন্দ্রাণী আপনি !

ইন্দুবালা-তনু-সঙ্গে অনন্ত মিলনে
মিলায়ে সে বীরতনু সুমেরু-অঙ্গেতে
রাখিবেন সুরেশ্বরী ; হে দনুজনাথ,
পতিশোকে পরাণ ত্যজেছে পতিপ্রাণা !
ইন্দুবালা, দানবেন্দ্র, লুকায়েছে, হায়,
সে সুষমা-রাশি আজি সুর-রমা-কোলে !
নিষেধ না কর, দৈত্যনাথ, পুত্রনাম
প্রতিষ্ঠিত করিতে ত্রিদিবে চিরদিন।"
নীরবিলা শিবদূত এতেক কহিয়া।
কহিলা দনুজনাথ—"শুকায়েছে, হায়,
সে চারু কোমল লতা—ইন্দুবালা মম !
হের, মন্ত্রি, বিধাতার বিধি অদভুত—
দৈত্যকুল-রবি সনে সে কুল-পঙ্কজ
ডুবিল হে একিকালে ! ছাড়িলা যখন
রুদ্রপীড় বৃত্রাসুরে, থাকে কি সে আর
দৈত্যকুল-লক্ষ্মী তার ঘরে ? জানিলাম
এত দিনে অসুরকুলের অবসান !
হা মাতঃ সুশীলে ! তব অন্তিম কালেতে
চক্ষে না দেখিনু তোমা ! সেবিলে মা কত
তনয়ার স্নেহে বৃত্রে—বৃত্র জীবমানে
মরিলে শত্রুর কোলে ! মৃত্যুর সময়
না পাইলে স্ববান্ধবে স্বজনে দেখিতে !
হা বিধাতঃ, লীলা তব কে বুঝিতে পারে ?"
আক্ষেপি এরূপে বৃত্র নিশ্বাসি গভীর
কহিলা লইতে তনু মহেশের দূতে ;
বীরভদ্রে প্রণমিয়া করিলা বিদায়।
চাহি পরে মহাসুর সৈনিকবৃন্দেরে
সাজিতে আদেশ দিলা—আদেশিলা শূর
সাজিতে দনুজকুলে ! কি বৃদ্ধ তরুণ

চলিল দনুজবীর যে যার আলয়ে,
ঘোষিল অমরা-মাঝে—সূর্য্যোদয়ে রণ !
হায় রে, সে নিশি যেন গাঢ়তর বেশে
দেখা দিল অমরায়। প্রতি গৃহে পথে
মৃদুল করুণ স্বর। আলয়ে আলয়ে
গৃহীর হৃদয়োচ্ছ্বাস মধুর গভীর !
পিতা পুত্রে, মাতা সুতে, ভগিনী ভ্রাতায়,
কত ধীর আলাপন, মধুর সম্ভাষ,
বিনয়, করুণা, স্নেহ, মমতা পূরিত !
বনিতার সুললিত কতই বিলাপ।
পতির আশ্বাস প্রেমময় মোহকর।
কাঁদিতে কাঁদিতে পুত্রে সাজাইছে মাতা
চুম্বি কত বার স্নেহে পুত্রের ললাট !
মুছি নেত্রনীর বীর অলীক আশ্বাসে
বুঝাইছে কত তায়। জননীর প্রাণ
ভুলে কি ছলনে, হায় ? আরো গাঢ়তর
অন্তরে ছুটিছে বেগ পরাণে আঘাতি।
কত শত বার খুলি তনুত্র কঠিন
তনয়ে ধরিছে বুকে। কোন বা আলয়ে
সোদরের পদচ্ছদ বাঁধিতে বাঁধিতে
ভগিনী কাঁদিছে শোকাকুল—অর্দ্ধভগ্ন,
অস্ফুট নিশ্বাস, নীরধারা দর দর
নয়নযুগলে, পতি-আজ্ঞা শিরে ধরি,
কোন বা রমণী বান্ধে পতি-কটিবন্ধ !
কোন বা রমণী, ধীরে তুলি শিশু-কর,
কাঁদিতে কাঁদিতে জড়াইছে পতিকণ্ঠ
সে কোমল করে। হায় ! কেহ বা ধরিছে
পতির অধরদেশে শিশুর অধর।
সুমধুর হাসি মুখে খেলিছে বালক
কিরীটের গুচ্ছ তুলি—আনন্দে দুলায়ে !

অশ্রুতে মিশায়ে হাসি হেরিছে রমণী,
সজল নয়ন, মরি, এবে অবিচল।
চাহে কোন সীমন্তিনী স্বামীর বদনে
করে তুলি খড়্গাকোষ। কোন বা বালক,
পিতার কবচ অঙ্গে; হাসিতে হাসিতে
আসিছে জননী-কাছে—কাঁদিছে জননী।
পুত্রে সাজাইছে পিতা, পিতার পৃষ্ঠেতে
কুতূহলে পূর্ণ তূণ বান্ধিছে তনয়!
বুঝাইছে বধূকুলে বৃদ্ধ পুরবামা।
মায়ে সান্ত্বনিছে সুতা, জননী কন্যায়।
শুকাইছে কত ফুল্ল প্রফুল্ল আনন,
গত নিশি প্রস্ফুটিত অরবিন্দ সম,
ছিল প্রস্ফুটিত যাহা! হায়, কত আঁখি
দুঃখেতে মুদিছে আজি! গত বিভাবরী
যে বদন দেখিবারে হৃদয় উৎসুক,
আজি নিশি নাহি চাহে নিরখিতে তায়।
যে হৃদয়-পরশনে শীতল পরাণে
সিঞ্চিত পীযূষ-ধারা, তপ্ত তাহা আজি—
পরশনে দগ্ধ হৃদিতল। শ্রুতিমূলে
যে বচন কালি সুমধুর, আজি তাহে
বিন্ধিছে কণ্টক। কত স্নেহ, আশা, আহা,
কত চিন্তা, ভয়, প্রীতি দানবের সবে
একত্রে তরঙ্গ তুলি ফিরিছে সে নিশি।
না হয় বর্ণন, হায়, সে হৃদিপ্লাবন!
পুড়িছে সবারি বুক, কোলে করি কেহ
হেরিছে শিশুর মুখ—চুম্বনে বিহ্বল!
কেহ প্রিয়তমা-অশ্রু মুছিছে যতনে
হৃদয়ে চাপিয়া সুখে! কেহ বা কাঁদিছে।
ভ্রাতায় ভ্রাতায়, আহা, সে কাল নিশাতে
বিদায় কতই মত! সখায় সখায়

শেষ প্রণয়ের দেখা কতই স্নেহেতে।
আলিঙ্গন পিতা পুত্রে—জননী-আশীষ,
সে তামসী অমরায় নিরখিলা কত!

চতুর্ব্বিংশ সর্গ

অমরায় বিভাবরী হইল প্রভাত;
খড়্গ, চর্ম্ম, বর্ম্ম, তূণ, তরল কিরণে
প্রদীপ্ত হইল দশ দিকে! সিন্ধু যেন
সে ঘোর সমরভূমি—অকূল—গভীর!
দেব-দৈত্য-চমূদল ঊর্ম্মিকুল-প্রায়
ভাসিছে কিরণ মাখি সে রণ-সাগরে।
সে কিরণে প্রভাতিল ভীম শোভাময়
অপূর্ব্ব অমর-ব্যূহ—বাসব-রচিত।
বহু দেশ যুড়িয়াছে বাহিনী-বিন্যাস,—
অস্তাচল, হেমকূট, তাম্রকূট গিরি,
পর্ব্বত পারদগর্ভ, প্রবালভূধর,
মনঃশিলা শৈলকুল আদি আচ্ছাদিয়া!
মণ্ডল ভিতরে সৈন্য-মণ্ডল স্থাপিত—
অপূর্ব্ব শ্রবণাকৃতি। মধ্যস্থলে তার
যক্ষপতি আদি সুররথী—শরাহত
দেবগণ; চৌদিকে স্তবকে সুরসেনা,
রক্ষিত সেনানীবৃন্দ রণে সুনিপুণ।
ব্যূহ বিরচিয়া ইন্দ্র অরুণ-উদয়ে
দেবসেনাপতিগণে করিলা আহ্বান
আপনার পটগৃহে। বাসব-আদেশে
আ(ই)লা জলকুলপতি বরুণ সুধীর;
বৃত্রসুতবাণে বিদ্ধ বাম উরুদেশ,
পাশে রাখি দেহভার, খঞ্জের গতিতে
আইলা ইন্দ্রের পার্শ্বে। সূর্য্য মহাবলী

তীক্ষ্ণ শরে দগ্ধ-তনু, আইলা সত্বর
ইন্দ্র-পটগৃহে বিদ্ধ বাম ভুজ ধরি।
আ(ই)লা অগ্নি ভীমদেব অস্থির দহনে ;
আ(ই)লা দেব প্রভঞ্জন চঞ্চল গতিতে ;
আ(ই)লা দণ্ডধর যম করালমূরতি ;
জয়ন্ত বাসব-পুত্র, দেব ষড়ানন।
যথাস্থানে যে যাহার কৈলা অধিষ্ঠান।
সুরপতি, চাহি সূর্য্যে, অনলে, বরুণে,
কহিলেন "হে অমর মহারথগণ,
চিত্ত মম আকুলিত হেরি তোমা সবে
হেন শরদগ্ধ-তনু—না জানি এরূপে
দুর্গতি করিলা দেবে বৃত্রের তনয়।"
জিজ্ঞাসিলা "কোথা এবে যক্ষ ধনপতি ;
না আইলা কেন দুই অশ্বিনীকুমার ;
কোথা একাদশ রুদ্র, অন্য বীর আর ?"
উত্তরিলা বারীশ বরুণ পুরন্দরে,
"আমা সবা হৈতে শরদগ্ধ গুরুতর
সে সকলে , হে সুরেন্দ্র, গতিশক্তিহীন
কোন দেব, মূর্চ্ছাগত কেহ, বৃত্রসুত-
শরঘাতে।" শুনি ইন্দ্র আক্ষেপিলা কত।
কহিলা অমরপতি—"হে সেনানীগণ,
হত এবে সে অসুর ভীম ধনুর্দ্ধর।
কিন্তু দুষ্ট বৃত্রাসুর জীবিত এখন(ও) ;
দৈত্যপতি সমরে দুর্ব্বার। রণে যার
অমরা-বঞ্চিত দেবগণ! সে দুরাত্মা
সংগ্রামে পশিবে অচিরাৎ ; কি উপায়ে
নিবারিবে তায় এ সমরে ? কহ শুনি।
দধীচির অস্থিবলে, পিনাকি-আদেশে,
পেয়েছি অব্যর্থ অস্ত্র—বজ্র প্রহরণ ;
কিন্তু সে অসুর ইথে নহিবে নিপাত

না হইলে ব্রহ্মদিবা শেষ। কি উপায়ে
কহ, দৈত্যে দুরন্ত সমরে নিবারিবে ?”
বলি কোষ হৈতে খুলি ধরিলা দম্ভোলি
দৃঢ়করে পুরন্দর! ধক্ ধক্ জ্বালা
জ্বলিতে লাগিল অস্ত্রে, করি দীপ্তিময়
সে দেব-পটমণ্ডপ— অনন্ত শিবির,
উত্তাপে অস্থির দেবকুল, দেখি ইন্দ্র
ভীম বজ্র রাখিলা আবার বজ্রাধারে।
ভীষণ দম্ভোলি-তেজ হেরি বৈশ্বানর
আহ্লাদে অধীর, অঙ্গে স্ফুলিঙ্গ ছুটিল,
কহিল—অসহ্য কণ্ঠ-বেদনা উপেক্ষি,
“অমরেন্দ্র! শুন কহি মম অভিলাষ,
তিলার্দ্ধ নিমেষ আর বিলম্ব না কর,
অসুরে সংহার বজ্রে, অদৃষ্ট-লিখন
কে বলে খণ্ডিত নয় ? সুযোগে সকলি
শুভ ফল। না থাকিলে এ বেদনা মম,
এখনি সুরেশ, বধিতাম বৃত্রাসুরে
এ অস্ত্র-আঘাতে।” শান্ত কৈলা সুরপতি
উগ্র হুতাশনে, বুঝাইয়া নানা মত।
তখন ভাস্কর—গ্রহকুলপতি দেব—
তীব্রতর স্বরে উচ্চে নিনাদি কহিলা
“হে সুরেন্দ্র, ভয় যদি দম্ভোলি-নিক্ষেপে,
দেহ তবে মম করে, দেখিবে এখনি
খণ্ডমুণ্ড হয় কি না দুরন্ত অসুর ?
প্রচণ্ড সূর্য্যের তেজে, বজ্রের সহায়ে,
লুটিবে অসুরমুণ্ড—বিস্তীর্ণ শ্মশানে
শূন্য কুম্ভ ঝড়ে যথা। না জানি সুরেশ,
কি হেতু অসাধ তব হেন রিপুনাশে।
আপনি অক্ষত-দেহ! জর জর তনু
দেবকুল অস্ত্রাঘাতে। কি জানিবে কহ—

ছিলে লুকাইয়া দূর কুমেরু-গহ্বরে !”
সূর্য্যের বচনে ক্রুদ্ধ জলদদলপতি
কহিলা “হা ধিক্, ধিক্ দেব দিবাকর,
দেবেন্দ্রে এ ভাষা ? সর্ব্বত্যাগী সুরপতি
দেবতার হিতে, ঘৃণা লজ্জা পরিহরি
বিশ্বদ্বারে ভ্রমিলেন ভিক্ষুকের বেশে ।
তাঁরে এ পরুষ বাক্য ? হে ধ্বান্তবিনাশী,
অন্ধ কি হইলা ক্লেশে ? কহ সে কাহার
নহে শরদগ্ধ দেহ ? একাকী সমরে
যুঝিলা কি দৈত্যসুতে ? কি সাহসে হেন
অহঙ্কার, হে সবিতঃ,— ভীরু অপবাদ
দিলা ইন্দ্রে এ সুরমণ্ডলে ? লজ্জাহীন
ভীরু যে আপনি, অন্যে ভাবে সে তেমনি !”
এত কহি নীরবিলা সিন্ধুকুলপতি ।
সুরেন্দ্র তখন শান্ত করি বারিনাথে,
কহিলা, সুধীর ভাবে গম্ভীর বচন—
“হে সূর্য্য, অসুরনাশে অসাধ আমার !
দেবদুঃখে নহি দুঃখী—নহি হে ব্যথিত
শরব্যথা বিহনে শরীরে ? অকারণ
অরাতি নাশিতে করি হেলা ?—হে দিনেশ
সহস্রাংশু, ঘুচাও সে চিত্ত-ভ্রম তব,
লহ এ সংহার-অস্ত্র—বিনাশ অসুরে !”
এত কহি সূর্য্য অগ্রে রাখিলা দম্ভোলি ।
আগ্রহে ভাস্কর হেরি সে ভীম আয়ুধ
তুলিতে করিলা যত্ন দুই ভুজে ধরি
প্রকাশিলা যত শক্তি ভুজদণ্ডে তার ;
তুলিতে নারিলা বজ্র—লজ্জানত মুখে
দাঁড়াইলা দূরে গিয়া দেব-অন্তরালে ।
হাসিলা অমরবৃন্দ উচ্চ অট্টহাসে
হেরি সূর্য্য-পরাভব, ব্যঙ্গ স্বরে কত

বিদ্রূপিলা কত জন কূট তিরস্কারে।
তখন বাসব শীঘ্র পীযূষ-তুলনা
বচনে শীতল করি চিত্ত সবাকার
নিবারিলা সর্ব জনে—"হে দেবমণ্ডলী"
কহিলা বিশদ স্বরে—"গৃহ-বিসম্বাদ
সদা অনর্থের হেতু ত্রিজগতী মাঝে,
বিপদের কালে মনোমিলন(ই) সম্পদ।
কে না পারে সখ্যভাবে সম্পদ ভুঞ্জিতে?
দেবতার কত হীন মানবের জাতি,
তাদের(ও) সম্প্রীতি কত সোদরে সোদরে।
কতই সখ্যতা স্নেহ আত্মীয় স্বজনে,
সৌভাগ্য সে যত দিন। সৌভাগ্য ফুরালে
সুখের সংসার ছার—শার্দ্দূল-কলহ
আত্মীয়-কলহে গৃহে। শান্তির উচ্ছেদ।
বিপদে বান্ধব ক্ষয় মানবে প্রবাদ।
সে প্রবাদ দেবকুলে করিতে প্রবল
চাহ কি অমরগণ। আত্মবিস্মরণ
বিপদে এতই দেবে, অহে ত্রিদিবেশ!"
এতেক বলিয়া ইন্দ্র নীরব আবার,
ভাবিতে লাগিলা চিত্তে কিরূপে অসুরে
ভেটিবে সমরে পশি। পার্ব্বতীনন্দন
কার্ত্তিকেয় সেনাপতি, সমর-কুশল,
কহিলা যুদ্ধের প্রথা ব্যূহমধ্যে থাকি,
রক্ষিতে স্বপক্ষ-বল, বরুণ বিচারি
রণে ক্ষান্তি ক্ষণকাল দিলা উপদেশ;
অন্য দেবগণ মত দিলা যে যাহার।
ভাবিত অমরপতি অমর-শিবিরে,
হেন কালে মহাশূন্য বিদারি বেগেতে
আ(ই)লা শিব-পারিষদ ভীম মহাকাল;
সুধিলা বাসব শিবদূতে—শিবশিবা-

বারতা, কৈলাস-সুসম্বাদ ; শিবদ্বারী
নন্দী ইন্দ্রে বন্দিয়া তখন কহিলা—"হে
অমরেন্দ্র, উমেশগেহিনী পাঠাইলা—
শচী-দুঃখ হরিতে সতত চিন্তা তাঁর—
পাঠাইলা, হে বাসব, জানাতে তোমায়
বৃত্রের খণ্ডিল ভাগ্য—অকালে অসুর
পড়িবে দম্ভোলি-ঘাতে। হে শচীবল্লভ,
বিলম্ব না কর আর, বজ্রে বিদারিয়া
বক্ষঃ চূর্ণ কর তাব ; ভৈবব আপনি
কুপিত ঐন্দ্রিলা-দম্ভে কৈলা এ বিধান।"
এত বলি শিবদূত ফিবিলা কৈলাসে
ধূমকেতুবেগে গতি, উজলি অম্বব।
মহানন্দে কোলাহল দেববৃন্দ মাঝে,
ক্ষণকালে ত্রিভুবনে ঘোষিল সম্বাদ—
ইন্দ্র-বৃত্রাসুরে রণ—বৃত্রেব সংহার
বজ্রাঘাতে। বিহ্বলিত কৌতুকে, হরষে,
চতুর্দ্দশ লোকবাসী, সিন্ধু-ব্যোমচব
ছুটিল বিমানমার্গে। আ(ই)ল যক্ষকুল ;
বিদ্যাধর, অপ্সব, কিন্নববর্গ যত ;
আইল কর্ব্বুবগণ, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ,
আ(ই)ল সিদ্ধ, নাগকুল, প্রেত, পিতৃগণ,
দেবর্ষি, মহর্ষি, যতি, শুচি-আত্মা যত ;
আইল ব্রহ্মাণ্ডবাসী প্রাণী শূন্যদেশে।
আকাশের দূব প্রান্তে, শূন্যযানে চাপি
রহিলা সকলে ব্যগ্র। সে রণ দেখিতে
খুলিল ব্রহ্মাণ্ডদ্বাব অম্বর সাজায়ে ;
নানাবর্ণ হেম, মণি, প্রবাল, অয়স
রচিত বিচিত্র কত গবাক্ষ, তোরণ,
কত দিব্য বাতায়ন খুলে চন্দ্রলোকে,
ছড়ায়ে বিমানপথে চন্দ্রালোক-শোভা!

সূর্য্যলোকে কত কোটি বাতায়ন, আহা,
খুলিল অতুল মূর্ত্তি—লোম-হর্ষকর,
অদ্ভুত সৌন্দর্য্য-রশ্মি প্রকাশি গগনে।
প্রতি গ্রহে এইরূপে নক্ষত্রে নক্ষত্রে
খুলিল কতই দ্বার, গবাক্ষ, তোরণ,
বিপুল অনন্ত-কোলে—অনন্ত শোভায়
প্রতি বাতায়ন-পথে, গবাক্ষের দ্বারে,
প্রাণিবৃন্দ অগণন, শূন্য যেন আজি
প্রাণিময়,—পরিপূর্ণ জীবন-প্রবাহে।
সে শোভা হেরিতে রমা শ্রীপতি-সহিত
খুলিলা বৈকুণ্ঠদ্বার। খুলে ব্রহ্মলোক
অতুল্য তোরণ আজি ব্রহ্মলোকবাসী।
খুলে দ্বার মহাকাল কৈলাস ভুবনে।
অতুল সুরভি গন্ধে পূরিল জগৎ।
বিহ্বলিত চৌদ্দ লোকে প্রাণীর মণ্ডলী
সে সৌরভ ঘ্রাণ লভি। আকুলিত প্রাণ
দেখিতে লাগিল শূন্যে বৈকুণ্ঠ ভুবন,
অতুল ব্রহ্মার পুরী, বিশাল কৈলাস,
মোহে অচেতন যেন ভুলি ক্ষণকাল
ইন্দ্র, বৃত্রাসুর, স্বর্গ, সমর-প্রাঙ্গণ।
হেথা ইন্দ্র ব্যূহ-মাঝে প্রবেশি তখন
নিরখিলা একে একে দেবরথিগণে
সমরে আহত যত, কিবা সে মূর্চ্ছিত।
ধনেশ্বর কুবের, অশ্বিনীসুতদ্বয়ে,
সান্ত্বনিলা মিষ্ট স্বরে। রুদ্র একাদশে
স্নিগ্ধ করি, স্নিগ্ধ করি অন্য দেবে যত
আহত সমরক্ষেত্রে, ফিরিলা বাসব
করি ব্যূহ প্রদক্ষিণ। আসি বহির্দ্দেশে
আজ্ঞা দিলা মাতলিরে আনিতে পুষ্পক।
আজ্ঞা দিলা নিজ নিজ রথ সাজাইতে

অন্য যত সুররথী। শিবির যুড়িয়া
সাগর-কল্লোলধ্বনি উঠিল আরাবে।
সাজাইলা অরুণ সূর্য্যের সুবিমান
একচক্র রথবর অদ্ভুত দেখিতে।
গতি মনোহর অতি, প্রদীপ্ত চূড়াতে
সপ্ত স্বর্ণকুম্ভ শোভা। নিয়োজিলা তায়
সপ্ত শ্বেত তুরঙ্গম বঙ্কিম নিগাল,
জিনি দুগ্ধফেনরাশি শুভ্র তনুরুহ,
ক্ষণে পারে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিতে। বৈনতেয়
উঠি শীঘ্র বসিলা স্যন্দনে। ভীমাদেশে
অনল-সারথি রথ সাজাইলা দ্রুত,
সুলোহিত বিমান প্রচণ্ড শিখাময়,
রক্তবর্ণ দুই অশ্ব, নাসারন্ধ্রে শ্বাসে
প্রশ্বাসে ছুটিছে বম। আনি যোগাইলা
কৃষ্ণ হয় কৃষ্ণবর্ণ শমন-স্যন্দনে
কৃতান্ত-সারথি ভীম। শঙ্খবিরচিত
শতচক্র শতাঙ্গ সুন্দর বরুণের,
বেগে যার রসাতল সদা বেগময়,
উত্তাল তরঙ্গপূর্ণ সিন্ধুর শরীর,
যবে বারিনাথ রঙ্গে, বারিধি বিহারে,
ভ্রমেন বারুণী-সঙ্গে—সাজাইলা সূত।
কুমার-সারথি দ্রুতগতি সাজাইলা
শতচূড় শিখিধ্বজ স্কন্দের বিমান,
কুরঙ্গবাহন বায়ু বিমান সাজিল;
সাজিল শতাঙ্গ অন্য যত অমরের।
হেন কালে মাতলি সারথি কৃতাঞ্জলি
নিবেদিলা পুরন্দরে "পুষ্পক বিমান
বাহিলা অসুর-পুত্র-শব তবাদেশে,
কি বাহনে সুররাজ পশিবেন রণে?"
চিন্তি ক্ষণে দেবেন্দ্র কহিলা আনিবারে

উচ্চৈঃশ্রবা মহা অশ্ব—অশ্বকুলপতি।
মাতলি ঘোটক আনি দিলা ইন্দ্রপাশে।
হেরিয়া বাসবে, উচ্চৈঃশ্রবা ঘন ঘন
ছাড়িলা নাসিকাধ্বনি, তুলাইয়া সুখে
ফুলাইলা গ্রীবাদেশে কেশর সুন্দর,
ঘন হ্রেষাধ্বনি ঘ্রাণে, ঘন খুরাঘাতে
খুঁড়িতে লাগিলা মনঃশিলা স্বর্গতলে,—
তবল্গ পাবদ জিনি চঞ্চল অধীর।
অভ্র জিনি তনুশোভা শুভ্র সুচিকণ,
ক্ষীরোদসমুদ্র-জাত ঘোটক অদ্ভুত।
সাজাইলা আপনি সে অশ্বে সুরবাজ,
সুদিব্য আসন পৃষ্ঠে, রশ্মি তেজোময
গলদেশে শোভিতে লাগিল—সৌদামিনী
বেড়িল যেমন গ্রীবাদেশ। মহাহর্ষে
শচীনাথ ধরিলা দম্ভোলি, আরোহণে
করিলা উদ্যোগ। হেন কালে শূন্যপথে
সুমেরু হইতে দ্রুত নামিল পুষ্পক,
চপলা সুন্দরী বসি তায, তড়িল্লতা
হাস্যছটা মুখে। হেরি ইন্দ্রে দ্রুতগতি,
নামিলা চপলা, নিবেদিলা শচীনাথে
শচীর কুশল বার্ত্তা, রহিলা যে রূপে
পাইলা পুষ্পক রথ হেমাদ্রিশিখরে,
ইন্দুবালা-বারতা সংক্ষেপে বিবরিয়া
দাড়াইলা নম্রমুখে। চপলারে হেরি
সুধাইলা সযতনে কতই সম্বাদ
সুরনাথ বার বার, কত চিত্তসুখে
শুনিতে লাগিলা যত কহিলা চপলা।
সহর্ষ উৎসুক মনে আশীষি তখন
কহিলা পৌলোমীনাথ "হে চারুরঙ্গিণি,
চির সহচরি ইন্দ্রাণীর, কহিও সে

স্বর্গসুখসুখিনীরে, স্বর্গরাজ্য তাঁর
উদ্ধারি আবার শীঘ্র অর্পিব তাঁহারে,
চিরতৃষ্ণা মিটাব চিত্তের ! ফির এবে
সুহাসিনি, সুমেরুশিখরে নিরাপদে।"
এত বলি শচীনাথ চপলার পানে
চাহিলা প্রফুল্লমতি ; হেরিলা—রঙ্গিণী
দেখিছে নিশ্চল আঁখি বজ্রকলেবর,
দৃষ্টিপথে চিত্তহারা যেন। ইন্দ্রে হেরি
সলজ্জ বদনে বামা মুদিল নয়ন ;
বাড়িল সুগণ্ডতল, কাঁপিল অধর !
বিস্ময়ে সুরেন্দ্র এবে দেখিলা এ দিকে
ভীম রূপ ত্যজি বজ্র দিব্য তেজোময়
ধরেছে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি বিধি-হরি-হর-
তেজে নিত্য সচেতন। হেরিছে সঘনে
স্থিরসৌদামিনী-শোভা অস্থির নয়নে।
হাসিলা বাসব, আজ্ঞা দিলা মাতলিরে
আনিতে কুসুমদাম ; কহিলা "চপলে,
পূরাব বাসনা তোর—লাবণ্যে মিশাব,
আজি সুররণভূমে, ত্রিলোক সাক্ষাতে,
তেজ কুলেশ্বর বজ্রে ; বিবাহ উৎসব
হবে পরে।" মাতলি আনিলা পুষ্পমালা,
দিলা সুখে ইন্দ্র-করে, আনন্দে বাসব
অর্পিলা চপলা-বক্ষে সে কুসুমদাম।
স্বয়ম্বরা হইলা চপলা মনসুখে,
বরিল লাবণ্যরাণী তেজঃকুলরাজে,
অমর-সমর-ক্ষেত্রে—বৃত্রবধ-দিনে !
বাজিল সমরভেরী, তূরী, শঙ্খ কত ;
উঠিল আনন্দধ্বনি ঘন ঘনোচ্ছ্বাসে
পূরিয়া সমরক্ষেত্র—অনন্ত যুড়িয়া
অবিশ্রান্ত পুষ্পধারা হৈল বরিষণ।

কোলাহলে পূর্ণ দশ দিক্ ! দ্রুতগতি
ইন্দ্রপদে নমিলা চপলা—হাসি দেব
দিলেন বিদায়। ভীম অস্ত্রমূর্ত্তি পুনঃ
ধরিলা দম্ভোলি—শক্রদম্ভ-সংহারক।

বচিয়াছে মহাব্যূহ বৃত্র মহাসুব
দিগন্ত অৰ্দ্ধেক যুড়ি—উদয়-অচল,
পিঙ্গল, ত্রিকূট নগ, গোত্র ধরাধর,
লোকালোক ক্ষ্মাভৃৎ, অচল মাল্যবৎ,
ভূধর রজতকূট, হিমাঙ্গশিখব,
ছেয়েছে দানবসৈন্য। রচিযাছে ব্যূহ
একাদশ মণ্ডলীতে বাহিনী সাজায়ে,
বিন্যাসিয়া বথ অশ্ব গজ পদাতিক !
পক্ষীন্দ্র গরুড় যেন বিস্তারিয়া পাখা
বসেছে নগেন্দ্রশিরে—দেখিতে তেমতি
দৈত্য-চমূব গঠন। মধ্যে নিজদল,
বৃত্র ঐরাবত 'পরে, ঘেরিযা তাহায়
পরাক্রান্ত দৈত্য-সেনা, সৈনিক সুরথী
পর্ব্বতেব শ্রেণী যেন নগেন্দ্রে বেষ্টিয়া।

হেন কালে দুই দলে বাজিল দুন্দুভি
নাচিল বীরের হিযা। লহবে লহবে
সাগর-তবঙ্গ-তুলা বিপুল বিশাল
তুলিয়া, ভাঙ্গিযা, পুনঃ মিলিযা আবাব,
চলিল দনুজদল সেনানী-চালনে।
দৈত্যধ্বজা উড়িছে গগনে মেঘাকারে।
ঝক্ ঝক্ কিরণ চমক্ অস্ত্র'পরে,
রথধ্বজ কলসে, তনুত্রে, ধনুহুলে,—
ঝকিছে কিরণোচ্ছ্বাস দিগন্ত ব্যাপিযা।
সেজেছেন মহাহবে দৈত্যকুলপতি
বৃত্রাসুর—বান্ধি কটি কটিবন্ধে দৃঢ়,
দুই খণ্ড গণ্ডারের দৃঢ় চর্ম্মপেটী

দুই উপবীতাকারে, বান্ধিয়াছে ঘেরি
বক্ষোদেশ। বাম করে ধরেছে ফলক
সূর্য্যের মণ্ডলবৎ—প্রচণ্ড, বৃহৎ,
দক্ষিণে ভৈরব-দণ্ড শূল বিভীষণ।
ঐরাবত করি-পৃষ্ঠে বসেছে অসুর,
শৈল-পৃষ্ঠে শৈল যেন। করিকুল-বাজ,
গত রণে জিনি যায় লভিলা দানব,
চলিলা বৃংহিত করি, চলিলা পশ্চাতে
দনুজ-বাহিনী যেন তরঙ্গের মালা।
ছুটিল ইন্দ্র-বিমান গগন আন্দোলি,
কভু শূন্যে, কভু নিম্নে, কভু পার্শ্বদেশে
বিজুলির বেগে গতি, ছিন্ন ভিন্ন করি
দৈত্য অনীকিনী পার্ষ্ণি, কক্ষ, বক্ষোদেশ।
ঘনদল, অম্বর, বিদীর্ণ চক্রাঘাতে।
ইরম্মদে রথচক্রে জ্বলিতে লাগিল
তড়িদ্দাম ;—জ্বলিল সহস্র অক্ষি তেজে।
শরজাল ভয়ঙ্কর শূন্যে বরষিল,
মুষলের ধারে যেন বরিষার ধারা।
অপূর্ব্ব শিঞ্জিনী-ভঙ্গী। মুহূর্ত্ত-ভিতরে
দিগন্ত ব্যাপিয়া শর—সর্ব্বজন 'পরে,
সর্ব্বস্থানে, সর্ব্বদিকে, রণস্থল ঢাকি।
পড়িতে লাগিল প্রহরণে অশ্ব, হস্তী,
অসংখ্য পদাতি—মহাঝড়ে তরু যেন!
কিম্বা বজ্রাঘাতে যথা শৈলকুলচূড়া!
ব্যূহ ভেদি প্রবেশিল সুরেশ-স্যন্দন,
ভ্রমিতে লাগিল বেগে, দাবাগ্নি যেমন
ভ্রমে বেগে ভীম রঙ্গে বন দগ্ধ করি ;
কিম্বা যথা ঊর্ম্মিকুল, সিন্ধু উথলিলে,
ধায় রঙ্গে বেলাভূমে উপল বিছায়ে।

ভিন্ন হৈল দুই পক্ষ সুরেন্দ্রের শরে
ব্যূহ-কলেবর ছাড়ি—যেথা বৃত্রাসুর
বেষ্টিত দানব-বীরদলে। রক্তস্রোত
প্রবাহিল বিপুল তরঙ্গে শত দিকে।
দেখি দৈত্য মহাকায় দম্ভে চালাইলা
মহাহস্তী ঐরাবত ; ছাড়িল মাতঙ্গ
কোটি শঙ্খনাদ শুণ্ডে। গর্জ্জিল তখন
ভীম শব্দে দৈত্যনাথ, গর্জ্জিল যেমন
অম্বরে জলদদল, কহিলা হুঙ্কারি—
"রে পাষণ্ড, এ প্রচণ্ড ভুজতেজ আগে
না নিবারি, মথিছ দনুজ-পদাতিক ?
তস্করের প্রায়, বৃত্রে এড়ায়ে সমরে,
ভ্রমিছ রে রণ-ভূমে, ভীরু হীনমতি ?
তুল্য জনে সংগ্রামে না ভেটি, হস্তী, হয়,
বধিছ নির্লজ্জপ্রাণ। ধিক হে বাসব !
কি হেতু আইলে রণে ভয়(ই) যদি এত
অসুরের ভুজবলে ? সে ভুজ-প্রতাপ
হের পুনঃ।" কহি শূন্যে তুলিলা অসুর
মহাকাল-শূল ভয়ঙ্কর। না উত্তরি
সুরনাথ কোদণ্ড ধরিলা ভীম তেজে,
লক্ষ্য করি ঐরাবতে নিমেষ ভিতরে
কর্ণমূলে নিক্ষেপিলা সুতীক্ষ্ণ বিশিখ।
অস্থির জ্বালায় মহাবারণ মাতিল ;
ঘোর শব্দ শূন্যে ছাড়ি ছুটিল বেগেতে
না মানি অঙ্কুশাঘাত। ভীম লম্ফ ছাড়ি
দাঁড়াইলা মহাশূর মনঃশিলাতলে—
শূলহস্তে। লক্ষ্য করি ইন্দ্রবক্ষঃস্থল
ভাবিলা ছাড়িবে অস্ত্র—দূরে হেন কালে
দেখিলা দনুজপতি জয়ন্তপতাকা।

নিরখি ইন্দ্রের পুত্রে নিজ পুত্রশোক
জ্বলিল হৃদয়তলে। স্মরিলা তখন
ঐন্দ্রিলার ভীম বাক্য—প্রতিজ্ঞা কঠোর,
হুঙ্কারিলা ঘোর স্বরে অসুর দুর্জ্জয়,
ছুটিলা উন্মাদ যেন মথি সুররথী,
মথি অশ্ব, মাতঙ্গ, পদাতি অগণন।
লুক্কায়িত শার্দ্দূলেরে যথা বনমাঝে
খুঁজে ব্যাধ, বনরাজি আন্দোলন করি,
কিম্বা পক্ষিরাজ বাজ কপোতে হেরিয়া
ধায় যথা শূন্যপথে—ছুটিলা দিতিজ।
হেথা ইন্দ্রে ঘোর রণে দৈত্যবীর যত
ঘেরিল নিমেষকালে। তুমুল সংগ্রাম
বাজিল বাসব-সঙ্গে—কাম্বোজ, খড়্গক,
খরখুর, ধবলাক্ষ, ঘেরিল পুষ্পকে
স্বদল সহিত এককালে। সুরপতি
যুঝিতে লাগিলা রণমদে। পশুরাজে
বনমাঝে নিষাদ ঘেরিলে, উন্মাদিত
পশুরাজ ভীম লম্ফ ছাড়ি, ভ্রমে যথা
দশ দিকে, লণ্ডভণ্ড করি ব্যাধকুলে,
তীক্ষ্ণ নখে, দন্তাঘাতে খণ্ড খণ্ড করি
নিক্ষিপ্ত তোমর, শল্ল, কুঠার, মুদ্গর,—
তেমতি সুরেন্দ্র রথগতি। ক্ষণে পূর্ব্বে,
ক্ষণপরে উত্তরে আবার, অকস্মাৎ
পশ্চিমে, দক্ষিণে—যেন খেলে তড়িদ্দাম
সর্ব্বস্থান দিগন্ত ব্যাপিয়া একেবারে।
যুঝিছে দনুজদল অসীম বিক্রমে
ভিন্দিপাল, ভীষণ পরশু, প্রক্ষ্বেড়ন,
নিমেষে নিমেষে ক্ষেপি ইন্দ্ররথোপরে।
কাটিছে সে অস্ত্রকুল ইন্দ্র মহাবল
ভুজদণ্ড মুণ্ড সহ শরে; উড়াইছে

খণ্ড উরু বিশিখে বিন্ধিয়া, জঙ্ঘা, বাহু,
কক্ষ, বক্ষ, ললাট বিন্ধিছে লক্ষ বাণে।
নিরস্ত্র দনুজসৈন্য হৈল অচিরাৎ ;
পড়িল সমরক্ষেত্রে কোটি দৈত্য-বীর।
ছাড়ি সিংহনাদ ক্রোধে দৈত্যসেনা তবে
ধাইল উপাড়ি বৃক্ষ, ছিঁড়ি শৈলচূড়া—
ছুটিল সচল যেন অরণ্য ভূধর।
ছুটিল পুষ্পক শূন্যে মেঘমন্দ্রে ডাকি,
নিনাদিল ধনুর্গুণ ইন্দ্রের কার্ম্মুকে ;
ছাইল কলম্বকুল ঘনাম্বর পথ,
সুরপুরী অন্ধকার হৈল ক্ষণকালে।
পড়িল কাম্বোজ, হলায়ুধ মহাসুর,
খরখুর, খড়ক, পিঙ্গল, শ্বেতকেশ,
সেনাধ্যক্ষ আরো শত শত। ভঙ্গ দিল
দৈত্যদল রণস্থল ছাড়ি—ফেলি অস্ত্র,
গিরিশৃঙ্গ, মহাদ্রুমরাজি, ফেলি রথ,
অশ্ব, হস্তী। ছুটিল তেমতি ঊর্দ্ধশ্বাসে
বায়ুমুখে উড়ে যথা কাশ। কিম্বা যথা
মহাঝড় উঠিলে ভূধরে, ধায় রড়ে
পশুপাল, পশুপাল সহ, ঊর্দ্ধশ্বাসে—
প্রাণভয়ে পুচ্ছ তুলি করি ঘোর রব।
  হেথা মহাসুর বৃত্র জয়ন্ত-উদ্দেশে
ছুটে ঝটিকার গতি। হেরি মহারথ
কার্ত্তিকেয় আদি সুর রক্ষিতে কুমারে,
চালাইলা দিব্য যান বেগে দ্রুততর,
ছুটিলা অনল, দিবাকর, অম্বুপতি,
বায়ুকুলপতি প্রভঞ্জন ভীম দেব,
করাল অন্তকমূর্ত্তি যম দণ্ডধর।
জ্বালাময় তিন চক্ষু, ভীষণ হুঙ্কারি,
দাঁড়াইল দৈত্যরাজ, সুররথিগণে

হেরি দূরে। হেরি দৈত্যে যম দণ্ডধর,
কালিম জলদবর্ণ, ঘোর স্বরে ভাষি,
কহিলা অমরবৃন্দে—"হে দেবসেনানি,
শ্রান্ত সবে, বহু রণে যুঝিলা তোমরা,
ক্ষণকাল লভ হে বিশ্রাম—আমি যুঝি
দৈত্যরাজে ক্ষণকাল আজি।" চাহি তবে
সম্বোধিলা বৃত্রাসুরে—"হে দানবপতি,
পরেতপতিরে আজি ভেট রণভূমে।"
প্রেতপতি-বাক্যে বৃত্র দুর্জ্জয় হুঙ্কারি
কহিলা "হে ধর্ম্মরাজ, এত যদি সাধ
যুঝিতে বৃত্রের সহ—ধর দণ্ড তবে ;
হের দেখ রাখিনু ত্রিশূল, আজি ইহা
না ধরিব অন্য দেব-রণে, ইন্দ্রসুতে
কিবা ইন্দ্রে না আঘাতি আগে।" পার্শ্বদেশে
বিন্ধিলা ভৈরব শূল মনঃশিলাতলে
দৈত্যপতি, ভীম গদা ধরিলা সাপটি,
ঘুরাইলা ঘন স্বনে ; ঘুরাইলা যম
প্রচণ্ড করাল দণ্ড। দুই করী যেন
বনমাঝে রণমদে করে করাঘাত,
তেমতি আঘাতে দোঁহে দোঁহা। দণ্ড, গদা
প্রহারে বিদীর্ণ নভস্থল ; ঘোর রব
উঠিল গগনে, ঘূর্ণ পাকে ডাকে বায়ু,
চূর্ণ মনঃশিলা চারি চরণ-ঘর্ষণে।
দণ্ডযুদ্ধে বিশারদ দোঁহে, কেহ নারে
নিবারিতে কারে ; ভ্রমে নিরন্তর ঘুরি
দুই ঘন মেঘ যেন শূন্যে ভয়ঙ্কর।
প্রেতরাজ কালদণ্ড ঘর্ঘরে ঘুরায়ে,
আঘাতিলা ভীমাঘাত বৃত্রমুষ্টিতলে।
সে আঘাতে ফিরে দণ্ড—ফিরে বৃত্রগদা,
গজদন্ত-বিনির্ম্মিত বর্ত্তুল যেমন

প্রহারি অন্য বর্ত্তুলে। তখন অসুর
বাম স্কন্ধে শমনের ভীষণ বেগেতে
করিলা প্রচণ্ডাঘাত গদা ঘুরাইয়া।
যমরাজ বসিলা আঘাতে ভগ্নকটি,
দ্রুম যথা ছিন্নমূল পড়ে মড়মড়ি।
তুলিলা তখন দৈত্য ভয়ঙ্কর শূল
লক্ষ্য কবি জয়ন্তের বিচিত্র পতাকা।
দিলা রড দেবরথিগণ ঝড়বেগে
হেরি সে ভীষণ অস্ত্র। দূর হৈতে হোর
চালাইলা পুষ্পক বিমান ইন্দ্রাদেশে
মাতলি,—ছুটিল রথ ঘনদলে দলি
ঘর্ঘব নিনাদে ঘোর ত্রিদিব চমকি;
জয়ন্তেব বথমুখে পথ আচ্ছাদিয়া
দাঁড়াইল ক্ষণকালে। বিদ্যুতের গতি
বাসব অমবনাথ, ছাড়ি সে স্যন্দন,
আবোহিলা উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বকুলেশ্বর।
শোভিল সুনীল তনু তনুচ্ছদ ভেদি,
শুভ্র অভ্র ভেদি যথা শোভে নীলাম্বর!
স্ফটিক জিনিয়া স্বচ্ছ সুদিব্য কবচ,
শিবস্ত্রাণ—দৃঢ জিনি কঠিন অযস;
অপূর্ব্ব কিরণছটা কিরীট আকারে
বেড়েছে নিবিড় কেশ—আভা ছড়াইয়া
স্বর্ণমেঘমালা যেন ঘেবেছে মস্তক।
জ্বলিছে সহস্র অক্ষি!—ভীষণ দম্ভোলি
শূন্যে তুলি সুরনাথ অশ্বে আরোহিলা।
উঠিলা নক্ষত্রগতি উচ্চৈঃশ্রবা হয়
মহাশূন্য ভেদ কবি; সুমেরু ছাড়িয়া
উচ্চ এবে দৈত্যবপু—নগেন্দ্র-সদৃশ;
বক্ষঃ সমসূত্রে তার পক্ষ প্রসারিয়া

স্থির হৈলা অশ্বপতি।—ডাকিল দম্ভোলি
শত জীমূতের মন্দ্রে বাসবের করে।
হেরি ঘোর ঘন স্বনে ভীষণ অস্থর
কহিলা নিনাদি উচ্চে—"হা, দম্ভী বাসব,
ভাবিলে রক্ষিবে স্থতে বৃত্রের প্রহারে।
কর তবে এ শূল-আঘাত সম্বরণ
পিতা পুত্র দুই জনে।"—বেগে দিলা ছাড়ি
ছুটিল ভৈরব শল ভীমমূর্ত্তি ধরি
মহাশূন্য বিদারিয়া, কালাগ্নি জ্বলিল
প্রদীপ্ত ত্রিশূল-অঙ্গে। হেন কালে, হায়,
বিধির বিধান-গতি কে পাবে বুঝিতে,
বাহিরিল শ্বেত বাহু কৈলাসের পথে
সহসা বিমানমার্গে, শূলমধ্যস্থলে
আকর্ষি অদৃশ্য হৈল নিমেষ ভিতরে।
অদৃশ্য হইল শূল মহাশূন্য-কোলে।
হেরিয়া দনুজপতি কাতর-হৃদয়
কহিলা কৈলাসে চাহি, দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি,
"হা শম্ভু, তুমিও বাম।"—দগ্ধ হতাশ্বাসে
ছুটিলা উন্মাদপ্রায় হুঙ্কারি ভীষণ,
ছিন্নমস্ত বাহু যেন। অগ্নিচক্রাকার
ঘুরিল ত্রিনেত্র ঘোর— দন্তে কড় নাদ।
প্রলয় ঝটিকাগতি আসিয়া নিকটে
প্রসারি বিপুল ভুজ ধরিলা সাপটি
ইন্দ্র-করে ভীম বজ্র—উচ্ছিন্ন করিতে
অশ্বরব। বজ্রদেহে জ্বালা ধক্ ধক্
জ্বলিতে লাগিল ভয়ঙ্কর। সে দহন
মহাস্থর না পারি সহিতে গেলা দূরে
ছাড়ি বজ্র, ঘোর নাদে বিকট চীৎকারি,
লম্ফে লম্ফে মহাশূন্যে ভীম ভুজ তুলি
ছিঁড়িতে লাগিলা গ্রহ নক্ষত্র মণ্ডলী,

ছুঁড়িতে লাগিলা ক্রোধে—বাসবে আঘাতি,
আঘাতি বিষমাঘাতে উচ্চৈঃশ্রবা হয়।
ব্রহ্মাণ্ড উচ্ছিন্ন প্রায়—কাঁপিল জগৎ,
উজাড় স্বর্গের বন—উড়িল শূন্যেতে
স্বর্গজাত তরুকাণ্ড! গ্রহ, তারাদল,
খসিতে লাগিল যেন প্রলয়ের ঝড়ে।
উছলিল কত সিন্ধু, কত ভূমণ্ডল
খণ্ড খণ্ড হৈল বেগে—চূর্ণ রেণুপ্রায়!
সে চীৎকারে, সে কম্পনে বিশ্ববাসী প্রাণী
চন্দ্র, সূর্য্য, শূন্য, গ্রহ, নক্ষত্র ছাড়িয়া,
ছুটিতে লাগিল ভয়ে, বোধিয়া শ্রবণ,
কৈলাস, বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মলোকে! সে প্রলয়ে
স্থির মাত্র এ তিন ভুবন। মহাকাল
শিবদূত কৈলাস-দুয়ারে নন্দী দ্বারী
কাঁপিতে লাগিল ভয়ে! কাঁপিতে লাগিল
ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার তোরণ ঘন বেগে!
কাঁপিল বৈকুণ্ঠদ্বার! ঘোর কোলাহল
সে তিন ভুবন-মুখে, ঘন উচ্চৈঃস্বর—
"হে ইন্দ্র, হে সুরপতি, দম্ভোলি নিক্ষেপি
বধ বৃত্রে—বধ শীঘ্র—বিশ্ব লোপ হয়!"
এত ক্ষণ সুরপতি ইন্দ্র সে দুর্য্যোগে
ছিলা হতচেত-প্রায়—বিশ্বকোলাহলে
স্বপনে জাগ্রত যেন, বজ্র দিলা ছাড়ি;
না ভাবিলা, না জানিলা ছাড়িলা কখন।
ছুটিল গর্জ্জিয়া বজ্র ঘোর শূন্যপথে,
ঊনপঞ্চাশৎ বায়ু সঙ্গে দিল যোগ,
ঘোর শব্দে ইরম্মদ-অগ্নি অঙ্গে মাখি,
আবর্ত্ত পুষ্কর মেঘ ডাকিতে ডাকিতে
ছুটিতে লাগিল সঙ্গে; সুমেরু উজলি
ক্ষণপ্রভা খেলাইল; দিঙ্মণ্ডল যেন

ঘোর রঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া চলিল।
ঘুরিতে ঘুরিতে বজ্র চলিল অম্বরে
যেখানে অসুরপতি বিশাল-শরীর,
বিশাল নগেন্দ্র তুল্য, ভীষণ আঘাতে
পড়িল বৃত্রের বক্ষে,—পড়িল অসুর,
বিন্ধ্যধরাধর যেন পড়িল ভূতলে!
  বহিল নিরুদ্ধ শ্বাস ত্রিভুবন যুড়ি!
বহিল বৃত্রের শ্বাসে প্রলয়ের ঝড়।
"হা বৎস, হা রুদ্রপীড়" বলিতে বলিতে
মুদিল নয়নত্রয় দুর্জ্জয় দানব।
  দহিল ঐন্দ্রিলাচিত্ত প্রচণ্ড হুতাশে
চিরদীপ্ত চিতা যথা। ব্রহ্মাণ্ড যুড়িয়া
ভ্রমিতে লাগিল বামা—উন্মাদিনী এবে।

(সমাপ্ত।)